এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ বারুইপুরে ধর্ষণ-খুন-কাণ্ডে প্রশাসনের পাশে তাপস রায়
বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ১৫ দফা অভিযোগ অভিষেকের ৩

কলকাতা ৮ জুলাই ২০২৬ ২৪ আষাঢ় ১৪৩৩ বুধবার বিংশ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.07.2026, Vol. 20 Issue No. 28, 8 Pages, Price 3.00

ডিজিকে ৭২ ঘণ্টার ডেডলাইন মুখ্যমন্ত্রীর

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

সুইজারল্যান্ড বনাম কলম্বিয়া
(ভারতীয় সময় রাত ১২.৩০)

গতকালের ফলাফল

বেলজিয়াম-৪ ইউএসএ-১

সুরভি ম্যানসন্
A trusted jewellers
গড়িয়াহাট-গড়িয়া-সোনারপুর বাজার
9163683241

১০ জুলাইয়ের মধ্যে খুলছে রাজ্যের সব বন্ধ চটকল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বন্ধ হয়ে থাকা সমস্ত চটকল আগামী ১০ জুলাইয়ের মধ্যে চালু করার লক্ষ্যে বড় সাফল্য পেল শ্রম দপ্তর। মঙ্গলবার নিউ সেক্রেটারিয়েটে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংহের উপস্থিতিতে একাধিক দফায় বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত হয়েছে, হুগলি, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমানের সাতটি বন্ধ চটকল আগামী ১০ জুলাইয়ের মধ্যে খুলে দেওয়া হবে। এর ফলে প্রায় ২০ হাজারেরও বেশি শ্রমিক ফের কাজে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

শ্রম দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ইন্ডিয়া জুট, হেস্টিংস, গোন্দলপাড়া, এম্পায়ার, লুমটেক্স, শক্তিগড় এবং হাওড়া জুট মিলের মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠক করেন শ্রমমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য, বিশেষ শ্রম কমিশনার আশিস সরকার-সহ শ্রম দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকেরা।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সংশ্লিষ্ট চটকল কর্তৃপক্ষ দ্রুত 'সাসপেনশন অব ওয়ার্ক' প্রত্যাহারের নোটিস জারি করবে। ১০ জুলাইয়ের মধ্যে মিলগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হবে। এরপর প্রথম পর্যায়ে যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হবে এবং আগামী ১৬ জুলাই থেকে ধাপে ধাপে উৎপাদন শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

শহরে পাঁচ জায়গায় তল্লাশি ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার সকালে শহরের পাঁচ জায়গায় তল্লাশির জন্য হানা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইডি সূত্রের খবর,* তৃণমূলের তহবিল*নিয়ে যে অভিযোগ সামনে এসেছে, তার প্রেক্ষিতেই এই তল্লাশি। এই তল্লাশিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে অ্যাভিয়েশন সংস্থার ডিরেক্টরের বাড়িতেও পৌঁছে যায় ইডি।

ইডি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, রাজারহাট-নিউটাউন ও আশপাশের এলাকায় অভিযান চালায় ইডির আলাদা আলাদা দল। এই তালিকায় রয়েছে অভিষেক ঘনিষ্ঠ এক ব্যবসায়ীর অফিস ও বাড়িও। সূত্রের খবর, ওই ব্যবসায়ীর সংস্থা থেকে অভিষেকের বিমানভাড়া আসত। আর সেই কারণেই তৃণমূলের নিজস্ব তহবিলের সঙ্গে এর কী যোগ, তা খুঁজে বের করত তৎপর কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। সেই লক্ষ্যেই মঙ্গলবার একাধিক জায়গায় তল্লাশি।

কাউকেও রেয়াত নয়, নজরে পুলিশি ভূমিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্তে কোনও গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বারুইপুর পুলিশ সুপারের দপ্তরে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শেষে তিনি রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তদন্তের অগ্রগতি এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

মঙ্গলবার এসপি অফিসে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি, ঘটনার পর গণপিটুনিতে নিহত যুবকের পরিবারের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন তিনি। এদিনের বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের লোকের যদি ওই সময়ের মধ্যে কোনও শিথিলতা থাকে এক শতাংশও, তবে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।' তাঁর নির্দেশ, ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি পুলিশ কীভাবে পরিস্থিতি সামলেছে, সেটিও বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। এদিন নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নির্যাতিতার পরিবার আমার উপর আস্থা রেখেছে, এটাই আমার প্রাপ্তি।' তিনি জানান, ঘটনার দিন থেকেই পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হয়েছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'আমি রাজ্যের সব থানার আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। রাজ্য পুলিশের কর্তাদের বলেছি, এই ধরনের ঘটনা আটকাতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'গোটা রাজ্যের সব থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন মেনে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

উল্লেখ্য, ঘটনার পর থেকেই নির্যাতিতার পরিবার এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সেই প্রেক্ষিতে পুলিশের কাজের মূল্যায়ন এবং প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সেই প্রক্রিয়াই আরও জোরদার হল বলে প্রশাসনিক মহলের ধারণা।

বারুইপুরে ঘটনার পর বিক্ষোভ চলাকালীন সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, পুলিশের গাড়িতে হামলা এবং রেললাইনে ভাঙচুরের ঘটনায়ও কড়া অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, অশান্তির ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করার কাজ প্রায় শেষ। 'ইতিমধ্যেই প্রায় ২০০ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ধাপে ধাপে গ্রেপ্তার করা হবে', বলেন তিনি। তাঁর আরও দাবি, অশান্তি ছড়াতে যাঁদের বিরুদ্ধে উস্কানির অভিযোগ উঠেছে, সেই রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ভূমিকাও তদন্তের আওতায় রয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

অন্যদিকে, বারুইপুরে কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে নির্যাতিতার পরিবার। অভিযোগ, খবর পাওয়ার পরেও দেরিতে পৌঁছেছে পুলিশ। শুধু তা-ই নয়, উদাসীনতার অভিযোগও তুলেছেন স্থানীয়েরা। নিখোঁজ ডায়েরি হওয়ার পরেও কিশোরীকে খোঁজার বিষয়ে তেমন গা করেনি পুলিশ, এমনই অভিযোগ। রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্ত বুঝিয়ে দিলেন, এই ঘটনায় কাউকে রেয়াত করা হবে না। পুলিশের ভূমিকাও আতশকাচের নীচে রয়েছে, তা জানালেন ডিজি। মঙ্গলবার বারুইপুরে যান সিদ্ধিনাথ। তদন্তকারীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তার পরেই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান। বারুইপুরে রেললাইনের ধারে যে পুকুর থেকে ওই কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়েছে, সেই জায়গা ঘুরে দেখেন তিনি। কী ঘটেছিল, কী ভাবে তদন্ত হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী কী তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে খতিয়ে দেখেন সিদ্ধিনাথ। কথা বলেন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতেরা হলেন আনন্দ সর্দার, প্রভাস মণ্ডল এবং দিবাকর সর্দার। মঙ্গলবার আনন্দকে আদালতে হাজির করানো হয়েছে।

তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে এখনই বিশদ কোনও মন্তব্য করতে চাননি সিদ্ধিনাথ। তিনি বলেন, 'তিন জন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত যে ভাবে এগোবে আমরা সে ভাবে জানাব।'

'গণপিটুনিতে নিহত ইন্দ্রজিৎ নির্দোষ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারুইপুরের নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি গণপিটুনিতে প্রাণ হারানো অটোচালক ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের মৃত্যুকেও সমান গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বারুইপুরে প্রশাসনিক বৈঠক, নিহত কিশোরীর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং ইন্দ্রজিৎ মণ্ডলের বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পুলিশ ও তদন্তকারী অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, গণপিটুনিতে যিনি মারা গিয়েছেন, ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল, তিনি এই অপরাধে জড়িত ছিলেন না। তিনিও বিচার পাবেন। তাঁর পরিবারের সঙ্গেও আমি কথা বলেছি।'

'বেআইনি মদের ঠেক থাকবে না'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারুইপুরে নাবালিকার মৃত্যু ও নির্যাতনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী 'কঠোরতম পদক্ষেপ' নিয়েছেন বলে দাবি করলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। তাঁর কথায়, ঘটনার প্রথম দিন থেকেই মুখ্যমন্ত্রী নিজে নিহত কিশোরীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন এবং তদন্তের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন।

অগ্নিমিত্রা বলেন, মঙ্গলবার সকালে তিনি নিজে নিহতের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তাঁর দাবি, 'মেয়েটির বাবা নিজেই বলেছেন, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখছেন। মুখ্যমন্ত্রী বারবার ফোন করে খোঁজ নিয়েছেন। আইজি, এসপি-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরাও নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন।'

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে মন্ত্রী বলেন, 'আগের সরকারও জিরো টলারেন্সের কথা বলেছিল, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়নি। শুভেন্দু অধিকারীর সরকার কাজে দেখিয়ে দিয়েছে। মূল অভিযুক্ত-সহ প্রায় সকলকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে, একজন এখনও পলাতক।' অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'যেভাবে মেয়েটির উপর অত্যাচার হয়েছে, তার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত। আইন মেনেই কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধু যাবজ্জীবন সাজা দিয়ে করদাতাদের টাকায় তাদের সারাজীবন জেল খাওয়ানো হবে কি না, সেটাও ভাবার বিষয়।'

ঘটনার নেপথ্যে মাদকাসক্তির প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানান, রাজ্যজুড়ে বেআইনি মদের ঠেকের বিরুদ্ধে কড়া অভিযান চালানো হবে। তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী আগেও বলেছেন, আবারও কঠোর নির্দেশ দেবেন, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সব বেআইনি মদের ঠেক ভেঙে দিতে হবে। বৈধ লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান ছাড়া কোনও বেআইনি মদের দোকান থাকতে দেওয়া হবে না।'

অগ্নিমিত্রার দাবি, 'শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের নীতি হল-মহিলাদের বিরুদ্ধে হোক বা অন্য কোনও ধরনের নৃশংসতা, যে কোনও অত্যাচারের বিরুদ্ধেই জিরো টলারেন্স।'

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার জবাবে তিনি বলেন, সরকারে থেকে দায়িত্বশীলভাবে কথা বলতে হয়। তবে গত ১৫ বছরে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অপরাধের বিচার কতজন পেয়েছেন, তার জবাব বাংলার মানুষই দেবেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

শর্ত দিয়ে মিছিলে অনুমতি মমতাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারুইপুর-সহ একাধিক ইস্যুতে মিছিলের অনুমতি চেয়ে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালতের তরফ থেকে মেলে অনুমতি, তবে পাশাপাশি বেঁধে দেওয়া হয়েছে একাধিক শর্তও। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ২ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে হবে কর্মসূচি। মিছিলের জন্য আমজনতাকে সমস্যায় ফেলা যাবে না। পাশাপাশি আদালতের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মিছিলটি বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে শুরু করে হাজরা মোড়ে গিয়ে শেষ করতে হবে। আমজনতার জন্য একটি লেন খোলা রাখতে হবে। আড়াইটের সময় শুরু করে মিছিল শেষ করতে হবে সাড়ে চারটের মধ্যে। আদালতের সাফ নির্দেশ, ১০০০ জনের বেশি শামিল হতে পারবে না এই মিছিলে। বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণের পর খুনের ঘটনায় গত কয়েকদিন ধরে উত্তাল বাংলা। তবে দ্রুত পদক্ষেপ করতে দেখা গিয়েছে রাজ্য সরকারকে। এদিকে সোমবার বারুইপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে কালীঘাটে মোমবাতি মিছিল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, তৃণমূল জমানায়, গত ১৫ বছরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। পার্কস্ট্রিট, কামদুনি, হাঁসখালি থেকে অভয়া কাণ্ড, প্রতিক্ষেত্রেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিষয়গুলোকে 'ছোট ঘটনা' বলে প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। কখনও নির্যাতিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, কখনও নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় তিনি বলেছেন, 'লাভ অ্যাফেয়ার ছিল'। অভয়া কাণ্ডের প্রতিবাদে যখন গোটা বাংলা রাস্তায় নেমেছিল, সেটাকে 'হুজুগ' বলে দাগিয়েছিলেন তিনি। একটা সময়ের পর আন্দোলন ভুলে সকলকে উৎসবে ফিরতে বলেছিলেন।

বারুইপুরে বিক্ষোভের মুখে দুই তৃণমূলই

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার বারুইপুরে গিয়েছিলেন কালীঘাট তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। মঙ্গলবার ধর্ষিত এবং খুন হওয়া ১২ বছরের কিশোরীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে খানিক বিক্ষোভের মধ্যে পড়েন ঋতব্রত তৃণমূলের সদস্যেরা। জনতার কটাক্ষ শুনতে হল ঘটনার তিন দিন পর দেখা করতে যাওয়া স্থানীয় সাংসদ সায়নী ঘোষকেও। যদিও শেষমেশ সকলেই মৃতার বাবা-মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিধায়ক শিউলি সাহা এবং প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ঢোকেন বারুইপুরের সূর্যপুরে। তার আগে রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল এবং বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় দেখা করেন কন্যাহারা বাবা-মায়ের সঙ্গে। মোটামুটি শান্তই ছিল পরিবেশ। কিন্তু ঋতব্রত-শিউলিদের দেখে স্থানীয়দের একাংশ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ঋতব্রতকে উদ্দেশ করে 'বালিশচাটা', 'চোর-চোর' ইত্যাদি স্লোগান দেওয়া হয়। সেই সময় কথা কাটাকাটিতে জড়ান বিধানসভায় তৃণমূলের (ঋতব্রতপন্থী) ডেপুটি লিডার শিউলি। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আমরা তো আলাদা। তোমরা এ ভাবে আমাদের বাধা দিতে পারো না। আমরাও অপরাধীদের শাস্তি চাই।'

অন্য দিকে, এনডিএ জোটকে সমর্থনকারী তৃণমূলের 'বিদ্রোহী' দুই সাংসদ সায়নী ঘোষ এবং কাকলি ঘোষ দস্তিদারও গিয়েছিলেন বারুইপুরে। যাদবপুরের সাংসদ সায়নীকে দেখেও স্লোগান দিতে শুরু করেন স্থানীয়েরা। সায়নীকে 'গদ্দার' বলে কটাক্ষ করেন কয়েক জন। তাঁদের মধ্যে এক যুবক বলেন, 'স্থানীয় সাংসদ কী ভাবে ঘটনার তিন দিন পর এখানে আসেন! এত দিন উনি কী করছিলেন। তা ছাড়া আমাদের যাদবপুরবাসীদের সঙ্গে গদ্দারি করেছেন উনি। লোকসভা ভোটের সময় তৃণমূলত্যাগীদের উনি গদ্দার বলতেন। আজ উনি কী করেছেন! এখানে এলেনই বা কেন?' নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পরে ঋতব্রত জানান, মৃতার বাবা-মাকে সমবেদনা জানিয়েছেন তাঁরা। তিনি আরও জানান, রাজ্যে একের পর এক এমন ঘটনা ঘটেছে। দৃঢ় পদক্ষেপ করতে হবে রাজ্য সরকারকে। সায়নী-প্রসঙ্গ উঠতেই ঋতব্রত 'আমরা আলাদা।' আর সায়নী বলেছেন, 'অভিমান থাকলে একশোবার বলতে পারে আমায়। যেমন এক মিনিটের জন্য আটকাবে, তেমন আধ ঘণ্টার জন্য ভিতরে ঢুকে কথাও বলাবে। এটা আমাদের বিষয়।' পাশাপাশি বারুইপুর কাণ্ডে 'বড় র‍্যাকেট' আছে বলে দাবি করেছেন সাংসদ। তিনি বলেন, 'দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে সবার। তিন জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। আরও অনেকে গ্রেফতার হবেন। তবে আসল বিষয় গোড়া থেকে এই র‍্যাকেটকে উৎখাত করতে হবে।'

ভাঙড়ের বিধায়ক, আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকিও বারুইপুরে মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে যান। তিনি বিজেপির 'ভরসা ইন, ভয় আউট' স্লোগানকে কটাক্ষ করে বলেন, 'সরকারে আসার দু'মাস পার হতে না হতেই পাঁচ-সাতটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটল। সেই একই ভাবে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠছে। তৃণমূলের কায়দায় বিজেপি নেতারা গিয়ে অভিযুক্তদের ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন! অতি সত্বর দায়িত্বপ্রাপ্ত ওই পুলিশ আধিকারিকদের শাস্তি দেওয়া দরকার। আর মহিলা নিরাপত্তা নিয়ে বড় বড় কথা বলা বিজেপি এ বার দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ করুক।'

তারাতলায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার স্পষ্ট বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তারাতলার বহুতল ধসের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে আর না ঘটে, সেই লক্ষ্যেই সরকার একাধিক পদক্ষেপ করছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দিয়ে তিনি বলেন, অর্থ দিয়ে প্রাণহানির ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব নয়, তবে সরকার প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে থাকবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান, দুর্ঘটনার পরপরই সেনা, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, দমকল, কলকাতা পুলিশ এবং প্রশাসনের সমন্বয়ে দিন-রাত উদ্ধারকাজ চালানো হয়। ঘটনায় মোট ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১৭ জন আহত হন। নিহতদের মধ্যে ১১ জন পশ্চিমবঙ্গের এবং পাঁচ জন বিহারের বাসিন্দা। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামাফিক মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা এবং আহতদের এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। রাইটস, আইআইটি খড়্গপুর, পুলিশ এবং পূর্ত দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে তদন্ত চলছে। দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় দেওয়ানি ও ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি ১৫ জুলাই পর্যন্ত অনুমোদনহীন বা নিরাপত্তাহীন নির্মীয়মাণ ভবনগুলির বিশেষ পর্যালোচনার নির্দেশও দিয়েছে সরকার। এরপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আজ কোনও আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান নয়। আমরা আপনাদের পাশে আছি, সহমর্মিতা জানাতেই এসেছি।'

তিনি বলেন, 'কোনও মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ অর্থ দিয়ে হয় না। আমাদের প্রথম লক্ষ্য, অতীতে সরকার বা কর্পোরেশনের ভুলত্রুটির কারণে কলকাতায় বারবার যে ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেখান থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া।'

পোস্তা, মাঝেরহাট, গার্ডেনরিচ, বড়বাজারের অগ্নিকাণ্ড এবং তিলজলার ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অতীতে উদ্ধারকাজে বহু ঘাটতি ছিল। তারাতলার ঘটনায় স্থানীয় মানুষ, কলকাতা পুলিশ, পুরসভা ও দমকল ৩০ মিনিটের মধ্যে উদ্ধারকাজ শুরু করে এবং দু'ঘণ্টার মধ্যে সেনা, এনডিআরএফ ও এসডিআরএফকে যুক্ত করা হয়। 'আমরা ১৭ জনকে জীবিত উদ্ধার করতে পেরেছি, কিন্তু ১৬ জনকে বাঁচাতে পারিনি। সেই বেদনা আমাদের রয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা আর না ঘটে, সেটাই আমাদের লক্ষ্য', বলেন তিনি।

অনুষ্ঠানে ক্ষতিগ্রস্তদের বক্তব্যও শোনেন মুখ্যমন্ত্রী। নিহত শ্রমিক পাপ্পু রজকের স্ত্রী শিউলি রজক স্বামীর মৃত্যুর পর সংসার চালানোর জন্য একটি চাকরির আবেদন জানান। আহত শ্রমিক ইমরান খান চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যার কথা তুলে ধরেন। জবাবে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, শ্রম দপ্তরের সেস তহবিল থেকে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। নিহতদের সন্তানদের পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা, হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা এবং আহতদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার দায়িত্বও সরকার নেবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

NOTICE

IN THE COURT OF LD. DISTRICT DELEGATE SADAR HOOGHLY AT CHINSURAH
ACT 39 CASE NO. 62/2025

PETITIONER :- REHENA BEGAM, W/o. Late Sk. Md. Rustam Ali, Vill.- Ista, P.O.- Porabazar, P.S.-Dadpur, Dist.-Hooghly, PIN-712305.

It is hereby notified to the general public at lodged that the abovenamed Petitioner has filed to the above case before the above noted Court praying for grant of Probate of Last Will and Testament dated 06/02/2025 executed by the said deceased Sk. Rustam Sohorab.

SCHEDULE
P.S.-DADPUR, DIST.-HOOGHLY.

Mouza	J.L.No.	R.S.	L.R.	L.R. Khatian	Class	Area
Ista	45	140	212	606	Shali	03 decimal
Ista	45	381	513	606	Shali	07 decimal
Ista	45	57	103	178	Pukur	01 decimal
Ista	45	67	117	178	Bastu	01 decimal
Ista	45	68/671	118	178	Khamar	01 decimal
Ista	45	68	119	178	Bastu	01 decimal
Ista	45	69	120	178	Bastu	01 decimal
Ista	45	70	121	178	Pukur	01 decimal
Ista	45	71	126	178	Paykhana	01 decimal
Ista	45	73	127	178	Pukur	01 decimal
Ista	45	74	128	178	Bastu	02 decimal
Ista	45	76	130	178	Bastu	01 decimal
Ista	45	78	132	178	Bhiti	01 decimal
Ista	45	82	141	178	Bhiti	01 decimal
Ista	45	92	148	178	Khamar	01 decimal
Ista	45	105	169	178	Pukur	01 decimal
Ista	45	13	19	178	Shali	02 decimal
Ista	45	169	249	178	Shali	07 Decimal
Ista	45	15	25	178	Suna	03 Decimal
Ista	45	184	272	178	Pukur	01 Decimal
Ista	45	15	31	178	Bhiti	01 Decimal
Ista	45	241	343	178	Khal	01 Decimal
Ista	45	253	355	178	Suna	01 Decimal
Ista	45	263	367	178	Bhiti	01 Decimal
Ista	45	278	385	178	Pukur	01 Decimal
Ista	45	377	394	178	Bhiti	01 Decimal
Ista	45	20	43	178	Suna	02 Decimal
Ista	45	365	488	178	Shali	03 Decimal
Ista	45	432	596	178	Shali	04 Decimal
Ista	45	591	693	178	Shali	08 Decimal
Ista	45	626	712	178	Shali	01 Decimal
Ista	45	39	82	178	Pukur	01 Decimal
Ista	45	516	832	178	Shali	06 Decimal
Ista	45	491	847	178	Shali	02 Decimal
Ista	45	636	879	178	Shali	01 Decimal
Ista	45	49	94	178	Khamar	01 Decimal
Ghatampur	42	1710	1094	324	Shali	04 Decimal
Ghatampur	42	1106	1638	324	Shali	01 Decimal
Ghatampur	42	1371	1961	324	Shali	07 Decimal
Ghatampur	42	964	306	324	Bhiti	01 Decimal
Ghatampur	42	669	726	324	Pukur	01 Decimal
Ghatampur	42	682	740	324	Doba	01 Decimal
Ghatampur	42	797	901	324	Suna	05 Decimal
Ghatampur	42	802	925	324	Suna	02 Decimal
Ghatampur	42	810	928	324	Suna	03 Decimal
Ghatampur	42	810	932	324	Suna	02 Decimal
Ghatampur	42	829	970	324	Suna	04 Decimal
Ghatampur	42	841	985	324	Pukur	01 Decimal
Boro Sara	41	1179	1061	371	Bhiti	01 Decimal
Boro Sara	41	1232	1063	371	Doba	01 Decimal
Boro Sara	41	1230	1064	371	Bhiti	01 Decimal
Boro Sara	41	1239	1075	371	Shali	01 Decimal
Boro Sara	41	1175	1086	371	Shali	01 Decimal
Boro Sara	41	1178	1088	371	Doba	01 Decimal
Boro Sara	41	1163	1093	371	Shali	02 Decimal
Boro Sara	41	1249	1103	371	Shali	03 Decimal
Boro Sara	41	1156	1055	371	Shali	04 Decimal
Boro Sara	41	1160	1059	371	Shali	01 Decimal
Boro Sara	41	1395	1583	371	Shali	08 Decimal
Boro Sara	41	1379	1602	371	Shali	05 Decimal
Boro Sara	41	858	823	371	Shali	24 Decimal

That informed if any one has any objection he/she might himself / herself or through any authorised Advocate appear before the above Court within 30 days from the date of this Notice and his objection otherwise the probate will be granted to Rehena Begum the Petition of this case.

Badruddoza Mallick
Advocate of the petitioner

Jyotirmoy Sarkar
Sherestader
District Delegate Hooghly

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৮ই জুলাই। ২৩শে আষাঢ়, বুধ বার, কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথি। জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্রর ও বিংশোত্তোরী বুধে র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

(আজ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস। মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিরোধান দিবস। পুরী ধামে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। পূর্ণিমা।)

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 01/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 35 নং এফিডেভিড বলে আমি Bikash Mallick S/o. Binoy Krishna Mallick ও Bikash Ch Mallick S/o. B. K. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 11/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9686 নং এফিডেভিট বলে আমি Samiran Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Paresh Chandra Ghosh ও P. Ch. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 22/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 05 নং এফিডেভিড বলে আমি Sekh Kamal Mondal S/o. Sekh Jahiruddin Mondal ও Sk Kamal Mondal S/o. Sk J Mondal, Sekh Jahiruddun Mondal, Jahiruddin Mondal Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 30/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10996 নং এফিডেভিট বলে আমি Suvrodeep Bose S/o. Ajoy Kumar Bose ও Suvroodeep Bose S/o. A Kr Bose সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 03/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11287 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Surauddin ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Amin ও Sk A. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Mousumi Hazra Sarkar, স্বামী- Balai Sarkar, গত ইং 10/06/2026 বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে Mousumi Hazra Sarkar এবং Mousumi Hazra এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, Razia Khan W/o Abdul Hamid Khan, resident of Andal, Bhadur, P.O. Andal, Bardhaman, West Bengal- 713321 do hereby declare that I have changed my name from Razia Begam to Razia Khan and henceforth I shall be known as Razia Khan in all purpose, vide Affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06.07.2026. Razia Khan and Razia Begam both are same and one identical person

হারানো প্রাপ্তি

আমি শ্রী কমলেন্দু বিশ্বাস, পিতা- বলরাম বিশ্বাস বিগত ইং- ২২.০৬.২০১৬ তারিখে সাকিন কৃষ্ণনগর ৪র্থ লেন নিবাসী শ্রী অভয় অধিকারী মহাশয়ের পুত্র শুভঙ্কর অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে কৃষ্ণনগর সদর জয়েন্ট সাব রেজিস্ট্রী অফিসের ৫০৬৪ নং একখণ্ড দলিল মূলে ইংরাজি মাপে, ৭.২৮ ডেসিমেল সম্পত্তি খরিদ করি। উক্ত পিঠ দলিল খানি যাহার নং ১৫৪২/২০০৯। উক্ত দলিল খানি হারাইয়া যাওয়ায় আমি স্থানীয় কোতয়ালী থানায় একটি G.D. নথিভুক্ত করিয়াছি। উক্ত দলিল খানি যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি পাইয়া থাকেন তাহা হইলে অদ্যকার তারিখ হইতে আগামী সাতদিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন।
ঠিকানা- কমলেন্দু বিশ্বাস। ডি.এল. রায় রোড, আশীর্বাদ এ্যাপার্টমেন্ট, কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, নদীয়।
M- 9477330138.

NOTICE

It is hereby informed to all on behalf of my client namely **Somarani Saha,** W/o. Samir Saha, resident of Prachin Mayapur 2nd Lane, P.O & P.S.- Nabadwip, Dist.- Nadia, Pin.-741302, that my above mentioned client purchased 03.30 Decimals of land under District Nadia, P.S. Nabadwip, Mouza 05 Rudrapara, R.S Plot no. 941, L.R. Plot no. 7026, L.R.R.O.R.- 4765 on the strength of a registered sale deed vide no. 1146/2026, dated 19/05/2026, registered before the A.D.S.R. Nabadwip, executed by power of attorney holder namely **Bikash Chandra Pal,** S/o. Late Lakshmi Narayan Pal of Prachin Mayapur Road, P.O & P.S.- Nabadwip, Dist.- Nadia, Power of Attorney executed by **1)Dinabandhu Ghosh, 2) Krishnabandhu Ghosh,** both are S/o. Late Habul Ghosh @ Ajit Kumar Ghosh, **3) Bandana Ghosh,** W/o. Late Bankubihari Ghosh, **4) Tapas Ghosh,** S/o. Late Dilip Ghosh, **5) Dipali Ghosh,** W/o. Sukumar Ghosh, **6) Jogmaya Ghosh,** W/o. Late Ashoke Ghosh, **7) Aditi Roy,** W/o. Biswajit Roy, **8) Kumari Ananya Ghosh,** D/o. Ashok Ghosh, all are of Agameshwari Para, P.O. & P.S.- Nabadwip, Dist.- Nadia, on strength of Power of attorney deed being no. 407/2026, dated 11/02/2026 registered at A.D.S.R. Nabadwip, Nadia. Now it is required to be record/mutate the name of my said client in the settlement record by the B.L.& L.R.O, Maheshganj, Nabadwip, Nadia. If anyone has any objection regarding said mutation, submit his/her written objection along with relevant documents the B.L & L.R.O. Maheshganj, within 30 days from the date of publication of this notice otherwise, the mutation process will proceed as per laws.

Sourav Kumar Das, Advocate
Nabadwip Court & Krishnagar Judge's Court.

IN THE 2ND COURT OF LD. CIVIL JUDGE (SR. DIVN.) HOOGHLY SADAR.
TITLE SUIT NO. 330/2023
Mohammad Mafiz. .... Plaintiff.
-VS-
Smt. Anju Karmakar and Others.
...... Defendants.
NOTICE

The Pro-defendant No. 5 - The Secretary Ministry of Petroleum and Natural Gas, Shastri Bhavan, New Delhi - 110001 and Pro-defendant No. 6 - Indian Oil Corporation Pipeline Division, Eastern Region Pipelines, Paradip Haldia, Durgapur LPG Pipeline (PHDPL). Inside LPG Bottling Plant, P.O. Kalyani, Dist. Nadia, Pin - 741235 are hereby informed that a suit for declaration, partition and permanent injunction has been filed by the Plaintiff Mohammad Mafiz, S/o. Late Mohammad Israil, of Vill. Kharsat, P.O. Puinan, P.S. Dadpur, Dist. Hooghly, Pin - 712305 against you along with principle defendant no. 1 to 4. Both of you are hereby requested to appear in the instant suit within 30 days from publication failing which the instant suit shall proceed exparte against you.
Advocate of the Plaintiff.
Ranjan Pal, Advocate
District Judge's Court, Hooghly.
By order of the court
Jyotirmoy Sarkar. Sheristadar
Civil Judge (Sr. Divn.)
1st / 2nd / Addl. Court Hooghly

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি মহসিন হক, পিতা - মোফাজ্জেল হক, জে.এল. নং - ৭১, হরাল মৌজায়, ৩৫৯৬ কৃঃ খতিয়ানে ২৬৫৯, ২৬৬০, ২৬৯৫, ২৬৯৬, ৪৮৮৪, ৪৮৮৩ দাগে ২২/০৫/২৩ তারিখে পাণ্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৪৭২ নং আমমোক্তার বলে মহম্মদ ইব্রাহিম, মহম্মদ ইসলাম, সিরাজুল হক, সেখ সাহিল, কাজল বেগম, মহঃ ইব্রাহিম কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। ইহাতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পাণ্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ড. এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

মহসিন হক
পাণ্ডুয়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমমোক্তার গ্রহিতা, 1. শ্রী সোমনাথ সাহা কেশরী, পিতা ৺পরেশনাথ সাহা কেশরী, সাং+পোঃ ঝালদা, থানা ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া কে আমমোক্তার দাতা - শ্রী চিন্টু কেশরী, পিতা ৺বিহারীলাল কেশরী তার 2016 সালের 1909 নং কোবালা দলিল মূলে খরিদা জমি, পাট ঝালদা মৌজার (JL No. 132) LR খতিয়ান নং 333, LR প্লট নং 137, পরিমান 3 (তিন) ডেসমিল জমি বিক্রি করার জন্য Jhalda A.D.S.R. আফিসের 2023 সালের 951 নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা দলিল করিয়া দিয়েছেন। এবং 2. শ্রী বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য্য, পিতা ৺অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য, ও শ্রী সান্নী ব্যানার্জ্জী, পিতা শ্রী দীপক ব্যানার্জ্জী, সাং + পোঃ - পাট ঝালদা, জেলা পুরুলিয়া কে আমমোক্তার দাতা - শ্রী ভুদেব চন্দ্র ব্যানার্জ্জী, পিতা রামসত্য ব্যানার্জ্জী, ঐ মৌজায়, তার নিজ নামিত রেকর্ড ভুক্ত জমি LR খতিয়ান নং 680, হাল দাগ নং 103, কানালী, পরিমাণ 36 (ছত্রিশ) ডেসমিল জমি বিক্রি করার জন্য Jhalda A.D.S.R. আফিসের 2024 সালের 1353 নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা দলিল করিয়া দিয়েছেন। বর্তমানে আমমোক্তার গ্রহিতাগনের নিকট আমার মোক্কেল :- শ্রীমতি সন্ধ্যা শর্ম্মা, স্বামী শ্রী মনজিৎ শর্ম্মা, সাং Near Ram Mandir, Jharia, পোঃ + থানা Jharia, জেলা Dhanbad, Jhalda ADSR অফিসের 2023 সালের রেজিস্ট্রিকৃত 1085 নং কোবালা দলিল মুলে LR খতিয়ান নং 333, LR প্লট নং 137 তে পরিমাণ 3 (তিন) ডেসমিল এবং Jhalda ADSR অফিসের 2025 সালের রেজিস্ট্রিকৃত 231 নং কোবালা দলিল মুলে ঐ মৌজায় LR খতিয়ান নং 680, LR প্লট নং 103 তে পরিমাণ 4 (চার) ডেসমিল জমি ক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 দিনের মধ্যে A.D.S.R. Jhalda ও B.L. & L. R. O Jhalda -I অফিসে যোগাযোগ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

Prabhat Ranjan Daripa, Advocate,
District Judge's Court Purulia.

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী ইসলাইল মন্ডল, পিতা শ্রী মকসেদ মন্ডল, গ্রাম এবং পো : গোকনা, থানা : বাদুড়িয়া, মূল রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১৩৫০/১৯৮৪ এবং ২০৭৪/১৯৮৪, দাগ নং ৫১৪, তারিখ ২২.০৬.২০২৬ বাদুড়িয়া বিএল এবং এলআরও অফিসের নিকট ফটো কপি করানোর সময় হারিয়ে ফেলেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাদুড়িয়া থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ৮১২/২০২৬ তারিখ ০৩.০৭.২০২৬ দায়ের করেন।
কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
তারিখ : ০৭.০৭.২৬

জয়দীপ মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা- ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

আমমোক্তারনামা

আমি শ্রী রাজু পাসওয়ান পিতা চাঁদ পাসওয়ান সাং -ব্যান্ডেল ভিউ পার্ক নিবাসী আমি ২০/০৭/২০০৭ সালে চিনসুরা হুগলি এডিএসআর অফিসে ৩২৮৩/২০০৭ দলিল মূল্যে কেউটা মৌজার এলআর - ৯৮৫ দাগের ০.০৩০ সম্পত্তি প্রাপ্ত হই এবং নিজ নামে ৬৩৫৭ খতিয়ানে রেকর্ড ভুক্ত করি। শ্রী পাপ্পু সিং পিতা- চন্দ্রনাথ সিং ব্যান্ডেল ভিউ পার্ক নিবাসী ১৭/১০/২০১৯ সালে চিনসুরা এডিএসআর অফিসে ১৪৯/২০১৯ আমমোক্তার নিযুক্ত করি তিনি ওই আমমোক্তার বলে আমার মক্কেল সারদা দেবী W/O- চন্দ্রনাথ সিং- কে ০১/০২/২০২১ সালে চিনসুরা এডিএসআর -২ অফিসে I-৬৯৪/২০২১ দলিল মূল্যে কেউটা মৌজার ২ কাঠা ৩ ছটাক ৪০ বর্গফুট ১ তলা গৃহ সম্পত্তি ক্রয় করেন আমার মক্কেল বর্তমানের মালিকের নাম পরিবর্তন করিয়া নিজ নামে পত্তনের জন্য চিনসুরা মগরা বিএলআরও অফিসকে আবেদন করেছেন যার কেস নম্বর- MN/2026/0601/4326. উক্ত বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে I তফসিল জেলা ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিস থানা চিনসুরা ব্যান্ডেল পঞ্চায়েত অন্তর্গত মৌজা কেউটা আরএস খতিয়ান ৮৯২ এলআর খতিয়ান ৬৩৫৭ (রাজু পাসওয়ান) আরএস দাগ ৫২৬৪ এলআর দাগ ৯৮৫ এলআর ২ কাঠা ৩ ছটাক ৪০ স্কয়ার ফুট জমি বাড়ি কভার এরিয়া ৬৬৩ বর্গফুট

ইতি-আইনজীবী প্রবীর কুমার রায়
আলিপুর জজ কোর্ট

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে অভিজিৎ গুই পিতা পাঁচু গোপাল গুই ৩০/১০/১৯৯০ সালের চিনসুরা হুগলি অফিসে ৪৪৩৭/১৯৯০ দলিল মূলে তারকচন্দ্র পরিয়াল নিকট হইতে শিমলা মৌজায় ১৫৮৪ দাগে ৪৫ শতক জমি ক্রয় করেন I ১৩/২/১৯৯১ সালে ADSR- চিনসুরা হুগলি অফিসে IV- ১৪/১৯৯১ সালে শ্রীমতি ললিতা ঘোষ W/O- শ্যামসুন্দর ঘোষকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তিনি আমমোক্তার বলে চিনসুরা ADSR হুগলি অফিসে I-২২৮২/১৯৯৩ সালে দলিল মূলে জগন্নাথ দাস পিতা ঈশ্বর শরৎ দাস, সবিতা দাস স্বামী জগন্নাথ দাস শিমলা মৌজা ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৩২ বর্গফুট জমি বিক্রি করেন। এরপর জগন্নাথ দাস পরলোকগমন করেন এবং এবং তার ওয়ারিসান স্ত্রী-সবিতা দাস, পুত্র-শুভাশিস দাস ও কন্যা -মৌসুমী ব্যানার্জি ওয়ারিশান বলে ওই জমির মালিক হন। তিনজনে চিনসুরা মগরা ব্লক অফিসে BLRO নিকট নিজ নিজ দামপত্তনের জন্য আবেদন করেন। যদি কারো আইনগতভাবে আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের এক মাসের মধ্যে আপত্তি জানাতে পারিবেন নাহলে আইন অনুসারে কার্য হইবে। তপশীল জেলা হুগলি থানা চিনসুরা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত মৌজা- সিমলা, JL- নম্বর ১৬ আরএস খতিয়ান ৮১ এল আর খতিয়ান 339, RS & LR দাগ- ১৫৮৪, ৪৫ শতক জমির মধ্যে ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৩২ বর্গফুট।

ইতি-আইনজীবী প্রবীর কুমার রায়
আলিপুর জজ কোর্ট

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী সঞ্জয় কুমার পান্ডে,** পিতা রাম নরেশ পান্ডে, সাকিম ২৯/১, ভৈরব দত্ত লেন, সালকিয়া, গোলাবাড়ি, হাওড়া-৭১২১০১, মহাশয়, ১)বিগত ইং ১৮/০৩/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03226/2026 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, এবং ২)বিগত ইং ২১/০৫/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-07507/2026 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, এবং ১)বিগত ইং ২৯/০৬/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-10431/2026 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, একুনে তিনটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(শ্রী ধ্রুব সাগর,** পিতা ভোলাপ্রসাদ যাদব, সাকিম ৩০৩, ইরা এ্যাপার্টমেন্ট, ওয়েষ্ট সাঁপুইপাড়া, নিয়ার অগ্রদুত মাঠ, আনন্দনগর, বালী (নিশ্চিন্দা), হাওড়া-৭১১২২৭), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সাফ বিক্রয় কোবালা পত্র দলিল মূলে বিক্রয় করিতেছি। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা মাকালপুর, ১৩৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১১৭৮ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৭১৭ তথা হাল এল.আর. ৬৬৮ নং দাগে শালি জমি ২৫.২৫ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি শ্রী **ধ্রুব সাগর** উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- শ্রী ধ্রুব সাগর ,আমমোক্তার

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, **শ্রীমত্যা নির্মলা তপাদার,** স্বামী- প্রয়াত সুনীল তপাদার, সাকিম- ২ নং মতিলাল কলোনী, পোঃ-রাজবাড়ি, থানা- দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। গত ইংরাজী ১৯/০৪/২০২৩ তারিখে এ.ডি. এস. আর. চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-৩৪৩২/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে জেলা হুগলী, থানা- মগরার সামিল জে. এল. নং ৩৬, ত্রিবেনী বৈকুন্ঠপুর মৌজায় হাল ৪০০৪ নং খতিয়ানভুক্ত সাবেক ও হাল ৩১১ নং দাগে কমবেশী ০.১৭৮ একর ও সাবেক ৫৩৫ তথা হাল ৩৯৫ নং দাগে ০.০০৯ একর একুনে মোট ০.১৮৭ একর সম্পত্তি জেলা-হুগলী, থানা-মগরা, সাকিম- বৈকন্ঠপুর গভঃ কলোনী নিবাসী **শ্রী রতন সিকদার,** পিতা শ্রী সুকুমার সিকদার, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার পর উক্ত রতন সিকদার বিগত ইংরাজী ২১/০২/২০২৪ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৯০৯/২০২৪ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী অসীমা রং,** স্বামী- শ্রী ভীম চন্দ্র রং, ১৯১০/২০২৪ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী অর্চনা মিস্ত্রি,** স্বামী- গৌরাঙ্গ মিস্ত্রি, ১৯১১/২০২৪ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী মৌমিতা মন্ডল,** স্বামী- শ্রী সুভাষ মণ্ডল, ১৯১২/২০২৪ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী রাধা মালো,** স্বামী- শ্রী রবি মালো, ১৯১৩/২০২৪ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী চন্দনা মন্ডল,** স্বামী- শ্রী অনুপ মন্তল, মহাশয়াগনকে বিক্রয় করেন। উক্ত **অসীমা রং, অর্চনা মিস্ত্রি, মৌমিতা মন্ডল, রাধা মালো ও চন্দনা মন্তল** মহাশয়াগণ বর্তমানে তাহা মগরা চুঁচুড়া বি.এল. অ্যান্ড.এল.আর.ও. অফিসে মিউটেশনের আবেদন করিয়াছেন যাহার নং- MN/2026/0601/4498,MN/2026/0601/4501, MN/2026/0601/4496, MN/2026/0601/4497 ও MN/2026/0601/4499 ইহাতে কাহারো আপত্তি থাকিলে অদ্য হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে মগরা - চুঁচুড়া বি.এল.এ্যান্ড.এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

শঙ্কর দাস (এ্যাডভোকেট),
চুঁচুড়া জাজেস কোর্ট, হুগলী

আমি Radha Rani Mahata, W/o Late Ajit Kumar Mahata, Vill.- Susuni, P.O.- Chingurkasa, P.S. & Dist.- Jhargram-এর বাসিন্দা। আমার Actual Name RADHA RANI MAHATA, যা আমার deceased husband's P.P.O. Book-এ আছে কিন্তু আমার Ration Card-এ আমার নাম RADHARANI MAHATA D/o- Late Sanatan Mahata, PAN Card-এ RADHARANI MAHATO D/o- Sanatan Mahato, Aadhaar Card, Voter Identity Card এবং SBI Bank Passbook-এ RADHARANI MAHATO W/o- Late Ajit Kumar Mahato হিসেবে এবং অন্য একটি Voter Record-এ ভুলবশত BALIKA MAHATA W/o- Late Ajit Kumar Mahata হয়ে গেছে। গত 30/06/2026 তারিখে Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Jhargram Court-এ Affidavit No.- 6630 বলে RADHA RANI MAHATA W/o- Late Ajit Kumar Mahata, RADHARANI বলে MAHATA D/o- Late Sanatan Mahata, RADHARANI MAHATO D/o- Sanatan Mahato, RADHARANI MAHATO W/o- Late Ajit Kumar Mahata এবং BALIKA MAHATA W/o- Late Ajit Kumar Mahata একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হইলাম।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রী সুধাংশু সাহা ওরফে অর্দ্ধেন্দু সাহা, শ্রী অরবিন্দ সাহা, শ্রী বিজয় কুমার সাহা, শ্রী অমলেন্দু সাহা সকলের পিতা- মৃত অবনী প্রকাশ সাহা, সকলের সাং- ও পোঃ-হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া, গত ইংরাজী ০৮/০৫/২০১৪ তারিখে কৃষ্ণনগর DSR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-8270/14 নং আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রী বিমল শর্ম্মা পিতা শ্রী বৈদ্যনাথ শর্ম্মা, সাং- ও পোঃ-বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১২১ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে উক্ত বিমল শর্ম্মা বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে B.L & L.R.O Hanskhali অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। **তপশীল** জেলা- নদীয়া, থানা- হাঁসখালী, মৌজা- গোবিন্দপুর, জে.এল.-৩৩, L.R. খতিয়ান-৫২, ১২৫, ১২৫৩, ১১১, R.S. ও L.R. ১১১৪ নং দাগে আউশ জমি, মোট ৭০ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। **শম্ভু অধিকারী, এ্যাডভোকেট, রানাঘাট কোর্ট।**

NOTICE

This is to notify that my clients Smt. Kakoli Basu wife of Late Sunandan Basu and others of Premises No. 2A, Lake Range, Police Station- Tollygunge, Kolkata- 700026, have lost the original Title Deed recorded in Book No. I, Volume No. 12, Pages 234 to 236, Being Deed No. 1520, for the Year 1938 , registered in the office of D.R. Alipore , District- 24 Pgs. South in respect of land measuring 5 Cottahs 8 Chittaks and 3 Sq.ft. more or less with building situated at Municipal Premises No. 2A, Lake Range, Police Station- Tollygunge , Kolkata- 700026 under K.M.C. Ward No. 087 from their custody and accordingly have lodged a General Diary in Gariahat Police Station , Kolkata vide G.D.E. No. 109 dated 02/07/2026. If any person, organization, financial institution have any claim or demand in or upon the aforesaid premises, may contact with the undersigned within 15 days from the date hereof, failing which no further claims and demands shall be entertained and the rights, title, interest and possession of the present owners will be established and execution of necessary documents will be concluded treating the same as free from all encumbrances, liens and attachments whatsoever.

SUBIR KUMAR DUTTA
Advocate.
18, Moore Avenue, Kolkata - 700040.
9830034264

বিজ্ঞপ্তি

১। শ্রী মানবেন্দ্র সরকার পিতা- মৃত মারজিত কুমার সরকার, ২।শ্রীমত্যা শেফালী সরকার স্বামী- মৃত মারজিত কুমার সরকার, উভয়ের সাং-পূর্ব খামারশিমুলিয়া, পোঃ- খামারশিমুলিয়া, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১২১, গত ইংরাজী ০৮.০৮.২০১৪ তারিখে কৃষ্ণনগর DSR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-13802/2014 নং আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রী বিশ্বজিৎ লস্কর পিতা- মৃত বিজয় লস্কর, সাং- নওপুকুরিয়া, পোঃ-বাদকুল্লা, থানা-তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১২১ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে উক্ত বিশ্বজিৎ লস্কর বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, আগামী ১ মাসের মধ্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে B.L. & L.R.O., HANSKHALI অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। **তপশীল** জেলা-নদীয়া, থানা-তাহেরপুর, মৌজা-পূর্ব খামার শিমুলিয়া, জে এল.-৪০, L.R. খতিয়ান-৪৫০, R.S. দাগ নং ১৬, L.R. ২০ নং দাগে আউশ জমি, মোট ৩৩ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। **শম্ভু অধিকারী, এ্যাডভোকেট, রানাঘাট কোর্ট।**

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী মোকাম চুঁচুড়ার জেলা জজ আদালত
২০২৫ সালের ১৬ নং প্রবেট স্যুট

দরখাস্তকারী : ননী গোপাল দে, পিতা-৺মাধব চন্দ্র দে, সাং-সিংহীবাগান রোড, বিদ্যাভবনপল্লী, পোঃ-চুঁচুড়া আর এস, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী। এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, গ্রাম-ফার্মসাইড রোড, পোঃ- চুঁচুড়া আর এস, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী নিবাসী মাধব চন্দ্র দে এর স্ত্রী **সাবিত্রী দে**-এর কর্তৃক সম্পাদিত উইলের প্রবেট পাইবার নিমিত্তে নিম্ন তপশীল সম্পত্তির জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারী উপরোক্ত কেস দাখিল করিয়াছেন। যদি কাহারো কোনো আপত্তি বা বক্তব্য থাকে তাহা হইলে স্বয়ং কিংবা নিযুক্তীয় উকিল বাবুর দ্বারা তাহার বক্তব্য ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে পেশ করিবেন। নচেৎ একতরফা শুনানীর মাধ্যমে কেসের নিস্পত্তি হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা-হুগলী, থানা-চুঁচুড়া, মৌজা-সিমলা, জে.এল.নং-১৬, খতিয়ান নং- ১০৭৩/৫, এল.আর দাগ নং- ১৫৬৭ বাস্ত, ৪৩৪১ স্কোয়ার ফুট।

দরখাস্তকারীর তরফ
শান্তনু চ্যাটার্জ্জী, এ্যাডভোকেট
ইতি- আদালতের অনুমত্যানুসারে
অভিজিৎ ব্যানার্জী, সেরেস্তাদার
চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার
জেলা জজ আদালত, হুগলী

// জেলা-হুগলীর, জেলা ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া সদর //
এ্যাক্ট - ৩৯ কেস নং - ১৭ /২০২০

দরখাস্তকারী :- **১) তাপস কোলে, ২) মহানন্দ কোলে,** উভয়ের পিতা ৺গৌর চন্দ্র কোলে, উভয়ে সাকিম- ক্ষেতপুর, পোঃ- ধোবাপাড়া, থানা-বলাগড়, জেলা-হুগলী, পিন নং – ৭১২৫১২, **৩) কাকলী দাস,** স্বামী - তাপস দাস, পিতা ৺গৌরচন্দ্র কোলে, সাং - নন্দাই, দিঘীরন, ভায়া মৃজাপুর, জেলা - বর্ধমান।

// বিজ্ঞপ্তি //

এতদ্বারা সর্ব সাধারণ কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে- জেলা-হুগলীর বলাগড় থানার অন্তর্গত ক্ষেতপুর গ্রামের বাসিন্দা অধুনা মৃত গৌরচন্দ্র কোলের, জেলা-হুগলী, বলাগড় থানার অন্তর্গত, গুপ্তিপাড়া পোস্ট অফিসের- ২১৪৬৮২ নং এস সি এস এস (বি এ্যাকাউন্ট টাইপ) তে মূল ১,৫০,০০০ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা + ১৮,৯০৪ আঠারো হাজার নয় শত চার টাকা (সুদ সহ) এবং ২১৪৬৮১ নং বাবদ এস সি এস এস (বি এ্যাকাউন্ট টাইপ) তে মূল ১,৫০,০০০ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা + ১৮,৯০৪ আঠারো হাজার নয় শত চার টাকা (সুদ বাবদ) গচ্ছিত রহিয়াছে তাহার সাকসেশন সার্টিফিকেটের প্রার্থনায় দরখাস্তকারীগণ হুজুর আদালতের নিকট যে অত্র মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন সেই মোকর্দ্দমায় যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে তিনি বা তাহার ভারপ্রাপ্ত নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমাটি একতরফা গণ্য হইবে।
দরখাস্তকারীগণের পক্ষে নিযুক্তীয়
তন্ময় মুখার্জ্জী, উকিলবাবু
আদালতের আদেশানুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
হুগলী সদর, জেলা-হুগলী।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী আনন্দ মোহন কোনার ওরফে আনন্দ মোহন কুমার, ২)শ্রী নিত্যানন্দ কোনার ওরফে নিত্যানন্দ কুমার, ৩)শ্রীমতী রেখা কোনার,** ১-৩ নং সাকিম কেওটা শিবতলা, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, **৪)শ্রীমতী রেবা রানী কুমার ওরফে রেবা কুমার,** স্বামী রবীন্দ্রনাথ কুমার, সাকিম ভোঁপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, ১-৪ সকলের পিতা ৺অমরেন্দ্র নাথ কোনার, **৫)শ্রীমতী বানী কোনার ওরফে বানী কুমার, ৬)শ্রী কুন্তল কোনার ওরফে কুন্তল কুমার, ৭)শ্রীমতী বহ্নি সেন,** স্বামী অর্ণব সেন, ৫নং স্বামী ও ৬ ও ৭নং এর পিতা রাম নারায়ন কোনার ওরফে রাম নারায়ন কুমার, ৫ ও ৬ নং সাকিম কেওটা শিবতলা, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ এবং ৭নং এর সাকিম ৪/৩৮বি সি.আর. কলোনী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর, দক্ষিণ ২৪পরগনা- ৭০০০৩২, **৮)শ্রীমত্যা কাজল কোনার ওরফে কাজল কুমার, ৯)শ্রী ইন্দ্রনীল কোনার, ১০)শ্রীমতী অনুরাধা কবিরাজ,** স্বামী অমিতাভ কবিরাজ, ৮নং স্বামী ও ৯ ও ১০নং এর পিতা ৺মনি নারায়ন কোনার, ৮ ও ৯ নং সাকিম আনন্দ মোহন ঘোষ রোড, জয়নগর মজিলপুর, জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৩৩৭, এবং ১০ নং সাকিম পুরন্দরপুর, পুরন্দরপুর মঠ, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪পরগনা-৭৪৩৬১০, মহাশয়/মহাশয়া বিগত ইং ২৫/০৩/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03925/2026 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী শিব শঙ্কর পাটোয়া,** পিতা ৺শম্ভুলাল পাটোয়া, সাকিম ওয়াজিদ নগর, ভ্রাতৃসঙ্ঘের মাঠ, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ০৩/০৬/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-04389/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সোমা হাজরা,** পিতা কিষান হরি, সাকিম মোগলটুলি এইচ.সি.এম কোয়াটার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, মহাশয়াকে ০১ কাঠা ০৪ ছটাক ৩০ বর্গফুট, সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন।**তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, ৭ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক ৮২৪ তথা হাল এল.আর. ১৫৫১১, ১৫৫১৩, ১৫৪৮৭, ১৫৪৮৮, ১৫৫০৩, ১৫৫০৮, ১৫৫১২, ১৫৫০৭, ১৫৪৮৬, ১৫৫০৬ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৩৫৬১ তথা হাল এল.আর. ৫৮৭৪ নং দাগে শুনা সম্পত্তি ষোল আনায় ০.১৭৫ একর তন্মধ্যে ০.০২১ একর বা ০১ কাঠা ০৪ ছটাক ৩০ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সোমা হাজরা,** পিতা কিষান হরি, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)
চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **১। শ্রী সঞ্জয় চালক, ২। শ্রী প্রশান্ত চালক,** উভয়ের পিতা প্রয়াত বাদলচালক, উভয়ের সাকিম- ডেমরা, পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা- হুগলী। **৩। শ্রীমতী যমুনা চালক,** স্বামী- শম্ভু চালক, সাকিম-নিরঞ্জনপল্লী, পোঃ-ত্রিবেনী, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী। **৪। শ্রী দেবাকর চালক,** পিতা-নারায়ন চালক, সার্কিম- জগন্নাথপুর, পোঃ- পাঁচঘড়া, থানা-পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী। **৫। শ্রীমতী সাগরিকা দুলে,** স্বামী-অনিল দুলে, সার্কিম ও পোঃ- খামারচণ্ডী, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী। **৬। শ্রীমতী আশা কোটাল,** স্বামী- অর্জিত কোটাল, সাকিম ও পোঃ-কুমড়সা, থানা- গোঘাট, জেলা- হুগলী। গত ইংরাজী ২০২৩ সালে এ.ডি. এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-১৪৯০/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে জেলা হুগলী, থানা-মগরার সামিল জে.এল. নং ৩৬, ত্রিবেনী বৈকুন্ঠপুর মৌজায় হাল ৬৬১৫, ৬৬১৬,৬৬১৭,৬৬১৮,৬৬১৯ ও ৬৬২০ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ৩২৯ নং দাগে তথা হাল ৩২৯ নং দাগে কমবেশী ০.২৫৭ একর সম্পত্তি জেলা-হুগলী, থানা-মগরা, সাকিম -বাসুদেবপুর রেলগেট কলোনী নিবাসী **শ্রী নীল রতন মালো,** পিতা- শ্রী কমল মালো, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার পর উক্ত **নীলরতন মালো** বিগত ইংরাজী ১৩/০৮/২০২৪ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯৩৯৮ নম্বর সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী সুস্মিতা মন্ডল,** স্বামী- প্রয়াত সঞ্জয় মন্ডল, মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। উক্ত সুস্মিতা মন্ডল মহাশয়া বর্তমানে তাহা মগরা চুঁচুড়া বি.এল.অ্যান্ড. এল.আর.ও. অফিসে মিউটেশনের আবেদন করিয়াছেন যাহার নং- MN/2026/0601/4502, ইহাতে কাহারো আপত্তি থাকিলে অদ্য হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে মগরা চুঁচুড়া বি.এল.এ্যান্ড .এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

শঙ্কর দাস (এ্যাডভোকেট),
চুঁচুড়া জাজেস কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, শ্রীমতী Gayanti Devi , W/O - Shrawan Kumar, চিনসুরা, নলডাঙ্গা নিবাসী, তিনি ১০/০৯/২০১৪ সালে ডিএসআর-১, চিনসুরা অফিসে ৭৫৬২/২০১৪ দলিলমূলে ১) ফুলমতি দেবী, W/O- ঈশ্বর রামরূপ রাম, ২) সুরজ রাম, S/O- ঈশ্বর রামরূপ রাম, ব্যান্ডেল নিবাসী কাছ থেকে ০.০৩৯ একর জমি ক্রয় করেন এবং নিজ নামে হাল রেকর্ড করে, যার খতিয়ান নম্বর ১১০১৪। তারপর তিনি তার পরিচিত Smt. Swata Burnwal,W/O- Sujit Burnwal - কে ২০/০৫/২০১৫ সালে চিনসুরা এডিএসআর অফিসে IV-১৬৮/২০১৫ আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। আমমোক্তার বলে আমার মক্কেল সরোজ দেবী ঠাকুর, W/O- সিদ্ধেশ্বর ঠাকুরকে, কেউটা মৌজা ০.০৩৯ একর জমি চিনসুরা এডিএসআর অফিসে ১১/৩/২৬ সালে ২৭৯৫/২৬ দলিলমূলে বিক্রি করেন। তদ্রুপে নেহারবালা দেবী, W/O- সুনীল কুমার দুবে, কেউটা, শিবতলা নিবাসী, তিনি তার খরিদা জমি শ্রী কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, S/O- সুধাকর মুখোপাধ্যায়, এডিএসআর, চিনসুরা, হুগলী অফিসে ১৯৯২ সালে IV-৮৭/১৯৯০ সালে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তিনি তার আমমোক্তার বলে এডিএসআর, চিনসুরা, হুগলি অফিসে ৮৯৬/১৯৯৪ সালে দলিলমূলে কাকলি বোস, W/O- পুলক কুমার বোসকে বিক্রি করেন। আমার মক্কেল সরোজ দেবী ঠাকুর নিজ নাম পত্তন করিবার জন্য বিএলআরও, চিনসুরা-মগরা অফিসে আবেদন করেছেন, যার কেস নম্বর ২৪৯৫/২৬। এতে যদি কারো কোনো ব্যক্তি আপত্তি থাকে, তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের এক মাসের মধ্যে ব্লক অফিসে অভিযোগ জানাতে পারেন, অন্যথায় নিয়মানুসারে কার্য হইবে। তপশিল: জেলা-হুগলী, থানা-চিনসুরা, ব্যান্ডেল গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত মৌজা-ক্যাওটা, জে.এল. নম্বর- ৭, আর.এস. দাগ নম্বর-৫০১০, এল.আর. দাগ-৫১৩, এল.আর. খতিয়ান-১১০১৪ (Gayanti Devi) ও ১২৯১ (নেহারবালা দুবে)। জমির পরিমাণ ০.০৩৯ একর। লেআউট প্লট ২৪পি ও ২৫পি রূপে প্রদর্শিত।

ইতি- আইনজীবী প্রবীর কুমার রায়,
আলিপুর জজ কোর্ট।

C.S.NO. 140 OF 2014
I.A. No. G. A. 1 of 2014 (Old No. G.A. 1371 of 2014)
IN THE HIGH COURT AT CALCUTTA
ORDINARY ORIGINAL CIVIL
JURISDICTION, ORIGINAL SIDE
SUNFLOWER SYNERGIES PRIVATE LIMITED .... PLAINTIFF
-VERSUS-
VINAYAK MICA EXPORT CO. AND ORS. .... DEFENDANTS

To,
1. Vinayak Mica Export Company,carrying on business from 63, Rafi Ahmed Kidwai Road, 2nd Floor, Kolkata - 700016 (Defendant No. 1).
2. Parabha Saraf, Wife of Late Raja Ram Saraf, carrying on business from 63, Rafi Ahmed Kidwai Road, 2nd Floor, Kolkata 700016 (Defendant No. 2a).
3. Nupur Kejriwal, Daughter of Late Raja Ram Saraf, residing at 12, Raja Santosh Road, Alipore Terrace, 12th Floor,Kolkata 700027 (Defendant No. 2b).
4. Sweta Agarwal, Daughter of Late Raja Ram Saraf, previously residing at Basil Garden, 33B Rowland Road, Kolkata 700020 (Defendant No. 2c).
5. Shikha Patodia, Daughter of Late Raja Ram Saraf, residing at 3, Moira Street, Kolkata 700017 (Defendant No. 2d).
6. Niket Saraf, carrying on business from 63, Rafi Ahmed Kidwai Road, 2nd Floor, Kolkata 700016 (Defendant No. 3).

WHEREAS the abovenamed Plaintiff claims: (a) Decree for Rs.68,00,000/ as pleaded in paragraph 7 of the plaint; (b) Interim interest and interest on judgment at the rate of 18% per annum; (c) Receiver; (d) Injunction; (c) Costs; (f) Further or other reliefs.
The Defendants are hereby required by this court to cause an appearance to be entered by you in the office of the Registrar of this Court within 12 days from the date of Publication of this notice (ignore if already filed).
The defendants are required by the Court to file their written statement within 28 days from the date of publication of this notice (ignore if already filed).
You are hereby further required to take notice that in default of your causing an appearance to be so entered the suit will be liable to be heard and determined in your absence.
By an order dated 22nd June, 2026 passed by The Hon'ble Justice Ananya Bandyopadhyay, Her Ladyship has been pleased to direct the Plaintiff to cause substituted service upon Defendants and directed the matter to be listed on 29th July, 2026.
Witness: The Hon'ble Tapabrata Chakraborty, Acting Chief Justice of the High Court at Calcutta on the 22nd day of June, Two Thousand and Twenty Six.

Hemanta Kumar Das, 29.06.26
For REGISTRAR (O.S.) HIGH COURT, CALCUTTA
FOX & MANDAL, ADVOCATES
12, Old Post Office Street,
Kolkata- 700 001.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

এবার সরকারি বাসের রং হবে গেরুয়া: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: লাল কিংবা নীল-সাদা এখন অতীত। এবার রাজ্যে সরকারি বাসের রঙ হবে গেরুয়া। বাসের রঙ পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। মন্ত্রী বলেন, 'আমরা তো রাষ্ট্রবাদে বিশ্বাসী। তাই নতুন সরকারি বাসগুলো গেরুয়া রঙ করা হবে।' প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ৩৪ বছর বাম জমানায় সরকারি বাসের রঙ ছিল লাল। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসে ঘাসফুল। রাস্তার রেলিং থেকে শুরু করে অফিসের রঙ বদলে নীল-সাদা হয়ে যায়। সরকারি বাসগুলোর রঙ বদলে নীল-সাদা হয়ে যায়। মঙ্গলবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, বামআমলে বাসের রঙ ছিল লাল। মানে বিপদের প্রতীক। তৃণমূল জমানায় পাল্টে হল নীল-সাদা।

ভারতে এল আলফাগ্রেপ মিউচুয়াল ফান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের খুচরো বিনিয়োগ বাজারে প্রবেশ করল আলফাগ্রেপ মিউচুয়াল ফান্ড। সংস্থাটি ৬ জুলাই থেকে তাদের প্রথম নিউ ফান্ড অফার, আলফাগ্রেপ মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড চালু করছে। এই ওপেন-অ্যান্ডেড ফান্ডে ইক্যুইটি, ফিক্সড ইনকাম ও কমোডিটিতে অ্যালগরিদমভিত্তিক পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা হবে। সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ভাউতিক আম্বানি বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক মানের অ্যালগরিদমিক বিনিয়োগ সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাদের লক্ষ্য। বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী সম্পদ বণ্টন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। ফান্ডটি পরিচালনা করবেন রভনীত সিং। বর্তমানে আলফাগ্রেপ গ্রুপ বিশ্বজুড়ে প্রায় ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্পদ পরিচালনা করছে।

তারুণ্যের ছোঁয়ায় চির বন্ধু এনজিওর মানবিক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উদয়রাজপুরের মধ্যমগ্রাম অগ্রণী ক্লাব প্রাঙ্গণে রবিবার চির বন্ধু এনজিও ও সৃষ্টি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি কার্যত রক্তদান উৎসবে পরিণত হয়। বহু বছরের এই উদ্যোগ আগে বারাসাতে অনুষ্ঠিত হলেও, এবার প্রথমবারের মতো উদয়রাজপুর মধ্যমগ্রাম অগ্রণী ক্লাবে আয়োজন করা হয়।

সকাল থেকেই রক্তদাতা ও সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন প্রায় শতাধিক স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান করেন। পুরুষদের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা রক্তদাতাও অংশ নেন। বিশেষ করে ১৯-২০ বছর বয়সি তরুণ-তরুণীদের উৎসাহ অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা যোগ করে। প্রত্যেক রক্তদাতাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান সমাজসেবী ও ক্রিকেট সংগঠক প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি। আসন্ন সিএবি নির্বাচন সামনে থাকলেও অন্য ব্যস্ততা সরিয়ে রেখে বৃষ্টি উপেক্ষা করে সকাল থেকেই তিনি পুরো কর্মসূচির তদারকি করেন। তাঁর সঙ্গে সমানতালে দায়িত্ব পালন করেন তরুণ সংগঠক দেবর্ষি ব্যানার্জী। তাঁদের এই মানবিক উদ্যোগকে উপস্থিত সকলেই সাধুবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে সৃষ্টি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির কর্ণধার প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি বলেন, 'মানুষ মানুষের জন্য, এই আদর্শকে সামনে রেখেই আমাদের এই প্রয়াস। আগামী দিনেও আমরা এভাবেই মানুষের পাশে থাকতে চাই।' তাঁর এই বার্তা ও চির বন্ধু এনজিওর উদ্যোগকে স্বাগত জানান উপস্থিত অতিথি, রক্তদাতা এবং এলাকার বাসিন্দারা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৮ জুলাই ২০২৬, ২৪ আষাঢ় ১৪৩৩, বুধবার

প্রতীক নয়, হাজার কোটি টাকার দখল নিয়েই লড়াই, দাবি শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিরোধকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

তাঁর দাবি, বর্তমান সংঘাত কোনও নির্বাচনী প্রতীককে ঘিরে নয়, বরং বিপুল অঙ্কের অর্থের নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শমীক বলেন, এটা প্রতীকের লড়াই নয়। ব্যাঙ্কে থাকা হাজার কোটি টাকার দখল নিয়েই এই সংঘাত। ওই টাকা সাধারণ মানুষ, কৃষক এবং বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে নেওয়া অর্থ। সেই টাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েই আসল লড়াই চলছে।

তাঁর আরও দাবি করে বলেন, এই বিরোধে কার হাতে নির্বাচনী প্রতীক থাকবে, তা মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষের এ বিষয়ে কোনও আগ্রহ নেই। কে প্রতীক পাবে বা পাবে না, সেটাই মূল বিষয় নয়, বলেন তিনি। আগামী দিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও বদলাবে বলেও মন্তব্য করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তাঁর কথায়, সময় খুব দূরে নয়, যখন

ইভিএমে ঘাসফুল প্রতীকটাই আর দেখা যাবে না।

একই সঙ্গে তিনি জানান, এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছেও অভিযোগ জানানো হবে। তাঁর বক্তব্য, কমিশনের কাছে চিঠি পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। শমীক ভট্টাচার্যের এই মন্তব্য ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। যদিও তাঁর তোলা অভিযোগের বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বারুইপুরে ধর্ষণ-খুন-কাণ্ডে প্রশাসনের পাশে তাপস রায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারুইপুরে নাবালিকার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই রাজ্য সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করলেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। বারুইপুর-কাণ্ডে তৃণমূলকে নিশানা করে তিনি বলেন, তদন্তে কোনও গাফিলতি প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, বারুইপুরের ঘটনা অত্যন্ত নৃশংস। কী ভাবে এই অপরাধ ঘটেছে, তার সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোনও গাফিলতি ধরা পড়লে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। বিশেষ তদন্তকারী দল তদন্ত করছে, সত্য সামনে আসবে।

বিরোধী প্রতিনিধিদের ঘটনাস্থল সফর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আজ যিনি মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন এমন ঘটনায় তাঁকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। এখন বিরোধীরা নিহতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে পেরেছেন। পরিস্থিতি বুঝেই পুলিশ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্যেরও সমালোচনা করেন তাপস রায়। তাঁর কটাক্ষ, এখন নিউটনের তৃতীয় সূত্রের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এতদিন ক্ষমতায় থাকার পর সেই উপলব্ধি আগে কেন হয়নি, সেই প্রশ্নও ওঠে।

যদিও বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, বারুইপুরে যাওয়ার পথে তাদের একাধিকবার পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল। পরে অবশ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা নিহতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। এই ঘটনাকে ঘিরে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক আরও জোরালো হয়েছে।

শওকতের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল কেস খারিজের আর্জি নাকচ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে দায়ের ক্রিমিনাল কেস খারিজের আর্জি নাকচ কলকাতা হাইকোর্টের। মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ, শওকতের বিরুদ্ধে যে সব গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, তার ভিত্তিতে ক্রিমিনাল কেস খারিজ করা এই কোর্টের পক্ষে সম্ভব নয়। তার জন্য অন্য আদালতে আবেদন করার সুযোগ রয়েছে বলে জানিয়ে দেন বিচারপতি ভট্টাচার্য। তবে এই মামলায় আদালতের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ, গ্রেফতারির পর থেকে তাঁকে মাঝে মাঝে এলাকায় পুলিশের ঘোরানোর যে ট্রেন্ড, তা বন্ধ করা উচিত বলে মত আদালতের। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি এও জানান, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার হোক আইন মেনে। আর মানবিক কারণেই তাঁকে পাড়ায় পাড়ায় প্যারেড করানো বন্ধ হোক, নির্দেশ হাইকোর্টের।

প্রসঙ্গত, গত ৬ জুন ভাঙড়ের বোমা বিস্ফোরণ মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে শওকত মোল্লাকে গ্রেফতার করে এনআইএ। এরপর গত ১৯ জুন সাত বছর আগের একটি ধর্ষণ মামলায় জীবনতলা থানার পুলিশ তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল। এরপর শওকতের বিরুদ্ধে আরও একটি ধর্ষণের মামলা দায়ের হয়। সন্তানকে অপহরণ করে মায়ের পর দিনের ওপর দিন অত্যাচার চালানোর অভিযোগ ওঠে। ২০১৯ সালের সেই ঘটনায় আদালতে মামলা দায়ের হয় ১৯ জুন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের মামলা পিছোল

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বরের মামলা ফের পিছল। তদন্তে অসহযোগিতা নিয়ে এদিন প্রশ্ন তোলে রাজ্য। আগামী ৮ জুলাই অভিষেকের কণ্ঠস্বর নমুনা দেওয়ার কথা। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য মঙ্গলবার প্রশ্ন তোলেন, 'অভিষেক তো রক্ষাকবচ পেয়েছেন। তারপরও কেন আসছেন না? কেন তিনি তদন্তে সহযোগিতা করছেন না? কণ্ঠস্বর নমুনা দিক তদন্তকারীদের।' এই প্রসঙ্গে এদিন আদালতে রাজ্যের তরফ থেকে বলা হয়, 'রক্ষাকবচ যদি দেওয়া হয়, তা হলে তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট যেতে বলার পরেও তিনি মামলা করছেন। আমরা মামলাকারীর কথাতেই বিশ্বাস করতে পারি না, এটা কার কণ্ঠ।' এরপরই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, 'মামলা পিছলেও অভিষেককে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতেই হবে।'

প্রসঙ্গত, ছাব্বিশের ভোটের প্রচারে গিয়ে ডিজে বাজানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন অভিষেক। তিনি বলেছিলেন, 'চার তারিখ বারটার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা। কার দিল্লির বাবা তাঁকে বাঁচাতে আসে আমি দেখব। আর চার তারিখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই উদার হন স্টিয়ারিং আমার হাতে থাকবে। ডিজে তো বাজবেই, আর এমন জোরে বাজবে কান ঝালাপালা করে দেব।' অভিষেকের এই মন্তব্য নিয়ে মামলা হয়। মামলা ওঠে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে। এখনও তাঁর এজলাসে মামলা চলছে। এদিকে তদন্তে নেমে আধিকারিকরা অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করাতে চান। তদন্তকারী আধিকারিকদের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আদালতে যান অভিষেক। আরও একটা মামলা হয়। কণ্ঠস্বরের নমুনা সংক্রান্ত মামলা দায়েরের অনুমতি দেয় বিচারপতি কৌশিক চন্দ। কিন্তু, প্রথমে শুনানি হয়নি। পরে মামলাটি ওঠে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে। বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, তদন্তকারী আধিকারিক যদি মনে করেন ভয়েস স্যাম্পেল দরকার, তাহলে আদালত কি না বলতে পারে? তদন্ত যতক্ষণ চলছে, ততক্ষণ আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অর্থাৎ, নমুনা পরীক্ষায় কোনও হস্তক্ষেপই করেননি বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। তারপর এই মামলাটি ওঠে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, অভিষেককে কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতেই হবে। কিন্তু তারপরও তিনি যাননি। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী শুক্রবার।

বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ১৫ দফা অভিযোগ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের দু'মাসের মধ্যেই মঙ্গলবার শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার এক্সে করা একটি পোস্টে তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ১৫টি অভিযোগ তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং বিরোধীদের ওপর চাপ বাড়ানো হচ্ছে।

অভিষেক আরও অভিযোগ করেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প থেকে বহু উপভোক্তার নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর আরও দাবি, মিড-ডে মিল প্রকল্পে ডিম দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিরোধী

রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অপব্যবহার, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগও তোলেন তিনি।

তৃণমূল সাংসদ বলেন, মানুষের ভোটে ক্ষমতায় এসেই যদি সরকার আত্মবিশ্বাসী হয়, তা হলে বিরোধীদের এত ভয় কেন? একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক চাপ বাড়ানো হচ্ছে এবং বুলডোজার রাজনীতি চালানো হচ্ছে। অভিষেকের এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসার পর নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, বিরোধী দল হিসেবে তৃণমূল যে আগ্রাসী ভূমিকা নিতে চাইছে, এই পদক্ষেপ তারই ইঙ্গিত। তবে অভিষেকের তোলা অভিযোগগুলির বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বিজেপির তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি। ফলে শাসকদল কী জবাব দেয়, সেদিকেই এখন রাজনৈতিক মহলের নজর।

পুজোর পরেই পুরসভার নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর পরেই কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার নির্বাচন সেরে ফেলতে চাইছে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার পুরো ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী উমেশ রাই বলেন ,কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। নভেম্বর মাসে ভোট হয়ে যাবে। হাওড়া ,কলকাতা দুটো পুরসভার ক্ষেত্রেই আসন পুনর্বিন্যাস করা হবে। হাওড়ায় ৬০ টি ওয়ার্ড করা প্রস্তাব রয়েছে। এখন হাওড়ায় ৫০ টি ওয়ার্ড রয়েছে। আগামী ১০ বছরে দ্বিগুণ জনসংখ্যা বেড়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর ৫ ডিসেম্বরের আগেই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে ।

২০১৮ সাল থেকে হাওড়া পুরসভারর নির্বাচন বকেয়া রয়েছে। ১৩ বছর ধরে এই পুরসভায় কোন জনপ্রতিনিধি নেই। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পুরো পরিষেবার হাল খুব খারাপ । পুরোপুরি সেবা উন্নত করতে নতুন সরকার জেলাশাসক পি দীপাপ্রিয়া কে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে। এছাড়াও যাতে শহরবাসীকে পরিষেবা আরো সুন্দর করে দেওয়া যায় তার জন্য স্থানীয় বিধায়কদের নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে রয়েছেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক তথা মন্ত্রী উমেশ রাই , শিবপুর বিধানসভার বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ এবং বালি বিধানসভার বিধায়ক সঞ্জয় সিং।

ডিম ছোড়ার অভিযোগে মহুয়ার দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: একই দিনে সাংসদ মহুয়া মৈত্র, প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু এবং প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ জরুরি ভিত্তিতে এবং দ্রুত তাঁদের নিজ নিজ মামলার শুনানির আবেদন করেছিলেন। তার মধ্যে মহুয়ার জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আবেদন খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। অতীনের মামলার শুনানির সম্ভাবনা আগামী বৃহস্পতিবার।

তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম, পোড়া বেগুন, ইট ইত্যাদি ছোড়ার অভিযোগ নিয়ে মহুয়া হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। আর এরই প্রেক্ষিতে তিনি আইনি সুরক্ষার আবেদন জানান। গত শুক্রবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মহুয়ার তরফে একটি মামলা দায়ের করার অনুমতি চাওয়া হয়। তখন তিনি আদালতকে জানান, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআরের বিষয়ে পুলিশ তৎপর। কিন্তু তিনি অভিযোগ করেন সেগুলো গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে না। এই প্রেক্ষিতে কৃষ্ণনগরের সাংসদ আদালতের কাছে সুরক্ষা প্রার্থনা করেছিলেন। আদালত এই বিষয়ে

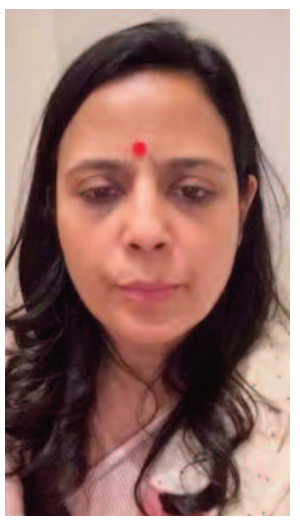

মামলা দায়েরের অনুমতি দেয়। মঙ্গলবার মহুয়ার আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য জরুরি ভিত্তিতে এই মামলার শুনানির আবেদন করেন। কিন্তু বিচারপতি ভট্টাচার্যের মন্তব্য, এই ধরনের মামলা প্রচুর সংখ্যায় দায়ের করা হচ্ছে। এরপরই বিচারপতি এও জানিয়ে দেন, মামলা দায়ের হোক। তার পর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া-পদ্ধতি মেনে শুনানি হবে।

প্রসঙ্গত, গত ১ জুলাই নদিয়ার কালীগঞ্জে দলীয় কার্যালয়ে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় যোগ দিয়েছিলেন সাংসদ মহুয়া। অভিযোগ, স্থানীয় বিজেপি কর্মী এবং সমর্থকেরা তাঁর দিকে কাঁচা ডিম ছোড়েন। 'চোর-চোর' স্লোগান দেন। ওই ঘটনার ভিডিয়ো করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন মহুয়া। একই সঙ্গে পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ করেছেন। বিজেপি সরকারকে তোপ দেগে মহুয়া বলেছিলেন, 'রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রকৃত চিত্র এটাই। বিজেপি সদস্যেরা জড়ো হয়ে আমাদের ঘিরে ফেলেছিল। জানালা দিয়ে আমার ওপর হামলা চালানো হয়। পুলিশ সব কিছু দেখছিল। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করেনি। ভিড় সরাতেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।' পরে ওই দলীয় কার্যালয় থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় সাংসদের অভিযোগ, পুরো ঘটনার জন্য দায়ী বিজেপি এবং এই কাজ সম্পূর্ণ ভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার মামলায় দ্রুত শোনার আর্জি খারিজ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে মঙ্গলবার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ মামলায় দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হল আদালতে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে তৃণমূলের আইনজীবী কিশোর দত্ত আর্জি জানান, এদিন বর্ষীয়ান আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি নিজেই রয়েছেন, তাই যাতে এদিন মামলা শোনের বিচারপতি। তবে আদালত সেই আর্জি খারিজ করে দেয়। পাশাপাশি বিচারপতি ভট্টাচার্য এও জানিয়ে দেন বৃহস্পতিবার মামলাটি শুনবেন বলেও। এই প্রসঙ্গেই তৃণমূলের আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি ভট্টাচার্য এদিন এও বলেন, 'একদিন দেরি হলে আকাশ ভেঙে পড়বে না।' এরপর সলিসিটর জেনারেলের আর্জিতে বৃহস্পতিবার শুনানি স্থির করে হাইকোর্ট।

গত মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি ছিল। সে সময়ে বিচারপতি অভিযোগ দায়েরের সময় নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন বিচারপতি। আগের শুনানিতে বিচারপতি বলেন, 'অভিযোগ দায়েরের সময় আদালতকে ভাবাচ্ছে। ২৮ জুন সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় অভিযোগ দায়ের হয়। আর পরদিন সকালেই ব্যাঙ্ক জানায় অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। অথচ অভিযোগ জানানোর আগে ওই অ্যাকাউন্ট নিয়ে নির্দিষ্ট কেন অপরাধের অভিযোগে উঠেনি। তাহলে হঠাৎ পুলিশ অভিযোগের পরে কিসের ভিত্তিতে এত তড়িঘড়ি ফ্রিজ করার জায়গায় চলে গেল।'

গত শুনানিতে কালীঘাট তৃণমূলের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, 'পুলিশ কি চলতি রাজনৈতিক দলকে এ ভাবে তার লাইফলাইন বন্ধ করে পঙ্গু করতে পারে?' এই ঘটনায় শরৎ বোস রোডের বেসরকারি ব্যাঙ্কের হলফনামা তলব করেছে আদালত। এই মামলায় অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিতে চায় আদালত। তার আগে ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষের বক্তব্য জানতে চায় হাইকোর্ট। এই মঙ্গলবারই তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য আদালতে পেশ করার কথা ছিল। সেটি হবে বৃহস্পতিবার।

রাজ্যসভার তিন শূন্য আসনে উপনির্বাচন

নজরে তৃণমূলের অন্দরের সমীকরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা থেকে রাজ্যসভার তিনটি শূন্য আসনে উপনির্বাচনের সূচি ঘোষণার পর রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, মঙ্গলবার থেকে মনোনয়ন জমা শুরু হয়েছে। মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন ১৪ জুলাই এবং ভোটগ্রহণ হবে ২৪ জুলাই। সুখেন্দুশেখর রায়, প্রকাশচিক বরাইক ও সুস্মিতা দেবের পদত্যাগের ফলে এই তিনটি আসনে নির্বাচন হচ্ছে। এখনও কোনও রাজনৈতিক দল প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি। যদিও তৃণমূলের অন্দরের সমীকরণ এবং দুই শিবিরের অবস্থান ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। দলীয় সূত্রের দাবি, প্রার্থী নির্বাচনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, ঋতব্রতপন্থী শিবির এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও অবস্থান জানায়নি। ফলে প্রার্থী নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক কৌতূহল বাড়ছে।

মেসি-কাণ্ডে বিধাননগর থানায় হাজিরা অরূপের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেসি-কাণ্ডে তদন্তের মাঝেই ফের বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিতে দেখা গেল প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। শতদ্রু দত্তের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে চলা মামলায় এটি তাঁর তৃতীয় হাজিরা। এদিকে আগামী ১০ তারিখ কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা রয়েছে। তার আগে তদন্তের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতেই তাঁকে ফের থানায় ডেকে পাঠান পুলিশ আধিকারিকরা। অনুমতি ছাড়াই মাঠে নেমে লিওনেল মেসিকে জড়িয়ে ধরা। প্রভাব খাটিয়ে মেসি ইভেন্টের অন্তত ২২ হাজার টিকিট 'হাতিয়ে' নেওয়া। একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ রয়েছে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। এর আগে তিনবার মেসিকাণ্ডের অভিযোগে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দেন তিনি। মঙ্গলবার আবারও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়।

প্রসঙ্গত, গত বছর ডিসেম্বরে মেসি আসেন কলকাতায়। যুবভারতীতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখান থেকেই শুরু বিতর্ক। চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।বিঘ্নিত হয় মেসির নিরাপত্তা। যাঁরা চড়া দামে টিকিট কেটে এসেছিলেন মেসিকে দেখতে, তাঁরা কেউই দেখতে পান না ফলে এনিয়ে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। আয়োজক শতদ্রু দত্তকে হাজতবাস পর্যন্ত করতে হয়। কিন্তু সরকার বদলের পরই থানায় যান শতদ্রু। অরূপ বিশ্বাসের নামে মামলা দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, অরূপ বিশ্বাস প্রভাব খাটিয়ে প্রায় ২২ হাজার আইপিএল টিকিট সংগ্রহ করেছিলেন। তা বিশৃঙ্খলা তৈরি করার জন্য যথেষ্ট।

এই সব অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতেই অরূপ বিশ্বাসের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছেন তদন্তকারীরা। টিকিট বণ্টনের প্রক্রিয়া, কারা সেই টিকিট পেয়েছিলেন এবং পুরো বিষয়টি কী ভাবে পরিচালিত হয়েছিল, তা নিয়েই একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁকে। অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিত, বন্ধু, পরিবারের সদস্য এবং নিকট আত্মীয়রা কীভাবে ওইদিন মাঠে প্রবেশ করেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁদের প্রবেশের অনুমতি কীভাবে মিলেছিল, কোন প্রক্রিয়ায় পাস বা অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল এবং সেই ক্ষেত্রে নিয়ম মানা হয়েছিল কি না, সেটি নিয়েও প্রাক্তন ক্রীড়া মন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হতে পারে।এদিকে, ওইদিনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। যে এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিত থাকার কথা এবং তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা উপস্থিত, সেখানে অরূপ বিশ্বাস কীভাবে নিজের নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। নির্দিষ্ট নিরাপত্তা প্রোটোকল অনুসরণ করা হয়েছিল কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে অরূপের ভূমিকা নিয়ে তোপ দেগে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিয়েছিল মেসির নিজস্ব ম্যানেজমেন্ট টিমও। সেখানে বলা হয়, নিয়ম ভেঙে তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মাঠে ঢুকে পড়েন। তিনি এমন কিছু কাজ করেন, যা নির্ধারিত কর্মসূচির অংশ ছিল না। অভিযোগ, ছবি তোলার সময় তিনি বারবার মেসির খুব কাছে যাওয়ার এবং তাঁর সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় শারীরিক যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। এর মধ্যে মেসির কাঁধ ও কোমরে হাত রাখার ঘটনাও ছিল। কেবল তাই নয়, মাঠের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও মেসির টিম তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে।

এদিকে হাইকোর্টে রিপোর্ট পেশের সময়সীমা যত এগিয়ে আসছে, ততই গতি বাড়াচ্ছেন তদন্তকারীরা। সেই কারণেই অরূপ বিশ্বাসকে একাধিকবার ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার বিভিন্ন দিক মিলিয়ে দেখার চেষ্টা চলছে। তদন্তে উঠে আসা তথ্য এবং জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতেই আদালতে পরবর্তী রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে।

গ্রেপ্তারি এড়াতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ অতীন ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জমি দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের। তাঁর বিরুদ্ধে হয়েছে এফআইআরও। আর সেই কারণেই যে কোনও সময় গ্রেপ্তারির আশঙ্কাও করছেন কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন এই ডেপুটি মেয়র। আর সেই কারণেই এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অতীন। দ্রুত শুনানির আর্জিও জানিয়েছেন। যদিও তাতে গুরুত্ব দেয়নি আদালত।

মঙ্গলবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে দ্রুত শুনানির আর্জি জানান অতীন ঘোষ। সহানুভূতি আদায়ে আদালতে উল্লেখ করা হয় যে, মামলাকারীর ঘনিষ্ঠ একজন, সম্ভবত মা ক্যানসার আক্রান্ত। যদিও তাতেও লাভ হয়নি।

এদিন বিচারপতি বলেন, 'এই ধরনের মামলার জন্য সাধারণ মানুষের মামলা শুনতে পারছি না। তাঁদের সমস্যা বাড়ছে।' জানা গিয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি হতে পারে।

উল্লেখ্য, পালাবদলের পর বহু তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে জমি-বাড়ি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আর অতীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন বিধাননগরে বাসিন্দা এক ব্যবসায়ী। অভিযোগকারীর দাবি, তাঁর কাছ থেকে জোর করে বাড়ি-সহ জমি কম টাকায় হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছে ২০১৭ সালে। শুধু তৃণমূল নেতাই নন, অতীনের মেয়ে ও জামাইয়ের বিরুদ্ধেও থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

সম্পাদকীয়

এবার অন্তত শান্ত হোক মধ্যপ্রাচ্য

আমেরিকা, ইরান যুদ্ধ শেষ হয়েছে। অনেকটাই শান্ত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্য। এর সুফল এরই মধ্যে টের পেতে শুরু করেছে এই দেশের আম জনতা। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক জানিয়ে দিয়েছে, পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি উন্নতি হতেই শক্তি ও জ্বালানি সরবরাহও আগের মতো পর্যায়ে ফিরে আসছে। এলএনজি কার্গো চলাচলও স্থিতিশীল পর্যায়ে ফিরছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে আম জনতা। প্রসঙ্গত, ভারতের ক্রুড অয়েলের চাহিদার ৮৮ শতাংশ আজও বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার অর্ধেক বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। প্রায় ৬৫ শতাংশ এলএনজি পশ্চিম এশিয়া থেকে আমদানি করা হয়। হরমুজ প্রণালী দিয়ে এলএনজি ভরা জাহাজ চলাচল শুরু হতেই ইমার্জেন্সি রেস্ট্রিকশন বা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর আগে গত ৩০ জুন দেশজুড়ে পেট্রোল, ডিজেলের খুচরো বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে আরও একটি জ্বালানি থেকেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। কেন্দ্রীয় সরকার ন্যাচরাল গ্যাস সরবরাহের উপরে যে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছিল, তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ইরান ও আমেরিকা যুদ্ধের সময় এলএনজি সরবরাহে টান পড়েছিল হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকার কারণে। তবে এবার ধীরে ধীরে সেই পরিষেবা স্বাভাবিক হচ্ছে। জ্বালানি সঙ্কট দেখা দিতেই কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের তরফে একমাত্র জরুরি ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেক্টর ভিত্তিক বরাদ্দ করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারেও রাশ টানা হয়। সে সবই আপাতত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। ফলে সবমিলিয়ে দেশবাসীর এখন একটাই প্রার্থনা রণ দামামা শেষ করে শান্ত হোক উপসাগরীয় অঞ্চল। তার জেরেই স্বস্তি ফিরুক দেশে। নতুন করে আর কোনও যুদ্ধের জিগির শুনতে চায় না দেশবাসী।

শব্দছক ২১১

রবি দাস

১	■	২		৩		■	৪
৫	৬		■		■	৭	
৮		■	৯		১০		
	■	১১		■	১২		■
■	১৩		■	১৪		■	১৫
১৬			১৭		■	১৮	
১৯		■		■	২০		
	■	২১				■	

পাশাপাশি: ২. দেবতা গণেশ ৫. উন্মাদ ৭. বন্যা ৮. এক কুঁচের চেয়েও ক্ষুদ্র ৯. নিয়মবিরুদ্ধ পক্ষ-সমর্থন ১১. সবেমাত্র ১২. বংশ বা গোষ্ঠী ১৩. আখ-এর অপভ্রংশ রূপ ১৪. রাজস্ব ১৬. প্রত্যুষকাল ১৮. বৃহৎ ১৯. শ্যাওলা জাতীয় ফুল ফলহীন উদ্ভিদ ২০. কাঁচা ঘরের চাল সারায় যারা ২১. আদরহীনতা

ওপর-নিচ: ১. অক্ষম ২. কণ্ঠ ৩. প্রত্যক্ষ-র বিপরীত ৪. ঘনিমা ৬. চলনক্রিয়া ৭. বর্জন ৯. কবিতা ১০. অশ্বত্থজাতীয় গাছ ১১. সমস্ত ১৩. গগন ১৪. রম্ভা ১৫. মিলবুলুল হয় না যখন ১৬. যে হিসেব ঘড়ি দেয় ১৭. দানাযুক্ত এক ফল ১৮. শূকর ২০. আবাস বা গৃহ

সমাধান ২১০ — পাশাপাশি: ১. চালক ৩. বাসুদেব ৪. সমস্ত ৫. বিমোহন ৭. কম ১০. মজা ১২. হুমায়ুন ১৪. ভূতল ১৫. ইতরামি ১৬. কথক

ওপর-নিচ: ১. চারদিক ২. কসম ৩. বাস্তবিক ৬. হজম ৮. মহিমা ৯. বনভূমি ১১. জাগতিক ১৩. অলক

আজকের দিন

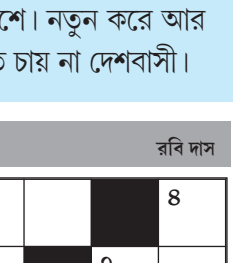

■ **১৯১৪** — প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু জন্মগ্রহণ করেন।

■ **১৯৭২** — ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।

■ **১৯৯৯** — ভারত পাকিস্তানের কাছ থেকে সম্পূর্ণ টাইগার হিল দখল করে।

জন্মদিন

জ্যোতি বসু

১৯১৪ *পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জন্মদিন।*

১৯৫৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নীতু সিংয়ের জন্মদিন।*

১৯৭২ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

বঙ্গ সংস্কৃতিতে ডিম, কাদা, গোবর কোন থেরাপি হতে পারে না

দুর্নীতিবাজ তৃণমূলীদের ধরে শ্রীমৎ ভাগবত গীতার একটা অধ্যায় পাঠ করানো হোক

প্রদীপ মারিক

যে ভাবে বঙ্গে ডিম থেরাপি একটা রোগে পরিণত হয়েছে তাতে বিশ্ব বাসীর কাছে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা খারাপ বার্তা যাচ্ছে। যারা এমন করছে তাদের মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গ ঋষি মনীষীদের দেশ। এখানে শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব মহাপ্রভু, শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, স্বামীজীর মত যেমন মনীষীরা জন্মগ্রহণ করেছেন, তেমন আবার নেতাজি, ঋষি অরবিন্দ, শ্যামাপ্রসাদ, ক্ষুদিরাম দের মত বীর বিপ্লবীরাও জন্মগ্রহণ করেছেন।

এই পশ্চিমবঙ্গে তাই সত্যি যদি চোর-দুর্নীতিগ্রস্থ তৃণমূলকে শাস্তি দিতে হয় তাহলে তাদের ওপর ডিম, গোবর, কাদা না নিক্ষেপ করে শ্রীমৎ ভাগবত গীতার এক একটা অধ্যায় পাঠ করতে দেওয়ার দরকার। যত বার ভুল উচ্চারণ করবে আবার প্রথম থেকে পড়ার নিধান দিতে হবে। কারণ যারা ডিম থেরাপি করছে তাদের মনে রাখতে হবে সেই কথাটা, 'তুমি অধম হলে আমি উত্তম হইবো না কেন।' কচি বড় বেশিরভাগ তৃণমূলীরা ১৫ বছর ধরে দুর্নীতি করেছে বলেই তাদেরকে ডিম নিক্ষেপ না করে আইনের শাসনে জেলের রাস্তা দেখানো দরকার। কারণ বঙ্গবাসীর মনে রাখতে হবে ভয় মুক্ত পশ্চিমবঙ্গের শাসন ভার শুভেন্দুর হাতে, যিনি বারবার বলছেন বঙ্গবাসীরা পাবে আইনের শাসন।

সম্প্রতি আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে দু'দিনের 'জেআইএস এডুকেশন এক্সপো ২০২৬' অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে দর্শকাসনে বসে থাকা ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষকদের উদ্দেশে ডিম ছোড়া নিয়ে তীব্র সমালোচনা শোনা যায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্যে। তিনি বলেছেন, 'আপনারা হয়তো দু'-তিন বছরের মধ্যে যত রক্তচক্ষু দেখেছিলেন, কী সুন্দর ভাবে নীরবে নিভৃতে সুখী গৃহকোণে তাঁদের আশ্রয় নিতে দেখতে পাচ্ছেন। এখন রাস্তায় কেউ নেই। এমনকী, যে সহকর্মীরা এতদিন তাঁদের পাশে ছিলেন, ডিম বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁদের কাউকেই এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না। এটা সমাজে কাম্য নয়। এর প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন। এটা কোনও দলের কর্মসূচি হতে পারে না যে, একটা মানুষকে দেখে আমি পচা ডিম ছুড়ে দেবো। কিন্তু ছোড়া হচ্ছে।' তাঁর সাফ কথা, 'এটা পশ্চিমবঙ্গ নয়, এটা আমার চেনা জগৎ নয়। এর বাইরে সকলকে বের করে আনতে হবে।' নবীন প্রজন্মকে তিনি প্রতিবাদী হওয়ার বার্তাও দেন। প্রতিবাদ না থাকলে সমাজ যে পিছিয়ে যায়- সেই সুরও যেন শোনা যায় শমীকের গলায়। তিনি বলেন, 'সচেতনতা রাখবেন। রাজনৈতিক সচেতনতাই হোক, অর্থনৈতিক সচেতনতাই হোক আর সামাজিক সচেতনতাই হোক, প্রতিবাদ করবেন। সমালোচনা করবেন। নিজের কথা নিজের মতো করে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন। কোনও রক্তচক্ষুর সামনে মাথা নত করবেন না।' রাজনৈতিক মহলের মতে, গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির মূল স্লোগান ছিল, 'ভয় আউট, ভরসা ইন', পালাবদলের পরে শমীক যেন সেই বার্তাকেই আরও বেশি করে ছড়িয়ে দিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও একই সুরে বলেছিলেন, 'সাধারণ মানুষের স্বার্থে অনেক প্রতিশ্রুতি আছে (রাজ্য) বাজেটে। তৃণমূলকে এর থেকে ভালো জবাব আর কী হতে পারে! অযথা ডিম ছুড়ছেন কেন! মানুষ এটা পছন্দ করছে না।' মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য গত ক'দিনে বারবার বলেছেন, 'ডিম,থেরাপি'র প্রবণতা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। তারপরেও রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ; বিভিন্ন প্রান্তে কোথাও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তৃণমূল নেতাদের ডিম, কোথাও গোবর ছোড়ার ঘটনা ঘটছে। এ বার এই ধরনের প্রবণতা বন্ধে পুলিশ কঠোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সম্প্রতি ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের বেঞ্চের নির্দেশ; 'ডিম ছুড়ে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের হেনস্থার ঘটনায় রাজ্যকে সরাসরি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে হবে।' আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'এটা শুধু আইন করে বন্ধ করা যাবে না, তার জন্য নাগরিকদের সচেতন ও সতর্ক করতে হবে।'ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, 'জনগণ নিজেদের হাতে আইন তুলে নিতে পারে না। রাষ্ট্রের সামাজিক দায়িত্ব হলো, সবাইকে নিরাপত্তা দেওয়া। এই ব্যাপারে একটা গাইডলাইন তৈরি করে রাজ্যকে তার প্রচার করতে হবে। ডিম ছুড়লে কী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে, তারও প্রচার করতে হবে রাজ্যকে।'

সম্প্রতি পোস্তা বাজারে ব্যবসায়ী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের উপর হামলার ঘটনায় ভিডিও ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে। সেই কারণেই ব্যবসায়ীরাও তাঁদের ডাকা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আলিপুর নাগরিক সমিতির আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মঞ্চে এ কথা বলেন শুভেন্দু। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, রাজ্যে শিল্প ও ব্যবসার পরিবেশ বজায় রাখাই সরকারের অগ্রাধিকার। তিনি বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি মেনে চলবে। কোনও ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিকে ভয় দেখানো বা ব্যবসায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা হলে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নেবে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দু'দিন আগে বড়বাজারে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করা হয়েছিল। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে এই ধরনের ঘটনা কোনও ভাবেই যায় না। তবে এটিকে রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। এটি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিষয় ছিল।' পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেন শুভেন্দু। জানান, ঘটনার ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে যাঁদের চিহ্নিত করা গিয়েছিল, তাঁদের সকলকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। কোনও রাজনৈতিক ঘটনা নয় বলেও দাবি করেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছে। চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কোনও রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো হয়নি।' তাঁর দাবি, পুলিশের পদক্ষেপে সন্তুষ্ট হয়েই ব্যবসায়ী সংগঠন ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। এই ঘটনার প্রসঙ্গ টেনেই শিল্প-বাণিজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, রাজ্যে ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বড় শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করবে। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করাই প্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য। তাঁর বক্তব্য, 'যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের সাহায্য করবে। আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে কোনও রকম আপস করা হবে না।'

যারা এই ডিম থেরাপির নামে বঙ্গ সংস্কৃতি ধ্বংস করতে চাইছে তাদের মনে রাখতে হবে এটা পরিবর্তনের বাংলা। এখানে ভয় আউট ভরসা ইন। বঙ্গবাসীকে মনে রাখতে হবে যেখানে অন্যায় যেখানে দুর্নীতি আছে সেখানে তো আমাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আইনের শাসন ভার হাতে নেওয়া বুলডোজার দাদা শুভেন্দু তো আছেন, কেন আমরা পচা ডিম, গোবর কারোর দিকে ছুঁড়ে দেব ! বরং দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলকে বলবো শ্রীমৎ ভাগবত গীতার একটা অধ্যায় পড়ো দরকার হলে আমরা মাইক টাঙিয়ে তাদের সঠিক উচ্চারণ করতে বলবো, ভুল হলে আবার বলবো প্রথম থেকে পড়ো সেটা কি ডিম থেরাপির থেকে কম শাস্তি হবে !

বিদ্যাঞ্জলি প্রকল্প: শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারিকরণ করার নীল নকশা

নোটন কর

২০২০ সালে কোভিড মহামারীতে যখন দেশের জনজীবন বিপর্যস্ত, সেইসময় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার 'জাতীয় শিক্ষা নীতি' (এনইপি-২০২০) চালু করে। জাতীয় বা নয়া শিক্ষা নীতির মূল কথা হল শিক্ষায় সরকারের দায়িত্ব তুলে নিয়ে বেসরকারীকরণের পথ প্রশস্ত করা। শিক্ষাকে বেনিয়াদের হাতে তুলে দেবার চক্রান্ত। এরকমই একটি চক্রান্তের কর্মসূচি হলো কেন্দ্রের 'বিদ্যাঞ্জলি প্রকল্প'। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে- সমাজের সাধারণ মানুষ, কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত পেশাদার, এনজিও (NGO), প্রবাসী ভারতীয় এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে সরাসরি সরকারি স্কুলের উন্নয়নে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। এর মাধ্যমে যে কেউ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো স্কুলে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে শিক্ষকতা করতে পারেন পরিকাঠামো উন্নয়নে উপাদান সামগ্রী দান করতে পারেন। অর্থাৎ এখন থেকে বেসরকারি সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (NGO) সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। শিক্ষণে তাঁদের জ্ঞান ও দক্ষতা ভাগ করে নিতে পারবে। কোথাও শিক্ষকের ঘটাতি থাকলে কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে ক্লাসও নিতে পারবে। স্কুলের সার্বিক উন্নয়নে, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির কাজে সরাসরি সাহায্য করতে পারবে। প্রকল্পে বলা হয়েছে, চাকরি নয় পুরোপুরি স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব নিয়ে সমাজের ব্যক্তিরা শিক্ষকের ঘাটতি পূরণ করতে পারেন। এইজন্য প্রতিটি রাজ্যে বেকার, অবসরপ্রাপ্ত অথবা আগ্রহী যেকোনও মানুষ ন্যূনতম পক্ষে গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী হলে সরকারি বিদ্যাঞ্জলি পোর্টালে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার নথিপত্র পেশ করে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। ওই পোর্টালে সরকার ও অনুদান প্রাপ্ত স্কুলগুলির শূন্য পদের তালিকাও দেওয়া থাকবে। স্কুলগুলি তাদের চাহিদা মতো পোর্টাল থেকে শিক্ষক বেছে নিয়ে স্কুলে নিয়োগ করতে পারবেন। এরজন্য স্কুলকে কোনও বেতন দিতে হবে না।

রাজ্যে পালা বদলের পর বিজেপি সরকার কেন্দ্রের বিদ্যাঞ্জলি প্রকল্প চালু করতে সমস্ত স্কুলগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্য শিক্ষা দপ্তর থেকে স্পষ্ট নির্দেশিকা দিয়ে জানানো হয়েছে বিদ্যাঞ্জলি পোর্টালের মাধ্যমে স্কুলগুলিকে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ করতে হবে।

শিক্ষামহলের একাংশের মতে, স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে সরকার। পাশাপাশি এরফলে বেসরকারিকরণের দিকে কার্যত স্কুলগুলিকে ঠেলে দেওয়া হবে। বেসরকারি সংস্থাকে স্কুলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর সুযোগ করে দেওয়া হবে। এভাবেই স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব শাসক ঘনিষ্ঠ কোনো সংস্থার হাতে তুলে দিয়ে স্কুলগুলির ভিতরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে বলে আশঙ্কা তাঁদের।

প্রকল্পটি একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এর নেপথ্যে রয়েছে সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল। তথ্যে দেখা যাচ্ছে আজ সারাদেশে শিক্ষকহীনতায় ভুগছে অধিকাংশ স্কুল। স্থায়ী নিয়োগের জায়গায় স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করে পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। এতে অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন হচ্ছে না। এই প্রকল্পে নিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের পেশাগত কোন ট্রেনিং আবশ্যিক নয়। এর ফলে শিক্ষাদানের গুণগত মান নিম্নমুখী হতে বাধ্য।

বিজেপি সরকারের আমলে জাতীয় বা নয়া শিক্ষানীতি (এনইপি) এবং বিভিন্ন নীতিনির্ধারণের মাধ্যমে দেশ জুড়েই শিক্ষার বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাজেটে সরকারি শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ক্রমাগত কমিয়ে আনা হচ্ছে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ সহজতর করা হচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, দেশজুড়ে সরকারি স্কুলের সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমছে এবং বিপরীতে ব্যাঙের ছাতার মতো বাড়ছে বেসরকারি স্কুল। তথ্য বলছে, ২০১৪-১৫ সালে দেশে সরকারি স্কুল ছিল ১১.০৭ লক্ষ। কিন্তু ২০২১-২০২২-এ তা কমে দাঁড়ায় ১০.২২ লক্ষ। এইসময় কালের মধ্যে দেশে ৪৭ হাজার ব্যক্তি মালিকানায় বেসরকারি স্কুল তৈরি হয়েছে। শেষ পাঁচ বছরে সরকারি স্কুলে ১.৬ কোটি ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কমেছে। উল্টোদিকে বেসরকারি স্কুলে ৯৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বেড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের অনেক স্কুল সামাজিক উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছে। এখনো এইসব স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও স্থানীয় শিক্ষা দরদিরা স্কুলে বিভিন্নভাবে দান করে থাকেন, কিন্তু স্কুলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাঁরা নাক গলান না। কিন্তু এই প্রকল্পের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থাকে নথিভুক্ত করে শাসক দলের ঘনিষ্ঠ মানুষজনকে স্কুলের পরিচালনায় বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এটাই বিজেপি আরএসএস-এর উদ্দেশ্য। যেখানে পরিচালন কমিটিতে ঢুকে তারা স্কুলের পঠনপাঠন পদ্ধতি ও সিলেবাস পাল্টে দিতে পারবে। ফলে এই প্রক্রিয়ার আড়ালে প্রকারান্তরে সরকারি স্কুলে বেসরকারি সংস্থাগুলির কর্তৃত্ব ও মতাদর্শগত প্রভাব প্রতিষ্ঠা হবে।

প্রকল্পের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থা সরকারি স্কুলের পরিকাঠামগত উন্নয়ন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অংশ নিয়ে ধীরে ধীরে স্কুলকে সেলফ ফিনান্সিং অর্থাৎ নিজ টাকাপয়সা দিয়ে পড়া স্কুলে পরিণত করতে পারবে এবং সেই সম্ভাবনা অবশ্যই রয়েছে। কারণ বেসরকারি সংস্থা নিজের মুনাফার স্বার্থ ছাড়া এমনি এমনি স্কুলের উন্নয়নে এগিয়ে আসবে না।

তাছাড়া স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি স্কুলে স্কুলে আধুনিক প্রযুক্তি যেমন কম্পিউটার, ট্যাব, প্রোজেক্টর ও অন্যান্য পরিকাঠামো সরবরাহ করে পাঁচ থেকে দশ বছরের চুক্তিতে স্কুলের অধিকার নিতে পারে। এর ফলে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ আলগা হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে স্কুলগুলি পুরোপুরি কর্পোরেটদের কবজায় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি বেসরকারি হয়ে পড়বে।

সংবাদ সংস্থার খবরে প্রকাশ পেয়েছে, ২০২০ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বিদ্যাঞ্জলি প্রকল্পে মহারাষ্ট্রে ৬৫০০০ সরকারি স্কুল বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী (এনজিও) সংস্থাকে ৫ থেকে ১০ বছরের চুক্তিতে গ্রহণ করেছে। কিন্তু স্থায়ী শিক্ষক ও পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে স্কুলগুলি এখন শুধুমাত্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ছাত্র সংখ্যা হুহু করে কমছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের রিপোর্টে বলা হয়েছে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে সারা দেশে এমন ৭,৯৯৩টি স্কুল রয়েছে, যেখানে একজন ছাত্র ছাত্রীও ভর্তি হয়নি।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি চালু হওয়ার সময় বিজেপি সরকার অনেক গাল ভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু প্রতিশ্রুতি আজ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেনি। কোঠারি কমিশনে বলা হয়েছিল জিডিপি-র ৬ শতাংশ বা বাজেটের ১০ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে হবে। ২০২০ সালে এই বিষয়টিকে নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। বাস্তবে দেখা গেছে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের আমলে ২০১৪ সালে জিডিপি-র ৩.১শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হলেও কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসার পর থেকে তা ক্রমশ নিম্নমুখী হয়েছে। গত বাজেটে কেন্দ্র সরকার জিডিপি-র ২.৭ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করেছে।

রাজ্যে বিদ্যাঞ্জলি প্রকল্প চালু হলে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলোর নিয়ন্ত্রণ পেছনের দরজা দিয়ে বেসরকারি সংস্থার হাতে অদূর ভবিষ্যতে চলে যাবে। ইতিমধ্যে রাজ্যে ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক ও পরিকাঠামোগত অভাবে ৮২০০ স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। যার মধ্যে ৮৫ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২০২৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের প্রকাশিত পরিসংখ্যান বলছে রাজ্যে মোট প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ৪৯,৩৬৮। যার মধ্যে ২,২১৫ স্কুলে শিক্ষক নেই অথবা একজন শিক্ষক আছে।

বিদ্যাঞ্জলি প্রকল্প হলো দেশের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি বেসরকারিকরণের পথ প্রশস্ত করার এক নীল নকশা।

লেখক: গণ আন্দোলনের কর্মী

কোট-আনকোট

বারুইপুরে নির্যাতিতার পরিবার যা যা চেয়েছে, তা সব করা হবে।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বারুইপুর-কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি থেকে রক্ষা, উদ্ধার নাবালিকা, গণপিটুনি যুবককে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বারুইপুরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে হতে স্টেশনের হকারদের তৎপরতায় রেহাই পেল এক নাবালিকা। বিরিয়ানির লোভ দেখিয়ে ফুসলিয়ে বছর ১০-১১ বছরের নাবালিকাকে অপহরণের উদ্যোগ নিয়েছিল এক যুবক। অবশেষে বিশ্বনাথ ঘোষ নামে ওই অভিযুক্ত যুবককে ধরে ফেলে দোকানদাররা। উত্তমমধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় উত্তেজিত জনতা। সোমবার সন্ধ্যায় বারাসাত-হাসনাবাদ শাখার ভ্যাবলা স্টেশনে ঘটা এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রেল পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে মঙ্গলবার বারাসাত আদালতে তুললে বিচারক জেল হেপাজতে নির্দেশ দেন।

স্টেশন থেকে নাবালিকাকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগে ওই যুবককে তাড়া করে ধরে গণধোলাই দেয় সাধারণ মানুষ। এমন ছবি ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। জানা গিয়েছে, কাঁকড়ামীরজা নগরে বাড়ি ওই নাবালিকা তার মায়ের সাথে ভ্যাবলা কাজিপাড়ায় তার মামা বাড়িতে এসেছিল। মামার বাড়ি থেকে ফেরার সময় ওই নাবালিকাকে স্টেশনে বসিয়ে বাইরে রেখে তার মা স্টেশনের বাইরে গিয়েছিল কিছু জিনিস কিনতে। সেই সময় বিশ্বনাথ ঘোষ নামে ওই যুবক এসে ওই নাবালিকার পাশে বসে এবং বিভিন্ন কথা বলার পরে তারপরে তাকে বিরিয়ানি খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বেশ কিছুক্ষণ পর নাবালিকার সন্দেহ হওয়ায় সে চিৎকার করে ওঠে তখন বিশ্বনাথ জোর করে ওই নাবালিকার হাত ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এরপর স্টেশনে উপস্থিত দোকানদার ও সাধারণ মানুষ-সহ যাত্রীরা সকলেই ওই বিশ্বনাথকে তাড়া করে। বেশ কিছু দূর গিয়ে বিশ্বনাথকে ধরে ফেলে দোকানদারেরা। এরপরেই বিশ্বনাথকে ভ্যাবলা স্টেশনে নিয়ে আসলে মারধর শুরু করে উত্তেজিত জনতা। উপস্থিত ক্ষুব্ধ জনতাদের দাবি, নতুন করে বারুইপুরের ঘটনা ঘটতে চলেছিল বসিরহাটের ভ্যাবলা স্টেশন এলাকায়। মারধর করে বিশ্বনাথকে স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে আটকে রাখা হয়। এরপর বসিরহাট থানার পুলিশ এসে বিশ্বনাথকে বিক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে বসিরহাট থানায় নিয়ে যায়। এরপর রাতে জিআরপি-র আধিকারিকেরা বসিরহাট থানায় এসে ওই অভিযুক্ত বিশ্বনাথকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। মঙ্গলবার তাঁকে বারাসাত আদালতে তোলা হয়। এলাকার মানুষ চাইছে ওই যুবকের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিশ প্রশাসন।

ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়ার প্রতিবাদে পথে নথি ফেলে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোটার তালিকা থেকে বৈধ নাগরিকদের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগে এবং বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট দাবি নিয়ে মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল 'ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি'। সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির নেতৃত্বে এদিন বহু সাধারণ মানুষ, নারী ও যুবকরা কাজ ফেলে এই বিক্ষোভে সামিল হন কার্জনগেট চত্বরে। তাদের সকলেই ভোটার তালিকায় সমস্ত নথিপত্র কাগজ রাস্তায় ফেলে বিক্ষোভ জানান। বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে ঝরনা পাল ও অরবিন্দু সাহা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, '২০২৫ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত সাধারণ মানুষ বৈধ ভোটার ছিলেন এবং যাদের কাছে সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় নথিপত্র রয়েছে, হঠাৎ করেই এসআইআর-এর নামে তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট বা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা এদেশেরই বৈধ নাগরিক, কোনওভাবেই তাঁরা বহিরাগত বা রোহিঙ্গা নন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলাশাসক এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে মূলত কয়েকটি দাবি পেশ করা হয়েছে বর্তমানে যেভাবে অল্প সংখ্যক মানুষের নাম নথিভুক্তকরণের প্রক্রিয়া চলছে, তার গতি বাড়িয়ে দ্রুত নিস্পত্তির জন্য প্রতিটি জেলায় ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে। যতদিন না পর্যন্ত এই ট্রাইব্যুনালের প্রক্রিয়া শেষ হচ্ছে এবং বৈধ ভোটারদের নাম পুনরায় তালিকায় উঠছে, ততদিন পর্যন্ত তাঁদের সমস্তরকম সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে সাফ জানানো হয়েছে, জেলা শাসককে এই দাবিগুলো অবিলম্বে মেনে নেওয়ার বিষয়ে আশ্বাস দিতে হবে। তা না হলে আগামী ১৪ জুলাই কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের সামনে আরও বড় আকারের বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। প্রশাসন যদি দ্রুত পদক্ষেপ না নেয়, তবে এই আন্দোলন আগামী দিনে আরও তীব্র রূপ ধারণ করবে বলে তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সমস্ত বিক্ষোভকারী ভোটাররা জেলাশাসক দপ্তরে তাঁদের আবেদন নিয়ে যান এবং তাদের ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার সমস্ত তথ্য কাগজপত্র নিয়ে জমা করেন।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোটাক মহিন্দ্র ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত ভেহিকেলের জন্য এক নিলামের ব্যবস্থা করেছে।

বিক্রয়ের জন্য ভেহিকেলসমূহ

১) মডেল নং : **BOLERO**
ভেহিকেল নং : **WB059136**
ওয়াইওএম : ২০২১
সংরক্ষিত মূল্য : ৪১৪৬১৮.৭৫

২) মডেল নং : **TATA MOTORS LTD. - TATA LPT 2518 GOODS**
ভেহিকেল নং : **WB11D0966**
ওয়াইওএম : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ৪৬১৩২৯.৯৫০৮

৩) মডেল নং : **AL3118COGD**
ভেহিকেল নং : **WB33E3584**
ওয়াইওএম : ২০১৯
সংরক্ষিত মূল্য : ৯৩৫৭৪৯.৫০৩

৪) মডেল নং : **TATA LPT 3118/52 COWL CHASSIS GOODS**
ভেহিকেল নং : **WB65C1464**
ওয়াইওএম : ২০২৪
সংরক্ষিত মূল্য : ৫৩৬৪৮৭.০১৫৬

দায়বদ্ধ :
মেসার্স কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি, বিক্রয় অধীন "যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"। আগ্রহী পক্ষগণ তাদের কোটেশন দিতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে।

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি,
২২,ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠ তল,
বি ব্লক, কলকাতা -৭০০০১৬
বা
যোগাযোগ :
গৌতম সাহা : ৯৮৩৬১০৯৩১৭/
সুমিত বর্মা : (৯৮৭৫৪০৪৮৪৭)

অন্নপূর্ণা ইস্যুতে বেলপাহাড়ি বিডিও অফিস ঘেরাও মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: দুঃস্থ ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের হাতে সরাসরি আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে চালু হয়েছে অন্নপূর্ণা ভান্ডার প্রকল্প। তবে সেই প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ দীর্ঘদিন ধরে না পাওয়ার অভিযোগে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন একাধিক উপভোক্তা। মঙ্গলবার বিনপুর ২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা বহু মহিলা বেলপাহাড়ি বিডিও অফিস চত্বরে বিক্ষোভে সামিল হয়ে দ্রুত বকেয়া অর্থ প্রদানের দাবি জানান। পাশাপাশি সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেন তাঁরা। এদিন সকাল থেকেই বিনপুর, ২ ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মহিলা উপভোক্তা বেলপাহাড়ি বিডিও অফিসে জড়ো হন। হাতে আবেদনপত্র, ব্যাঙ্কের পাসবই, আধার কার্ড-সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে তাঁরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, একাধিকবার আবেদনপত্র পূরণ এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার পরও অনেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এখনও পর্যন্ত অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের অর্থ জমা পড়েনি। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বারবার যোগাযোগ করা হলেও সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি বলেও তাঁদের দাবি। বিক্ষোভকারীদের একাংশের অভিযোগ, রাজনৈতিক কারণে বিজেপি-সমর্থক পরিবারের বহু উপভোক্তা এই প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, কয়েকজন উপভোক্তার দাবি, পূর্বে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের অর্থ নিয়মিত পেলেও বর্তমানে অন্নপূর্ণা ভান্ডার প্রকল্পের ক্ষেত্রে একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ফলে বহু নিম্নআয়ের পরিবার আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ। অবিলম্বে বকেয়া অর্থ মিটিয়ে সমস্ত যোগ্য উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর দাবি জানান তাঁরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে জয়েন্ট বিডিও বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি উপভোক্তাদের অভিযোগ শুনে বিষয়টি খতিয়ে দেখার এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। প্রশাসনের সেই আশ্বাসের পর বিক্ষোভকারীরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন। তবে দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারি দিয়ে বিডিও অফিস চত্বর ত্যাগ করেন তাঁরা।

বুদবুদের বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরে ডেপুটেশন ৩টি গ্রামের বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: নিত্যদিন সন্ধ্যা হলেই হচ্ছে ঘনঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট। যার জেরে অতিষ্ঠ বুদবুদের রঘুনাথপুর, ধরলা এবং অনুরাগপুর গ্রামের মানুষ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ সন্ধ্যা হলেই ঘন ঘন শুরু হয় লোডশেডিং। ঘন অন্ধকারে ঢেকে যায় তিনটি গ্রাম। দিনের বেলায় লোডশেডিং হলেও তেমন সমস্যা না হলেও। রাত হলেই ঘনঘন লোডশেডিং হওয়ার কারণে সমস্যায় পড়তে হয় গ্রামের মানুষকে। তাদের অভিযোগ একবার কারেন্ট চলে গেলে, প্রায় পাঁচ ছ ঘন্টা ধরে অন্ধকার থাকে তিনটি গ্রাম। একদিকে যেমন পড়ুয়াদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। অন্যদিকে গোটা গ্রামে অন্ধকার নেমে আসলে, বাড়ির বাইরে কেউ বের হতে পারেন না। গত কয়েক মাস ধরে এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সকলে। বারবার বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকদের মৌখিকভাবে বিষয়টি জানানো হলেও কোনও রকম সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ। এরপরই তিনটি গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে তারা একটি লিখিত অভিযোগ জানান, বুদবুদ বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের আধিকারিককে। দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ওই এলাকায় ট্রান্সফরমারে ত্রুটি ও ১১ হাজার ভোল্টের পরিষেবা ঠিকঠাক না থাকায় এই সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে গ্রামের মানুষকে। তবে এই বিষয়ে তাঁরা দ্রুত সমস্যা সমাধান করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। যদিও গ্রামের মানুষ জানিয়েছেন দ্রুত সমস্যা সমাধান না হলে তারা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন এবং বিদ্যুৎ বণ্টন দপ্তরের উচ্চ আধিকারিকের কাছে গিয়ে তারা লিখিতভাবে অভিযোগ জমা করবেন।

দ্য পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড
রেজি. অফিস: ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০০২২
(ফোন) : (০৩৩)২২২৩৩৩৯৪, **ই-মেল:** periatea@lnbgroup.com, **ওয়েবসাইট:** www.periatea.com
CIN: L01132WB1913PLC220832

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ
(কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষের নিকট স্থানান্তর নিমিত্ত)

কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১২৪(৬) এবং তৎসহ পঠিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) রুলস ২০১৬ (রুলস) সংশোধিত মতে অনুযায়ী কোম্পানি বিগত একদিক্রমে সাত বছর যে সকল ডিভিডেন্ড অপ্রদেয় বা অদাবিকৃত অবস্থায় রয়েছে তা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠানো আবশ্যক। ফলে কোম্পানি সংশ্লিষ্ট যাদের শেয়ার ২০২৬-২০২৭ আর্থিক বর্ষে সংশ্লিষ্ট রুলস অধীনে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণকে ব্যক্তিগতভাবে নোটিশ পাঠিয়েছে /যোগাযোগ করেছে। সংশ্লিষ্ট শোয়ারহোল্ডারগণের বিস্তারিত কোম্পানির ওয়েবসাইট www.periatea.com যাচাইযের জন্য উপলব্ধ।
আরও অবগত করা হচ্ছে যে, কোনও কারণে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডার ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করেন এবং যাদের শেয়ারসমূহ আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে, তাদের অবগত করা হচ্ছে যে মূল শেয়ার সার্টিফিকেট সমূহ তাদের নামে নথিভুক্ত রয়েছে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হবে এবং পরবর্তীতে কোনও আলোচনা হবে না। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারগণ ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করেন সংশ্লিষ্ট ডিমাট অ্যাকাউন্ট থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অ্যাকাউন্টে শেয়ারগুলি স্থানান্তরিত হবে।
সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে প্রয়োজনীয় নথি পাঠাতে, উল্লিখিত যোগাযোগ অনুযায়ী, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর নিকট অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড পরিমাণ এবং শেয়ারগুলি দাবির জন্য। আরও অবগত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বৈধ কোম্পানি কর্তৃক ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এর মধ্যে গৃহীত না হলে কোম্পানি সংশ্লিষ্ট রুলস এর সংস্থান অধীনে পরবর্তী কোনও নোটিশ ব্যতীতই উক্ত শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করবে।
আরও অবগত করা হচ্ছে যে, শেয়ারহোল্ডারগণ পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ডিভিডেন্ড এবং স্থানান্তরিত শেয়ারসমূহ আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করতে পারেন আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটের www.iepf.gov.in নির্ধারিত প্রক্রিয়া মাধ্যমে।
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারগণের কোনও প্রশ্ন থাকলে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড), সূর্য্য ৩৫, মেফ্লাওয়ার এভিনিউ, সেন্থিল নগর এর পিছনে, সোরিপালায়াম রোড, কোইম্বাটোর-৬৪১০২৮, ফোন : -৯১ ৪২২ ৪৯৫৮৯৯৫ /২৫৩৯৮৩৫-৮৩৬, ই-মেল : iepf.shares@in.mpms.mufg.com যোগাযোগ করতে পারেন।

দ্য পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোং লি এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা — সৌরভ সিঙ্ঘানিয়া
তারিখ : ০৭.০৭.২০২৬ — কোম্পানি সেক্রেটারি

গোমাতাদের পুজোর পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণের নীতি প্রয়োজন

অভিমত গোপালকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'গো-মাতাকে রাষ্ট্রমাতা বা রাষ্ট্র আরাধ্যা বলে রাষ্ট্রীয় সম্মান দেওয়া, গোসেবার জন্য কেন্দ্রীয় গোসেবা মন্ত্রণালয় তৈরি এবং কেন্দ্রীয় আইন তৈরি ও সারা ভারতে গো-হত্যা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করা ইত্যাদি দাবি নিয়ে ব্যাপক প্রচারে নেমেছে গো-সম্মান আহ্বান অভিযান। তাঁরা গত ২৭ জুলাই ২০২৬ গো-সম্মান দিবস পালন করেছে। অন্যদিকে, গ্রামের বাসিন্দা বিশেষ করে পশুপালন এবং কৃষি নির্ভর মানুষ, গো বা গোরু পালন নিয়ে সুসংহত নীতি চালু প্রয়োজন বলে মনে করছেন। তাঁদের বক্তব্য, গ্রামীণ মানুষ গোরুকে ভালবাসে ও পবিত্র বলে মানেন। গোরুকে ভগবতি বলা হয়। অন্যদিকে, গোরু গ্রামীণ মানুষের খাদ্য উৎপাদন ও অর্থ রোজগারের অত্যাবশ্যক মাধ্যম। তাই শুধু গোমাতার পূজা সুনিশ্চিত করলেই হবে না। গ্রামীণ মানুষের জীবন ও জীবিকার বিষয়টিও সুনিশ্চিত করা দরকার। হাটআশুড়িয়ার নন্দ ঘোষ, সত্য বিশুই ও অনন্ত ঘোষেরা বলেন, যে বাঁকুড়ার বহু গ্রামে গোরু পালকেরা ব্যাঙ্ক বা সমবায় থেকে ঋন নিয়ে বাছুর কিনে বাড়িতে অতিযত্নে ও খরচ করে লালন পালন করে বড় করেন বিক্রির উদ্দেশ্যে। রোজগারের সেই পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে তাদের। এই পরিস্থিতিতে তাদের বক্তব্য বাড়িতে গোরু রাখার যথেষ্ট খরচ ও তদারকি সাপেক্ষ। দীর্ঘদিন সেই খরচ ও পরিষেবা দেওয়া মুশকিল। সেকারণে বর্তমান আবহে গোপালনের পরিবর্তে বিকল্প রোজগারের পথ খুঁজতে হচ্ছে। এতে বাড়িতে থাকা গোরুগুলি আগের মত প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পরিষেবা পাবে না। অবহেলায় ও অযত্নে থাকতে হবে। গোমাতা বা গোসম্পদ সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই গোসম্পদকে সম্মান জানাতে হলে গো প্রতিপালনে সুষ্ঠু নীতির প্রয়োজন। ইন্দপুরের কার্তিকপাল ও ভজন মান্নাদের বক্তব্য, পশুহাট বন্ধ থাকায় গোরু পরিবহন ও কেনাবেচা বন্ধ থাকায় জেলার গোরুর দুধ বিক্রেতারাও চরম সঙ্কটে পড়েছেন। তাদের বক্তব্য, 'জার্সি গোরু বেশি দুধ দেয়। রানিবাঁধের ঘোড়াধরা হাটে জার্সি পাওয়া যেত। পশুহাট বন্ধ থাকায় নতুন করে জার্সি গোরু কেনা যাচ্ছে না। অন্যদিকে অক্ষম ও দুধ না দেওয়া গোরু বিক্রি করা যাচ্ছে না। এতে গোরু বোঝা হয়ে উঠছে। এসব সময় গ্রামবাংলার প্রায় বাড়িতেই গোরু পালন করা হতো। এখন অনেকেই গো-পালন বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই গো-সম্মানের পাশাপাশি গ্রামীণ সমাজ জীবনে গোরুর ভূমিকা রক্ষায় গুরুত্ব দেওয়া দরকার। প্রত্যেকের গোরুকে মা বা ভগবতী মেনে পূজা করা বা সম্মান জানানো নতুন কিছু নয়।'

জেলার কৃষি ও পশুপালকদের বক্তব্য, 'চাষের সময় তারা অনেকেই বলদ, কেনেন আবার চাষ হয়ে গেলে বিক্রি করে দেন। দীর্ঘদিন বাড়িতে তাদের বসিয়ে রেখে খাওয়ানো ও প্রতিপালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। গোরুকে সম্মান-সহ প্রতিপালন করতে হলে সুষ্ঠু নীতি বা সরকারি অনুদান প্রয়োজন। তারা অনেকেই চিকিৎসা, ছেলেমেয়ের পড়াশুনা ও পারিবারিক অনুষ্ঠান সহ নানা জরুরী কারণে বাড়িতে পালিত পশু বিক্রি করে থাকেন ইচ্ছা না থাকা সত্বেও। এটাই গ্রামীণ গরীব মানুষের কাছে গোরুই সোনা বা আমানত। এটা বন্ধ হলে সেই আমানতেরও প্রয়োজন পড়বে না তাদের। কারোর কোনও অবদান না থাকলে অকেজো পড়ে সে। সেটা দুর্ভাগ্য জনক।' সাঁওতালি শিক্ষা আন্দোলনে যুক্ত সনগিরি হেমব্রম ও প্রমথ মাহাতো, কৃষক আন্দোলনে যুক্ত অনন্ত পাল ও গোপালক সত্যেন কুণ্ডু-সহ কৃষিজীবি মানুষ ও গোপালকদের বক্তব্য, অক্ষম ও দুধ না দেওয়া গোরু বিক্রি করতে সমস্যা হলে ঘরে রেখে তাদের লালনপালন করার মত আর্থিক অবস্থা ও লোকবল কোনটাই নেই তাদের। এতে পরিবারে আর্থিক বিপর্যয় নেমে আসবে। এই সঙ্কট সমাধানে সব অক্ষম গরু সরকারকে কিনে নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যান সমিতির পার্শ্বাল কিস্কু ও ধেনু শবর এই বিষয়কে সমর্থন করে জানান যে অবৈধ গো হত্যা রোধে রাজ্য সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে তাকে সম্পূর্ন সমর্থন তারা করেন। তবে পশু পরিবহন ও কেনা-বেচার সঙ্গে অবৈধ পশু হত্যার কোন সম্পর্ক নেই। পশু ক্লেশ নিবারনী আন্দোলনে জড়িত সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস এর বক্তব্য, 'জেলার সিংহভাগ বাড়িতেই অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পরিচর্যা করা হয়। গোরুকে ভগবতী বা গোমাতা হিসাবে প্রাচীন কাল থেকে মেনে আসা হচ্ছে।' জনজাতি সম্প্রদায়ের বিয়েতে পাত্রীর বাবা ও ভাইকে গো দানের রেওয়াজ আছে। এই রীতি 'বারে ইতাৎ' ও 'আপা ইতাৎ' নামে পরিচিত। এই লোকাচার বা অভ্যাস যাতে ভেঙে না পড়ে সেজন্য গোপালকদের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে সঠিক নীতি গ্রহণ প্রয়োজন।

SBI — **এসবিআই এইচএলসি সাউথ কলকাতা (১৬২৮৬)**
১ম ফ্লোর, "উইন্ডসর হাইটস", ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালি, ই.এম. বাইপাস, কলকাতা - ৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইল আইডি: sbi.16286@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকাউন্ট নম্বর ৪১৩০৫৬২৯৮৮০ (এইচবিএল), ৪১৩০৫৮৩৬৬৩৬ (সুরক্ষা)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, **১১.০৩.২০২৬** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন, যেখানে ঋণগ্রহীতা **শ্রী অলোক মজুমদার, পিতা শ্রী কান্তিলাল মজুমদার, ফ্ল্যাট নম্বর ৩বি, ৩য় ফ্লোর, বাণী রিজেন্সি, ৫৫ লস্করপুর রোড, কলকাতা- ৭০০০৮৪** -কে নোটিশে উল্লিখিত **১১.০৩.২০২৬ তারিখের হিসেবে ২৬,৪৩,৮৯৬.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার আটশো ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র)** এবং উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আরও সুদ ও অন্যান্য চার্জ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী ওই আইনের ধারা ১৩(৪) এর সাথে পঠিত উক্ত বিধিমালার বিধি ৮ এর অধীনে তাঁকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২০২৬ সালের ৪ জুলাই** তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তির সাথে কোনও লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তির সাথে যে কোনও লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র **১১.০৩.২০২৬ তারিখের হিসেবে ২৬,৪৩,৮৯৬.০০ টাকা এবং ১২.০৩.২০২৬ থেকে আরও সুদ,** খরচ ইত্যাদির সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে, উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, নম্বর **৩বি,** ৩য় ফ্লোরের উপর (টাইলস/মার্বেল মেঝে), দক্ষিণ পূর্ব দিকে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **৬৯০ বর্গফুট,** যার মধ্যে রয়েছে ২ টি বেডরুম, ১টি রান্নাঘর ও ডাইনিং রুম, ২টি বাথরুম এবং ১টি ব্যালকনি, উক্ত বিল্ডিংয়ের কম বা বেশি, জি+৩ তলা বিশিষ্ট ভবনের সাধারণ এলাকা এবং সাধারণ সুবিধা সহ, যা ৫৫, লস্করপুর রোড, মৌজা-কামদাহারি, জে.এল. নং ৪৯, আর.এস. নং ২০০, তৌজি নং ১৪, সি.এস. এবং আর.এস. দাগ নং ৮৭৫ এর অন্তর্ভুক্ত, সি.এস. এবং আর.এস. খতিয়ান নং ৪৬৮ এর অন্তর্গত, থানা বাঁশদ্রোণী, কলকাতা ৭০০০৮৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ১১১ এর সীমানার মধ্যে অবস্থিত। **সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে:** মনিরুদ্দিন সানপুই এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে:** ২০' ফুট চওড়া রাস্তা, **পূর্বে:** ৫' ফুট চওড়া রাস্তা, **পশ্চিমে:** রবীন্দ্রনাথ সাহার সম্পত্তি।
সম্পত্তির মালিকানা শ্রী অলোক মজুমদার, পিতা শ্রী কান্তিলাল মজুমদার, দলিল নং ১৬০৪১১৮৫৯, বছর ২০২২, রেজিস্ট্রিকৃত বই - ১, ভলিউম নং ১৬০৪-২০২২, পৃষ্ঠা নং ৩৬৫৮৪৫ থেকে ৩৬৫৮৮০, ডি.এস.আর. - ৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ: ০৪.০৭.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল**
জীবন দীপ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিবরণ : নাম : মল্লিকা দে, ই-মেইল আইডি : sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৬২৯০৬ ৯২৯৬৩

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮(৬)-এর সাথে পঠিত বিধি ৯(১)-এর শর্তাবলীর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের জানানো যাচ্ছে যে, সিকিউরড ক্রেডিটর বা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা নিম্নে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা নিম্নে উল্লিখিত তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"; এবং "যাই থাকুক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

অ্যাকাউন্ট : সারিস্থা এগ্রি এলএলপি, টিএল এ/সি নং ৪০৭৪৩৯৫০২৫৫, টি/এল এ/সি নং ৪০৭৪৩৯৫২৮৮৭, সিসি এ/সি নং ৪০৭৪৩৯৬৪৬৭৬, জিইসিএল এ/সি নং ৪০৭৪৩৮৪৫৯২৩, জিইসিএল এ/সি নং ৪০৭৪৩৮৫৪২৫৬, টিএল এ/সি নং ৪১২৭৮৬০৩৩৬০

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : তারিখ : ২৮.০৭.২০২৬
নিলামের সময় : সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের আনলিমিটেড এক্সটেনশন সহ।

ক্র. নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণের নাম	বিক্রিত সম্পদের বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**সরিষ্ঠা এগ্রি এলএলপি** নিবন্ধিত অফিস : আমলা পাড়া বাইলেন, জৈন মন্দির গলির নিকট, শহর - পুরুলিয়া, জেলা - পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩১০১ **শ্রী রাহুল সারওগি,** পিতা- স্বরূপ কুমার সারওগি, সরিষ্ঠা এগ্রি এলএলপি-র অংশীদার, সারাওগি হাউস, থানা লেন, পুরুলিয়া পৌরসভা, ওয়ার্ড-১৩, পুরুলিয়া-৭৩২১০১ **শ্রী রীতেশ আগারওয়ালা** পিতা - হরিশঙ্কর, সরিষ্ঠা এগ্রি এলএলপি-র অংশীদার, ফ্ল্যাট নং ২এ, টাওয়ার নং ২৭, সেকেন্ড ফ্লোর, জেনেক্স ভ্যালি, ডায়মন্ড হারবার রোড, জোকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১০৪ **শ্রী গুঞ্জন আগরওয়ালা** পিতা শ্রী হরি শংকর আগরওয়ালা, সরিষ্ঠা এগ্রি এলএলপি-র অংশীদার, ফ্ল্যাট নং ২এ, টাওয়ার নং ২৭, সেকেন্ড ফ্লোর, জেনেক্স ভ্যালি, ডায়মন্ড হারবার রোড, জোকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১০৪ **শ্রী রীতেশ আগারওয়ালা** পিতা - হরিশঙ্কর, সরিষ্ঠা এগ্রি এলএলপি-র অংশীদার, ৩৩/৬ বি জেনেক্স ভ্যালি, ডায়মন্ড হারবার রোড, জোকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১০৪	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট /**ইউনিট নং এ** (২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা লিভিং স্পেস, ২ বাথ তথা প্রিভি, ১ কিচেন এবং ১ ব্যালকনি এবং **এক খোলা কার পার্কিং স্পেস** বন্টিত স্লট নং ৪৭০ পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট এসবিএ) এবং বসবাসের ফ্ল্যাট / ইউনিট নং এইচ (২ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা লিভিং স্পেস, ২ বাথ তথা প্রিভি, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি (সংযুক্ত ফ্ল্যাট) পরিমাপ মোট এরিয়া ২০৩০ বর্গফুট এসবিএ (ফ্ল্যাট /ইউনিট এ-১০১৫ বর্গ ফুট এসবিএ এবং ফ্ল্যাট/ইউনিট এইচ-১০১৫ বর্ষফুট এসবিএ) তিনতলায়, টাওয়ার /ভবন নং ২৭, জেনেক্স ভ্যালি এবং যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পুরষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ জমি এবং চাতাল এর ভবন নং ২৭ উক্ত প্রেমিসেস ২০ ফুট চওড়া চলার পথ এবং অন্যান্য সুবিধা সহ অবস্থিত ৩৭ ডায়মন্ড হারবার রোড, ঠাকুরপুকুর, মৌজা- জোকা, সার্ভে নং জেএল নং ২১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৪, বিস্তারিত **স্বত্ব দলিল নং ০৫৫৪৭, সম্পত্তি শ্রী গুঞ্জন আগরওয়ালা এর নামে** রেজিস্ট্রিকৃত ০২.০৬.২০১০ তারিখে (বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৪, পৃষ্ঠা ২৩০২ থেকে ২৩৩৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা) এবং **স্বত্ব দলিল নং ০৬৪৫৪, সম্পত্তি শ্রী রীতেশ আগরওয়ালা এর নামে** রেজিস্ট্রিকৃত ১২.০৭.২০১১ তারিখে (বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৮, পৃষ্ঠা ৭৪২ থেকে ৭৭৮, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা)। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রবেশ পথ, সিঁড়ি, লিফট এবং লবি। দক্ষিণে : খোলা জায়গা। পূর্বে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট। পশ্চিমে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট। **সম্পত্তি বাস্তবিক দখলীকৃত**	৪,০০,৭৯,২৮০.০০ টাকা (চার কোটি উনআশি হাজার দুইশত আশি টাকা মাত্র) ০১.০৬.২০২৪ **অনুযায়ী** সহ পরবর্তী সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি।	ক) ৬১,১৭,০০০.০০ টাকা খ) ৬,১১,৭০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা **যোগাযোগের ব্যক্তি:** ৬২৯০৬ ৯২৯৬৩ ৮০০১১ ৯৫৮৯১

পরিদর্শনের তারিখ : ১৫.০৭.২০২৬ এবং ১৮.০৭.২০২৬
পরিদর্শনের সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ০৩.০০ টা

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://BANKNET.com -এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে । যেকোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০- তে।

ইচ্ছুক বিডার বা দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে উপরে উল্লিখিত সাইটগুলিতে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ০৮.০৭.২০২৬ — যেকোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণটিই প্রাধান্য পাবে — প্রধান অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কান্দি শাখা
নূতনহাট থানা রোড, পো. এবং থানা - কাঁথি
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
পিন : ৭৪২ ১৩৭

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ সালের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৮(৬) এবং ৯(১) অনুবিধির অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কান্দি শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২৭.০৭.২০২৬ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কান্দি শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ২,৩২,৫০,৯৯০.০০ টাকা (দুই কোটি বত্রিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার নশো নব্বই টাকা)** (বিবি ১,৫৩,৩৯,৯৯৩.০০ টাকা এবং এমওআই + এমএলই + এমওএক্স ৭৯,১০,৯৯৭.০০ টাকা) **০৭.০৭.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এইচ এস অ্যাগ্রো লেয়ার ফার্ম, অংশীদারগণ : (১) শ্রী বাবর আলি এবং (২) শ্রী আইয়ারউদ্দিন শেখ,** গ্রাম এবং পো - কুন্দল, থানা - বর্ধমান, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৬৮ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি-এর পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এইচ এস অ্যাগ্রো লেয়ার ফার্ম অংশীদারগণ : ১. শ্রী বাবর আলি, ২. শ্রী ইয়ারুদ্দিন শেখ,** গ্রাম এবং পো : কুন্দল, থানা : বারওয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন -৭৪২১৬৮। **অংশীদার/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা : শ্রী বাবর আলি** পিতা প্রয়াত ইনাল হক, গ্রাম : কাটনা, পো : নবদুর্গা, থানা : বারওয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৬৮। **অংশীদার/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা : শ্রী ইয়ারুদ্দিন শেখ,** পিতা কালু শেখ, গ্রাম -বালিয়াহাট, পো : কান্দি, বালিয়া, থানা -খারগ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৩৭। **খ) কান্দি শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকদত্ত দলিল নং ২২৮/২০২০, তারিখ ১০.০১.২০২০, জেএল নং ০১২, মৌজা - কুন্দল, থানা : বারওয়ান, অবস্থিত মৌজা - কুন্দল, জেএল নং ০১২, থানা : বারওয়ান , কল্যাণপুর-২ জিপি (গ্রাম পঞ্চায়েত) অধীন, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পব, পিন- ৭৪২১৬৮ নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে : খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৭, এলআর প্লট নং ৭৮৮, মোট এরিয়া : ৬০.৭৫ ডেসিমেল, শ্রেণি -পোলট্রি (লোয়ার ফার্মিং), **সম্পত্তি শ্রী ইয়ারুদ্দিন শেখ** পিতা কালু শেখ এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৭, এলআর প্লট নং ৭৮৮, মোট এরিয়া ৬০.৭৫ ডেসিমেল, শ্রেণি -পোলট্রি (লেয়ার ফার্মিং) **সম্পত্তি শ্রী বাবর আলি,** পিতা প্রয়াত ইনাল হক এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ১১২৯, এলআর প্লট নং ১১৪৬, মোট এরিয়া : ২.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি - আমন, **সম্পত্তি শ্রী ইয়ারুদ্দিন শেখ** পিতা কালু শেখ এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ১১২৫, এলআর প্লট নং ১১৪৫, মোট এরিয়া : ০.৭৫ ডেসিমেল, শ্রেণি - আমন, **সম্পত্তি শ্রী ইয়ারুদ্দিন শেখ,** পিতা কালু শেখ এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৯২, এলআর প্লট নং ৭৮৫, মোট এরিয়া : ০.২৫ ডেসিমেল, শ্রেণি -আমন, **সম্পত্তি শ্রী ইয়ারুদ্দিন শেখ,** পিতা কালু শেখ এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৯, এলআর প্লট নং ৭৮২,মোট এরিয়া : ১.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি -আমন, **সম্পত্তি শ্রী ইয়ারুদ্দিন শেখ,** পিতা কালু শেখ এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৭, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট এরিয়া : ২.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি - আমন, **সম্পত্তি শ্রী ইয়ারুদ্দিন শেখ,** পিতা কালু শেখ এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট এরিয়া : ২.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি - আমন, **সম্পত্তি শ্রী বাবর আলি,** পিতা প্রয়াত ইনাল হক এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ১১২৫, এলআর প্লট নং ১১৪৫, মোট এরিয়া : ০.৭৫ ডেসিমেল, শ্রেণি- আমন, **সম্পত্তি শ্রী বাবর আলি,** পিতা প্রয়াত ইনাল হক এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৯২, এলআর প্লট নং ৭৮৫, মোট এরিয়া : ০.২৫ ডেসিমেল, শ্রেণি- আমন, **সম্পত্তি শ্রী বাবর আলি,** পিতা প্রয়াত ইনাল হক এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৯, এলআর প্লট নং ৭৮২, মোট এরিয়া : ১.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি- আমন, **সম্পত্তি শ্রী বাবর আলি,** পিতা প্রয়াত ইনাল হক এর নামে। খতিয়ান নং ২৪৭৬, আরএস প্লট নং ৫৮৮, এলআর প্লট নং ৭৮১, মোট এরিয়া : ২.০০ ডেসিমেল, শ্রেণি- আমন, **সম্পত্তি শ্রী বাবর আলি,** পিতা প্রয়াত ইনাল হক এর নামে।	**২,৩২,৫০,৯৯০.০০ টাকা (দুই কোটি বত্রিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার নশো নব্বই টাকা)** (বিবি ১,৫৩,৩৯,৯৯৩.০০ টাকা এবং এমওআই + এমএলই + এমওএক্স ৭৯,১০,৯৯৭.০০ টাকা) **০৭.০৭.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	**ক) ৯৫.০০ লাখ টাকা (*)** (পঁচানব্বই লাখ টাকা) **খ) ৯.৫০ লাখ টাকা** (নয় লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) **গ) ৫০,০০০.০০ টাকা** (পঞ্চাশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB30295237019** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) স্বত্ব দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময়- তারিখ - ২৭.০৭.২০২৬, সময় - সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম- https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য বিডারদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর** ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০,** ইমেইল আইডি- **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com**-এ ই-মেইল করুন।
সম্পত্তির বিবরণ, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন- **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং **৮২৯১২ ২০২২০**-তে যোগাযোগ করুন।
https: //baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় বিডারদের উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য- এটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/অংশীদার(গণ)-এর জন্যও একটি বিজ্ঞপ্তি

তারিখ- ০৭.০৭.২০২৬/স্থান : কান্দি — অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

২১ জুলাই শহিদ মিনারে সমাবেশ

পঃ বর্ধমান থেকে ৯ হাজার কর্মী চাইলেন শুভঙ্কর সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ঝড়-বৃষ্টি কিংবা যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতি উপেক্ষা করেই আগামী ২১ জুলাই কলকাতার শহিদ মিনারে কংগ্রেসের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সেই সমাবেশকে সফল করতে পশ্চিম বর্ধমান জেলা থেকে অন্তত ৯ হাজার কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি নিশ্চিত করার আহ্বান জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

মঙ্গলবার দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীর নেতাজি ভবনে আয়োজিত ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় যোগ দিয়ে শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'ঝড় আসুক, বৃষ্টি নামুক কিংবা যত বাধাই আসুক, আমরা পিছিয়ে যাব না। শহীদ মিনারে খোলা আকাশের নিচেই সভা হবে। কোনও পরিস্থিতিতেই কর্মী-সমর্থকরা সভাস্থল ছেড়ে যাবেন না।' জেলার সংগঠনের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'পশ্চিম বর্ধমান থেকে অন্তত ৯ হাজার মানুষ চাই। একজনও যেন কম না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে জেলা নেতৃত্বকেই।' রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দাবি করেন, 'দেশ ও রাজ্যকে বাঁচাতে হলে কংগ্রেসের বিকল্প নেই। সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের পাশে দাঁড়াচ্ছেন এবং প্রতিদিন নতুন মানুষ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। ফলে আমাদের আন্দোলন আরও শক্তিশালী হচ্ছে।' সমাবেশের প্রশাসনিক অনুমতি প্রসঙ্গে তিনি জানান, নির্ধারিত সভাস্থলের জন্য আগেই আবেদন করা হয়েছিল এবং সেই অনুমতি মিলেছে। পাশাপাশি, যেসব রাস্তা দিয়ে মিছিল শহীদ মিনারে পৌঁছবে, সেখানে জারি থাকা ১৬৩ ধারার শিথিলতার আবেদনও জানানো হবে। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের কর্মসূচি হবে শান্তিপূর্ণভাবে এবং সাধারণ মানুষের চলাচলে কোনও বিঘ্ন সৃষ্টি না করেই।' কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করে শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'জনস্বার্থের বিভিন্ন ইস্যুতে কংগ্রেসের প্রতিবাদ আন্দোলন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।' এদিনের প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেস সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী-সহ জেলার অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা। সভায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েকশো কর্মী-সমর্থক কংগ্রেসে যোগদান করেন। পরে বারুইপুরের সাম্প্রতিক ঘটনার প্রতিবাদে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি মোমবাতি মিছিলও অনুষ্ঠিত হয়।

অযোগ্যরা পাচ্ছেন অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, প্রকৃত উপভোক্তারা ব্রাত্য হওয়ায় ক্ষোভ

চাঁচল এবং গাজোল বিডিও অফিস ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অযোগ্যদের দেওয়া হচ্ছে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে তিন হাজার টাকা। অথচ প্রকৃত মহিলা উপভোক্তারা সেই টাকা পাচ্ছেন না। বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ না হওয়ায় অবশেষে চাঁচল এবং গাজোল বিডিও অফিস ঘেরাও করে শতাধিক মহিলা উপভোক্তারা বিক্ষোভ দেখালেন। মঙ্গলবার দুপুর থেকেই কয়েক ঘন্টা বিক্ষোভের জেরে দুটি ব্লক অফিসে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শতাধিক মহিলাদের এমন বিক্ষোভের জেরে কার্যত ওই দুই এলাকার বিডিও অফিসের কাজকর্ম লাটে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে দুটি বিডিও অফিসেই ছুটে আসতে হয় চাঁচল এবং গাজোল থানার পুলিশকে। যদিও প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষ থেকে বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আসে।

মঙ্গলবার দুপুর বারোটা থেকেই শুরু হয় চাঁচল এবং গাজোল ব্লকের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের দাবিতে শতাধিক মহিলাদের বিক্ষোভ। এদিন চাঁচল ১ ব্লকের বিডি অফিস ঘেরাও করার সময় বিক্ষোভকারী মহিলা পাপিয়া মণ্ডল, সুজাতা মণ্ডল, অনিমা হালদার বলেন, 'বিভিন্ন এলাকায় যারা অযোগ্য সেইসব উপভোক্তাদের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা মিলছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কারও তিনতলা বাড়ি, এসি চারচাকা গাড়ি রয়েছে। সেই বাড়ির মহিলারা এই প্রকল্পের টাকা পাচ্ছেন। অথচ আমাদের স্বামীরা পরিযায়ী শ্রমিক, কেউ আবার হকার। কিন্তু অফলাইন ও অনলাইনে আবেদন করেও একাউন্টে টাকা ঢোকেনি। তাই এদিন বিডিও অফিসে এসে বিষয়টি জানতে চেয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কিন্তু বিডিও আমাদের সঙ্গে দেখা করেন নি, কথাও বলেন নি। পাশাপাশি একজন কর্মী আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। তাতেই উপস্থিত অসংখ্য মহিলা উপভোক্তারা ক্ষিপ্ত হয়েই বিক্ষোভ ও অবস্থানে বসে পড়েন।' এই ঘটনার পর ব্লক অফিসের কয়েকজন আধিকারিক এবং চাঁচল থানার পুলিশের আশ্বাসেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। অন্যদিকে, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা না পেয়ে সেদিন দুপুরে গাজোল ব্লক প্রশাসনের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক মহিলারা। পরে অবশ্য গাজোলের বিডিও সুমন ঘোষ, গাজলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মনের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেয় মহিলারা। বিক্ষোভকারী অধিকাংশ মহিলাদের অভিযোগ, গাজোল এলাকায় ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে যোগ্য মহিলারা টাকা পায় নি। পেয়েছে শুধু অযোগ্য মহিলারা। গত দু'মাস ধরে টাকা পাচ্ছে না। অফ এবং অন লাইনে ফর্ম পূরণ করেও টাকা আসে নি। অতীতে একাধিক বার বিভিন্ন মহলে গিয়ে কাজ হয় নি। সেজন্য তারা বিক্ষোভ দেখান। গাজোলের বিডিও সুমন ঘোষ বলেন, 'অবশ্যই প্রকৃত উপভোক্তারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। কোথাও কোনও অনিয়ম হলে অবশ্যই বিষয়টি তদারকি করে দেখা হবে।'

বীরভূমের তৈরি 'সেলাই বিহীন' জাতীয় পতাকা উড়বে ডিভিসিতে

মৃণালজিৎ গোস্বামী

সিউড়ি: হাসি দাস, যশোদা দাস, বন্দনা ধীবর, আশারানি বীর বংশী, পদ্মাবতী দাসেদের স্পিনিং মেশিনে রোভিং-এর কাজ করতে করতে কাঁধে ব্যথা। দৈনিক মজুরিতে কাজ আর সান্ত্বনা বলতে আসা-যাওয়ার ভাড়া, তবুও তাদের মুখে চওড়া হাসি ফুটেছে। কারণ তাঁদের হাতে তৈরি জাতীয় পতাকা উড়বে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনে। ডিভিসির জাতীয় পোর্টালে নাম জ্বলজ্বল করছে মসলিন তীর্থ বীরভূমের নাম। সারি দাস কিংবা মিতালী দাস, ভাগ্যবতী দাস কিংবা রিতা দাস, সারিকা দাস অথবা জ্যোৎস্না দাস প্রত্যেকেই খুশি কারণ তাঁদের ভাগ্যে ডিভিসির আরও তিনটি জাতীয় পতাকার অর্ডার এসেছে। প্রত্যেকেই চরম ব্যস্ত নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ করতে হবে কাজ। পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ এবং মসলিন তীর্থ বীরভূমে পূর্ব ভারতের প্রথম ডিভিসির অর্ডার এসেছে ৩০ ফুট দৈর্ঘ্য ও কুড়ি ফুট প্রস্থের জাতীয় পতাকার। প্রায় দেড় মাস ধরে ১২ জন মহিলা কাটুনি ও ১০ জন তাঁতি একনাগাড়ে কাজ করে তৈরি করেছেন সেলাই বিহীন জাতীয় পতাকা যা তৈরি করতে খরচ হয়েছে

২৫ হাজার টাকা। বীরভূম জেলা আধিকারিক গোপালকৃষ্ণ বোস বলেন পশ্চিমবঙ্গে চারটি জেলায় মসলিন তীর্থ রয়েছে কিন্তু বরাত পেয়েছে শুধুমাত্র বীরভূম এবং নির্ধারিত সময়েই প্রথম জাতীয় পতাকাটি তারা তুলে দিতে পেরেছন ডিভিসি কর্তৃপক্ষের হাতে। মঙ্গলবার বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন সিউড়ি আব্দারপুরে মসলিন তীর্থ পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের অফিসে এসে জেলা আধিকারিক গোপালকৃষ্ণ বোসকে সঙ্গে নিয়ে দেখলেন শিল্পীদের হাতে তৈরি জাতীয় পতাকা আর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনও করলেন তিনি যা মঙ্গলবার বিকেলে পৌঁছে গেল ডিভিসি কর্তৃপক্ষের হাতে। জেলাশাসক বলেন শিল্পীদের হাতের তৈরি সেলাই বিহীন জাতীয় পতাকা ডিভিসির হাতে তুলে দেওয়া হবে। তা ছাড়াও বীরভূমে মসলিনের তৈরি জাতীয় পতাকা ১৫ই আগস্ট ও উত্তরীয় সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং সরকারি দপ্তরে যাতে পৌঁছানো যায় তা তিনি খতিয়ে দেখবেন। বীরভূমের শিল্পীদের তৈরি খাদির জিনিস জেলার প্রত্যেক প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারলে এবং জেলার মানুষ তা কিনলে তাঁত শিল্পীদের মুখের হাসি বজায় থাকবে সফল হবে সরকারি উদ্যোগও।

জামালপুরে কঠোর বিজেপি

এক নেতাকে ফেরাল দল, অপরজনকে সাময়িক বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যে পালা বদলের পর এক ব্যতিক্রমী ছবি জামালপুরে। কিছুদিন আগেই নানান অভিযোগের ভিত্তিতে দল থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছিল বিজেপি নেতা প্রধানচন্দ্র পালকে। মঙ্গলবার জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির তরফে সাসপেনশন তুলে নেওয়া হয় জামালপুর ১ নং মণ্ডল সভাপতি প্রধানচন্দ্র পালের ওপর থেকে। অন্যদিকে, দল বিরোধী নানা কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে দল থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হল কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সৌমেন হাজরাকে। যা নিয়ে সরগরম জামালপুর।

এমনিতেই নিজেকে দক্ষ সংগঠক হিসাবে তুলে ধরেছেন প্রধান বাবু। তাঁকে শোকজ করার সময়ই তিনি বলেছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে। আর আজ সেটাই প্রমাণ হয়। রাজ্য শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি তাঁকে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়। এবার থেকে তিনি তাঁর নিজের দলের স্বাভাবিক কাজ করে যেতে পারবেন। প্রধান বাবু দলের কাছে, বিধায়কের কাছে, জামালপুরের মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'আমি জানতাম আমি দলে ফিরে আসব। এই সময়কালে দলের কর্মীরা যেভাবে আমার পাশে ছিলেন, তাতে আমি আপ্লুত।' বিধায়ক অরুন হালদার প্রধান চন্দ্র পাল আবার দলে ফিরে আসায় তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। অন্যদিকে, বিজেপির শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে প্রতাপ ব্যানার্জীর স্বাক্ষর করা সাসপেনশন লেটার পৌঁছয় কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সৌমেন হাজরার নামে। তাঁকে ভয় ভীতি প্রদর্শন, হুমকি, তোলাবাজি-সহ দলবিরোধী কাজ করার জন্য সাময়িক সাসপেন্ড করা হয়েছে। এই খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য জামালপুরের বিধায়ক অরুন হালদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান তাঁকে জানিয়েছেন যে সৌমেন বাবুকে সাময়িক সাসপেন্ড করা হয়েছে। এখন দেখার প্রধান বাবুর মত সৌমেন বাবুর ও সাসপেনশন উঠে যায় কিনা।

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন, নতুন ৫টি বাস পরিষেবার সূচনা পুরশুড়া বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি একের পর এক বাস্তবায়নের পথে এগোচ্ছেন পুরশুড়া বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। এবার খানাকুলের চব্বিশপুর থেকে বালিপুর হয়ে তারকেশ্বর পর্যন্ত নতুন পাঁচটি বাস পরিষেবার শুভ সূচনা করে এলাকার দীর্ঘদিনের যাতায়াত সমস্যার সমাধানের পথে বড় পদক্ষেপ নিলেন তিনি। মঙ্গলবার নতুন এই বাস পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক বিমান ঘোষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাসিন্দা, বিজেপি কর্মী-সমর্থক এবং বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন বিমান ঘোষ বলেন, 'কথা দিয়েছিলাম, কথা রাখলাম। নির্বাচনী ইশতেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আজ বাস্তব রূপ পেল। আজ থেকে চব্বিশপুর-বালিপুর হয়ে তারকেশ্বর পর্যন্ত পাঁচটি নতুন বাস পরিষেবা চালু হল। এই পরিষেবা চালু হওয়ায় এলাকার সাধারণ মানুষের যাতায়াত আরও সহজ, সুলভ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে। জনসাধারণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তবায়নই বিজেপির অঙ্গীকার।'

দীর্ঘদিন ধরেই এই অঞ্চলের মানুষের অভিযোগ ছিল, তারকেশ্বর বা আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যেতে পর্যাপ্ত বাস না থাকায় ছাত্রছাত্রী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হতো। অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ বাসের অপেক্ষায় থাকতে হতো, আবার অতিরিক্ত ভাড়ায় বিকল্প যানবাহন ব্যবহার করতে বাধ্য হতেন যাত্রীরা। নতুন বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় এলাকায় খুশির হাওয়া। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এটি শুধু একটি নতুন বাস রুট নয়, বরং এলাকার মানুষের বহু বছরের দাবির বাস্তবায়ন। স্থানীয় বাসিন্দা সুশান্ত মণ্ডল বলেন, 'অনেক বছর ধরেই এই রুটে নিয়মিত বাস পরিষেবার দাবি ছিল। ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে কর্মজীবী মানুষ সকলেই সমস্যায় পড়তেন। আজ সেই সমস্যা অনেকটাই মিটল। বিধায়ক বিমান ঘোষ মানুষের কথা ভেবে যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তার জন্য আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।' সবমিলিয়ে নতুন পাঁচটি বাস পরিষেবা চালুর ফলে খানাকুল ও পুরশুড়া এলাকার বিস্তীর্ণ অংশের মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। যাতায়াতের সুবিধা বাড়ার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়ও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

সরকারি ন্যায্যমূল্যে বালি সরবরাহের দাবি

স্তব্ধ আবাস যোজনার কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: টানা চার মাস ধরে বালির চরম সংকটে কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে পাণ্ডবেশ্বর এলাকার নির্মাণ শিল্প। বালি না পাওয়ায় বন্ধ হয়ে রয়েছে বাড়ি নির্মাণ থেকে শুরু করে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ। সবচেয়ে বিপাকে পড়েছেন এলাকার কয়েকশো রাজমিস্ত্রি, নির্মাণ শ্রমিক এবং ট্রাক্টর মালিক। কাজ না থাকায় বহু পরিবার আজ চরম আর্থিক অনিশ্চয়তার মুখে। এই পরিস্থিতিতে সরকারি ন্যায্যমূল্যে বালি সরবরাহের দাবিতে সোমবার পাণ্ডবেশ্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও)-এর দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান রাজমিস্ত্রি, নির্মাণ শ্রমিক ও ট্রাক্টর মালিকদের একাংশ। পরে তাঁরা বিডিওর হাতে একটি স্মারকলিপিও তুলে দেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর অবৈধ বালি, কয়লা ও মোরাম পাচারের বিরুদ্ধে কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এতে অবৈধ বালির কারবার অনেকটাই বন্ধ হলেও বৈধ বালির সরবরাহও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। তাঁদের দাবি, বর্তমানে বৈধ ঘাট থেকে এক ট্রাক্টর বালি কিনতেই খরচ পড়ছে প্রায় ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা। ফলে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে বালির দাম। চাহিদা থাকলেও সরবরাহ না থাকায় অধিকাংশ নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে সরকারি আবাস যোজনার ঘর নির্মাণেও। বালি না থাকায় বহু প্রকল্পের কাজ মাঝপথে থেমে রয়েছে বলে অভিযোগ। এক বিক্ষোভকারী রাজমিস্ত্রি বলেন, 'গত চার মাস ধরে একদিনও নিয়মিত কাজ পাইনি। ধারদেনা করে কোনওরকমে সংসার চলছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে পরিবার ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সরকারি ন্যায্যমূল্যে বালি না মিললে আগামী দিনে না খেয়ে মরার অবস্থা হবে।'

অন্যদিকে, পাণ্ডবেশ্বরের বিডিও গোপাল সরকার জানান, রাজমিস্ত্রি, নির্মাণ শ্রমিক ও ট্রাক্টর মালিকদের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর সঙ্গে দেখা করে বালির সংকটের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'বালির বিষয়টি মূলত ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আওতাধীন।' তবুও সাধারণ মানুষের সমস্যার গুরুত্ব বিবেচনা করে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। এলাকাবাসীর একাংশের প্রশ্ন, বালির জোগান স্বাভাবিক না হলে শুধু নির্মাণ শিল্প নয়, হাজার হাজার শ্রমিকের জীবিকা এবং সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পও দীর্ঘদিন ধরে অচল হয়ে পড়বে। এখন প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপের দিকেই তাকিয়ে পাণ্ডবেশ্বরের নির্মাণ শ্রমিক মহল।

অন্নপূর্ণার টাকা না মেলায় কাঁকসার বিডিও অফিস ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর বিজেপি সরকার গঠন হতেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যের প্রতিটি মহিলা তিন হাজার টাকা করে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ভাতা পাবেন। সেই মতো শুরু হয় প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মহিলাদের একাউন্টে ঢুকেছে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের অর্থ। কিন্তু বহু মহিলার একাউন্টে টাকা না ঢোকায় ক্ষুব্ধ মহিলারা একজোট হয়ে কাঁকসার বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। এরপর তারা কাঁকসার বিডিওর সাথে সাক্ষাৎ করেন। বিক্ষোভকারী মহিলারা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার তাঁরা কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েকশো মহিলা, যারা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার পাওয়ার জন্য আবেদন জমা দিয়েছিলেন, কিন্তু টাকা পান নি। তারা একজোট হয়েই বিক্ষোভ দেখান। তাদের অভিযোগ, তাদের বাড়ির পাশাপাশি বাড়ির অনেক মহিলার একাউন্টে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা ঢুকলেও তাদের একাউন্টে টাকা কেন ঢোকেনি সেই কারণ জানতে তারা বিডিওর দ্বারস্থ হন। দীর্ঘক্ষণ মহিলাদের বিক্ষোভের জেরে কাঁকসার বিডিও অফিস চত্বরে উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যদিও ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয়। মহিলারা জানিয়েছেন, তারা কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্তর সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের সমস্যার কথা জানান এবং কাঁকসার বিডিও তাদের জানিয়েছেন এই বিষয়ে যাদের এখনও পর্যন্ত একাউন্টে টাকা ঢোকেনি তাদের বাড়িতে দপ্তরের কর্মীরা যাবেন এবং তদন্ত করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কাঁকসার বিডিও-র আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠিয়ে নেন মহিলারা।

অন্নপূর্ণার টাকা না মেলায় অন্ডাল বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে না পৌঁছানোর অভিযোগে মঙ্গলবার অন্ডাল বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন শতাধিক মহিলা। তাঁদের দাবি, এলাকার অনেক উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে ইতিমধ্যেই টাকা ঢুকে গেলেও, যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের অ্যাকাউন্টে এখনও কোনও অর্থ জমা পড়েনি। এর জেরে প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া নিয়ে বিভ্রান্তি ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিডিও অফিস চত্বরে জড়ো হন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, একাধিক বার খোঁজ নিয়েও কেন টাকা মিলছে না, তার কোনও সদুত্তর মেলেনি। দ্রুত সমস্যার সমাধান করে বকেয়া অর্থ দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের নির্ধারিত যোগ্যতার ভিত্তিতেই উপভোক্তাদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সরকারি চাকরিজীবী, আয়করদাতা, পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন ব্যক্তি, পুরুষ, ২৫ বছরের কম এবং ৬০ বছরের বেশি বয়সি মহিলারা এই প্রকল্পের আওতার বাইরে। পাশাপাশি, পূর্বে ভুল তথ্য বা নিয়মবহির্ভূতভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া নামগুলিও তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, প্রকৃত যোগ্য উপভোক্তারা পর্যায়ক্রমে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের আর্থিক সহায়তা পাবেন। আবেদন ও যাচাইয়ের সময়সীমাও বাড়ানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও টাকা না পাওয়ায় উপভোক্তাদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে।

চন্দ্রকোনায় সদ্যনির্মিত নদীবাঁধ ধসে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: মাত্র তিন মাসেই শিলাবতী নদীর নবনির্মিত বাঁধ ধসে পড়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন চন্দ্রকোনার বাসিন্দারা। ঠিকাদারের অবহেলাকেই দায়ী করছেন বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা।

জানা গেছে, আগে শিলাবতী নদীর বাঁধের একটি অংশে ধস নামায় সেই অংশে মেরামতির কাজ করা হয়। কিন্তু কাজ মাত্র তিন মাস পরেই আবার ধসে পড়েছে। গ্রামবাসীরা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ তুলে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি করছেন। সেচ বিভাগের কর্মকর্তারা মাস তিনেক আগে চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের মনোহরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেড়াবেড়িয়া এলাকায় কাঠের খুঁটি ও বালির বস্তা দিয়ে বাঁধের একটি বড়

অংশ মেরামত করেছিলেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, নদীর জলস্তর বাড়তেই মেরামত করা কাঠামোর একটি বড় অংশ ধসে পড়েছে। এজন্য তারা সেচ বিভাগের নিম্নমানের কাজকে দায়ী করছেন। সেইসঙ্গে আশঙ্কা করছেন, নদী বাঁধ ধসের ফলে গ্রামের রাস্তা, কৃষি জমি এবং বেশ কিছু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে, জরুরি ভিত্তিতে প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবি করছেন গ্রামবাসীরা। ব্লক প্রশাসনের বক্তব্য, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এদিকে, প্রতিবছর ঘাটালের মানুষ বন্যার কবলে পড়েন বলে বন্যার আগেই জেলা পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা ঘাটালের মানসুকা এলাকায় অগ্রিম ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ শুরু করেছেন। মঙ্গলবার টোটোতে চড়ে ঘাটাল ব্লকের গঙ্গাপ্রসাদ এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট। বন্যার সময় গঙ্গাপ্রসাদ এলাকা সবচেয়ে বেশি জলমগ্ন থাকে। দীর্ঘ সময় ধরে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বন্যার আগে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পুলিশ সুপার বন্যাপ্রবণ গঙ্গাপ্রসাদ এলাকায় বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা দেখা করতে যান এবং শতাধিক মানুষের মধ্যে অগ্রিম ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন।

গেটে ঝুলছে তালা, ছুটি হলেও ১ ঘণ্টা স্কুলেই আটকে শিক্ষিকা

অবিভাবকদের তৎপরতায় উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড় বাজার হিন্দি হাই স্কুলে প্রায় এক ঘন্টা ধরে আটকে ছিলেন শিক্ষিকা কৃষ্ণ বর্মন। পরে ঐ শিক্ষিকা আশেপাশের বিভিন্ন মানুষকে এবং অভিভাবকদের ফোন করে ডাকার পর গেটের তালা খুলে উদ্ধার করা হয় তাকে। এরপরই ক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা বিক্ষোভ দেখায় বিদ্যালয়ে। মঙ্গলবার দুপুরে এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় বিদ্যালয় চত্বরে। ঘটনাটি ঘটে পানাগড় বাজার হিন্দি হাইস্কুলে। জানা গিয়েছে, ওই শিক্ষিকা মর্নিং সেশনে বিদ্যালয়ে চাকরি করেন। তার অভিযোগ, বিদ্যালয়ের মর্নিং সেশন শেষ হওয়ার পর তিনি যখন স্কুল থেকে বের হতে যান। তখন দেখেন আগেই স্কুলের ভেতরের গেটে তালা ঝুলছে। তাঁর অভিযোগ, তিনি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন জনকে ডাকলেও কেউ কোনো সাহায্য করেননি। বাধ্য হয়ে তিনি বিদ্যালয়ের আশেপাশের মানুষজনকে এবং কয়েকজন অবিভাবককে বিষয়টি জানান।

এরপরই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন অভিভাবকেরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে চেঁচামেচির পর গেটের তালা খোলা হয়।

শিক্ষিকার অভিযোগ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জয়ন্ত কুমার পাণ্ডা হঠাৎ করেই বিদ্যালয়ে কড়া নিয়ম পালন শুরু করে দিয়েছেন। ঘড়ির কাঁটায় নির্ধারিত সময় অনুযায়ী তিনি স্কুলের ভেতরের গেটে তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছেন। এমনকি কোনও এক নেতার সঙ্গে তোলা ছবি দেখিয়ে গোটা স্কুলে তিনি নিজের প্রভাব খাটাচ্ছেন। স্কুলের প্রথম সেশন বা মর্নিং সেশন শেষ হতেই ঘড়ির কাঁটা দেখে সাথে সাথে তিনি গেটে তালা মারতে বলে দিচ্ছেন। যার কারণে তিনি স্কুলে তাঁর ছুটি হয়ে গেলেও স্কুল ছেড়ে তিনি বেরোতে পারেননি। এদিন অভিভাবকদের পাশাপাশি স্থানীয় বিজেপি কর্মী, সমর্থকেরা স্কুলে ঢুকে প্রধান শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে চোর স্লোগান দিতে থাকে। যার ফলে বিদ্যালয়ে পঠন পাঠন সিঁকেয় ওঠে। গোটা স্কুল চত্বরে উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতির সামাল দেয় এবং প্রধান শিক্ষকের সাথে অভিভাবকেরা এবং পুলিশ প্রশাসন বৈঠক করার পর স্কুলের পরিবেশ শান্ত হয়। অন্যদিকে পানাগড় বাজার হিন্দি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক জয়ন্ত কুমার পাণ্ডা তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

আমদাবাদে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ

ফাঁসির সাজা বহাল থাকল ৩৮ আসামির, ১১ জনের যাবজ্জীবন

আমদাবাদ, ৭ জুলাই: আমদাবাদে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনায় ৩৮ জনেরই ফাঁসির সাজা বহাল রাখল গুজরাত হাইকোর্ট। বহাল রইল ১১ আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও। আসামিরা সকলেই জঙ্গিগোষ্ঠী ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন (আইএম)-এর সদস্য।

হামলার ১৪ বছর পরে, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমদাবাদের বিশেষ আদালত ৪৯ জন অভিযুক্তকেই দোষী সাব্যস্ত করে। তাঁদের মধ্যে ৩৮ জনের মৃত্যুদণ্ড এবং ১১ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় বিশেষ আদালত। নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে আমদাবাদ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আসামিরা। এ বার হাইকোর্ট সেই একই রায় বহাল রাখল। আসামিদের সকল আবেদন খারিজ করে দিয়েছে গুজরাত হাইকোর্টের বিচারপতি এওয়াই কগজে এবং বিচারপতি সমীর দাভের ডিভিশন বেঞ্চ।

২০০৮ সালের ২৬ জুলাই ২১টি ধারাবাহিক বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে আমদাবাদ। হামলায় মোট ৫৬ জন নিহত হন। জখম হন ২০০-রও বেশি। বিস্ফোরণের মূল লক্ষ্য ছিল আমদাবাদের হাসপাতালগুলি। নিহত ৫৬ জনের মধ্যে

আমদাবাদের সিভিল হাসপাতালের বিস্ফোরণেই প্রাণ যায় ৩৭ জনের। ধারাবাহিক ওই হামলার দায় স্বীকার করে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন। তদন্তে উঠে আসে, ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে কেরলের এর্নাকুলমে নিষিদ্ধ সংগঠন স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (সিমি)-র একটি গোপন ডেরায় বোমা হামলার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বিস্ফোরণের তদন্তে উঠে আসে ৪৯ জন অভিযুক্তের নাম। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আমদাবাদের এবং সুরাতে ৩৫টি ভিন্ন মামলা দায়ের হয়। এর মধ্যে আমদাবাদে ছিল ২০টি এবং সুরাতে ছিল ১৫টি মামলা। বিস্ফোরণের কয়েক দিন পরে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ২৯টি তাজা বোমা উদ্ধার করা হয়।

ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্টে প্রথম ভারতীয় হিসেবে বক্তৃতা মোদীর ভূষিত সে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানেও

জাকার্তা, ৭ জুলাই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্টে বক্তৃতার নজির গড়লেন নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার বক্তৃতায় দুই দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের উল্লেখ করে মোদী বলেন, 'ভারত ও ইন্দোনেশিয়াকে সমুদ্র (ভারত মহাসাগর) বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। বরং ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং রামায়ণ ও মহাভারতের ঐতিহ্য আমাদের সংযুক্ত করেছে।'

মোদীর বক্তৃতায় সেই ইতিহাসের পাশাপাশি উঠে এসেছে আগামী দিনে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের রূপরেখা। তাঁর বক্তৃতায় এক দিকে ভারত-ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন নিবিড় করার লক্ষ্যে 'গঙ্গা-মাকাম (ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী নদী) ভিশন'-এর কথা এসেছে। অন্য দিকে এসেছে, সন্ত্রাসবাদ ও সাইবার অপরাধের মোকাবিলায় যৌথ দ্বিপাক্ষিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা।

অন্যদিকে, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার ব্রহ্মস চুক্তিতে অবশেষে সিলমোহর বসেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ভারত ইন্দোনেশিয়াকে ব্রহ্মসের অতিরিক্ত ইউনিট সরবরাহ করবে। যার অর্থ, ফিলিপিন্স, ভিয়েতনামের পর তৃতীয়

দুই দেশের মধ্যে ব্রহ্মস চুক্তিতেও সিলমোহর

দেশ হিসেবে ভারতের এই ক্ষেপণাস্ত্র কিনবে ইন্দোনেশিয়া। জানা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইন্দোনেশিয়া সফরে ব্রহ্মসের পাশাপাশি আরও বেশ কিছু চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে সেদেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান প্রধান করেছেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোবো সুবিয়ান্তো।

মঙ্গলবার নরেন্দ্র মোদীর ইন্দোনেশিয়া সফরের দ্বিতীয় দিন ছিল। এদিন ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতিতে নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকাকে সম্মান জানিয়ে তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'বিনতাং আদিপূর্ণা' দেওয়া হয়।

মঙ্গলবার ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোবো সুবিয়ান্তোর সঙ্গে জাকার্তায় দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন মোদী। সেই বৈঠকেই দুই দেশের মধ্যে একাধিক চুক্তি সম্পন্ন হয়। সেখানেই 'অস্ত্র' এয়ার টু এয়ার মিসাইল, ব্রহ্মস কেনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়াও বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ভারত ইন্দোনেশিয়াকে 'ইলেক্ট্রনিক্স ভোটিং মেশিন' বা 'ইভিএম' তৈরিতে সাহায্য করবে। যা দেশের নির্বাচনী স্বচ্ছতাকে তুলে ধরবে বিদেশের মাটিতে।

প্রেসিডেন্ট সুবিয়ান্তো ঘোষণা করেছেন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়া ডিজিটাল গণপরিকাঠামোর ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করবে। এর মধ্যে ভারতের ইউপিআই এবং ইন্দোনেশিয়ার কিউআরআইএস (কিউআর পেমেন্ট কোড)-এর মধ্যে আন্তঃসীমান্ত সংযোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর ফলে বালি ও অন্যান্য গন্তব্যে ভ্রমণকারী ভারতীয় পর্যটক এবং ব্যবসায়ীরা সরাসরি তাদের ফোন থেকে সহজে ও সাশ্রয়ী মূল্যে ডিজিটাল পেমেন্ট করতে পারবেন। শিক্ষার প্রসারে ইন্দোনেশিয়ায় আইআইটি ও আইআইএম-এর ক্যাম্পাস খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত।

এছাড়াও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ভারত ইন্দোনেশিয়াকে তার সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল 'ব্রাহ্মস'-এর অতিরিক্ত ব্যাটারি সরবরাহ করবে, যা ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনীর উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। এর পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়া মালাক্কা প্রণালীর কাছে অবস্থিত দেশ। ফলে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ইন্দোনেশিয়ার সাবাং বন্দর যৌথভাবে উন্নয়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সামুদ্রিক বাণিজ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ।

নয়া আইন মেনে ওয়াকফ বোর্ডে নির্বাচিত দুই হিন্দু সদস্য

দেশে প্রথম

ভোপাল, ৭ জুলাই: দেশের প্রথম রাজ্য হিসাবে নতুন সংশোধিত আইনগত কাঠামোর অধীনে ওয়াকফ বোর্ড পুনর্গঠন করল মধ্যপ্রদেশ। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তের পর রাজ্য সরকার নবগঠিত ১০-সদস্যের বোর্ডে দু'জন হিন্দু সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সানওয়ার প্যাটেল চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। অপর দুই হিন্দু সদস্য মনোজ মালপানি এবং অনিমেষ ভার্গব।

কেন্দ্রের সংশোধিত ওয়াকফ আইন অনুযায়ী, ওয়াকফ বোর্ডের সব সদস্যের আর মুসলিম হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। তাছাড়া বোর্ড গঠনের অধিকার এখন রাজ্য সরকারের। নতুন আইন অনুযায়ী ওয়াকফ বোর্ডের দু'জন পর্যন্ত সদস্য অ-মুসলিম হতে পারেন। ওই নিয়ম কাজে লাগিয়েই মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নয়া ওয়াকফ বোর্ড গঠন করেছেন। সেই বোর্ডেই দু'জন হিন্দুকে রাখা হয়েছে।

তাৎপর্যপূর্ণ নতুন যে বোর্ড গঠিত হয়েছে তাতে একাধিক মহিলা সদস্যও রয়েছেন। যার মধ্যে প্রাক্তন বিজেপি নেত্রী নাজমা হেপাতুল্লার নাম রয়েছে। রয়েছেন ফাইজান খান, ফতেমা চৌধুরী, সাহিস্তা সুলতানরা। যদিও মধ্যপ্রদেশ সরকারের ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা শোনা গিয়েছে রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে।

ওয়াকফ বোর্ডে অ-মুসলিমদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রবল আপত্তি রয়েছে বিরোধীদের। বিরোধীদের দাবি, দেশের অন্য কোনও ধর্মীয় বোর্ডে অন্য ধর্মের প্রতিনিধি নেই। হিন্দু বা শিখদের কোনও বোর্ডে কোনও অ-হিন্দু বা মুসলিম নেই। সরকারের যুক্তি ছিল, ধর্মনিরপেক্ষ দেশে যখন ওয়াকফ বোর্ড সব ধর্মের মানুষের সম্পত্তিতেই নিজেদের অধিকার দাবি করে। তাহলে কেন ওয়াকফ বোর্ডে অ-মুসলিমরা থাকবে না? তাতে বিরোধী পক্ষের যুক্তি ছিল, 'ওয়াকফ বোর্ড একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এটা ধর্মনিরপেক্ষ নয়।' তবে সেই যুক্তি ধোপে টেকেনি। আইনে স্থগিতাদেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট।

ওয়েনাড়ে ভূমিধসে টানেলের মধ্যেই মৃত ২

তিরুঅনন্তপুরম, ৭ জুলাই: ২০২৪-এর স্মৃতি ফিরিয়ে ফের ভূমিধসের কবলে কেরলের ওয়েনাড়। মঙ্গলবার ওয়েনাড় জেলার কাল্লাডি এলাকায় ভূগর্ভস্থ টানেলে কাজ চলাকালীন ভয়ংকর ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। যার জেরে এখনও পর্যন্ত ২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ওই এলাকায় বহু মানুষের চাপা পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয়দের উদ্যোগে ৬ জনকে উদ্ধার করা হলেও বাকিদের উদ্ধারের কাজ শুরু করেছে দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

জানা গিয়েছে, ভয়ংকর এই দুর্ঘটনা ঘটে কাল্লাডির মীনাক্ষী সেতুর কাছে। এখানে মালাপ্পুরম ও ওয়েনাড় জেলাকে সংযুক্ত করতে একটি টানেল নির্মাণের কাজ চলছিল। কাজের সুবিধার জন্য ওই টানেলের মধ্যেই থাকছিলেন শ্রমিকরা। কেরলের রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের তরফে জানা যাচ্ছে, দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৬ জনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে কোনও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। এদিকে ভূমিধসের খবর পাওয়ার পরই জরুরি বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী সতীশন। স্থানীয় জেলাশাসকের সঙ্গে ফোনে কথা বলে প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ভূমিধসে টানেলের কর্মীদের যাতায়াতে ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশ ও জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর (এনডিআরএফ) সদস্যদেরও ওই এলাকায় পাঠানো হয়েছে।

উদ্ধারকাজে সমন্বয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মন্ত্রী এপি অনিল কুমার ও টি সিদ্দিকিকে। কৃষিমন্ত্রী টি সিদ্দিকি বলেন, 'এই ঘটনা কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়, বরং মানব সৃষ্ট।' স্থানীয় জেলাশাসক কোঙ্কণ রেলওয়েকে লিখিতভাবে আগেই ভূমিধসের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথাও বলা হয়। তবে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যার জেরেই এই দুর্ঘটনা। এখনও পর্যন্ত ৬ জনকে ওই এলাকা থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর সফরের মধ্যে জোড়া বিস্ফোরণ দামাস্কাসে

দামাস্কাস, ৭ জুলাই: ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সফরের মধ্যেই জোড়া বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস। ঘটনায় চার পুলিশকর্মী-সহ অন্তত ১৮ জন আহত হয়েছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয় বার বিস্ফোরণ হল পশ্চিম এশিয়ার ওই দেশে। এখনও পর্যন্ত কোনও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি। তবে প্রাথমিক ভাবে সন্দেহের তির ইসলামিক স্টেট (আইএস)-এর দিকে।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত ২ জুলাই দামাস্কাসের হেজাজ এলাকায় 'প্যালেস অফ জাস্টিস'- এর সামনে বিস্ফোরণে ৯ জন নিহত এবং ২০ জনেরও বেশি আহত হয়েছিলেন। ওই ঘটনাতেও অভিযোগের তির ছিল আইএসের দিকে।

সিরিয়ার সরকারি সংবাদ সংস্থা 'সানা নিউজ' জানিয়েছে, বিস্ফোরণ দু'টি হয়েছে পর্যটন মন্ত্রক পরিচালিত হোটেলের অদূরে। ওই হোটেলেই সোমবার রাতে ছিলেন ম্যাক্রোঁ। বিস্ফোরণের সময় তিনি সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শরা কুর্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিলেন। ফরাসি প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, ম্যাক্রোঁ বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাননি। সিরিয়ায় নিরাপত্তা আধিকারিক ইসমাত আল-আবসি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, 'বিস্ফোরণের টার্গেট কে ছিল তা এখনও স্পষ্ট নয়।

Government of West Bengal
Office of the SDICO, Rampurhat.
Rampurhat, Birbhum.
e-TENDER NOTICE
Memo no:-214/INF/RPH dt.:- 07/07/2026
Online Tender ID:- 2026_ICAD_1031235_1
E-Tender is invited from resourceful Private Security Agencies having sufficient experience for engaging Unarmed Security Guard on contract basis for a period of one year for the Office of the SDICO, Rampurhat. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website www.wbtenders.gov.in.
Sd/- SDICO, Rampurhat
Memo no :85(3) /Inf(advt)/Bir, Dt:07/07/2026

Government of West Bengal
Office of the SDICO, Bolpur.
Bolpur, Birbhum.
e-TENDER NOTICE
Memo no:-260/Bol/Tathya Dt:-07/07/2026
Online Tender ID:-2026_ICAD_1031272_1
E-Tender invited from resourceful Private Security Agencies having sufficient experience for engaging Unarmed Security Guard on contract basis for a period of one year for the Office of the SDICO, Bolpur. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website www.wbtenders.gov.in.
Sd/- SDICO, Bolpur
Memo no :85(3)/Inf(advt)/Bir, Dt: 07/07/2026

Government of West Bengal
Office of the DICO, Birbhum.
Suri, Birbhum.
e-TENDER NOTICE
Memo no:-616/Inf/Bir dt:-07-07-2026
Online Tender ID:-2026_ICAD_1031257_1
E-Tender is invited from resourceful Private Security Agencies having sufficient experience for engaging Unarmed Security Guard on contract basis for a period of one year for the Office of the DICO, Birbhum. Detailed information including downloading and uploading time are available from the website www.wbtenders.gov.in.
Sd/-
DICO, Birbhum
Memo no :85(3)/Inf/Bir, dt:07/07/2026

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ও আপলোডের তারিখঃ ই-ডিওয়াই-ডব্লুডব্লু-ক্যান্টিন-২০২৬, তারিখ ০৪.০৭.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ওয়াগন)/খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার (সার্ভিস কন্ট্র্যাক্ট) আহ্বান করছেনঃ **কাজের নাম** ঃ ডব্লুআরএস ক্যান্টিন, দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুরে বাসনপত্র, উপকরণসমূহ ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র পরিষ্কার করা সমেত খাবার, টিফিন এবং স্ন্যাক্স রান্না করা, পরিবেশন/বিক্রি করা। **কাজের আনুমানিক ব্যয়** ঃ ৭৫,০৬,৮০২.২০ টাকা ১৮% হারে জিএসটি সহ। **বায়না মূল্য** ঃ ১,৫০,১০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ঃ ২৭.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টায়। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও বিশদ** ঃ www.ireps.gov.in আগ্রহী বিডাররা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা করতে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। (PR-432)

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

EGRA MUNICIPALITY
Offic of the Councillors
Egra :: Purba Medinipur
Tender & Quotation Notice
Tender & Quotation are here by invited by the Chairman, Egra Municipality from the eligible tenders, vide NIQ.-02/Medicine & Medical Equipment/26-27, Date -03/07/2026 & NI(e)T No.-23/Toilet Block(SBM)/25-26 (2nd Call), Date -03/07/2026. others details can be seen from the https//wbtenders.gov.in & Notice Board of the undersigned or website www.egramunicipality.org.in.
Sd/-
Chairman
Egra Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Water Canopy near Harshabardhan Road, Ward- 10, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-189/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5016464_1 • Estimated Amount : 1,14,050/-
Last Date : 16th July 2026, 04:00 pm
2) Name of the Work: Construction of Water Canopy near Durgapur Abasan Sanskritik Mancha, Ward- 25, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-188/25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5016459_1 • Estimated Amount : 1,14,050/-
Last Date : 16th July 2026, 04:00 pm
3) Name of the Work: Construction of Water Canopy at Mohonpur Gopalmath near Bhagabati Mandir, Ward- 35, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-152/25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5016438_1 • Estimated Amount : 1,22,409/-
Last Date : 16th July 2026, 04:00 pm
4) Name of the Work: Supply of Chlorine Kit and other Chemical items for Angadpur 14 MGD water Treatment Plant and 15 MGD Water Treatment Plant, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-196/25-26 (3rd Call) EOI
Tender ID : 2026_MAD_5016434_1
Last Date : 16th July 2026, 04:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : tenders.wb.gov.in **Durgapur Municipal Corporation**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Alternative Source of Drinking Water by Installation of Submersible Pump through Rig Boring System at Bagdi Para, Bhirburnpur Ward No.- 41, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-204/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5016405_1 • Estimated Amount : 9,52,010/-
Last Date : 15th July 2026, up to 05:00 pm
2) Name of the Work: Alternative Source of Drinking Water by Installation of Submersible Pump through Rig Boring System and Construction Water Reservoir with laying of 75 mm Dia HDPE Pipeline at Mahua Bagan, Kamalpur with Ward No.- 01, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-199/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5016470_1 • Estimated Amount : 14,97,404/-
3) Name of the Work: Alternative Source of Drinking Water by Installation of Submersible Pump through Rig Boring System at Panchpara, near Bauri Para Subhapur, Ward No.- 02, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-206/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5016473_1 • Estimated Amount : 10,89,707/-
Last Date : 22nd July 2026, up to 05:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : tenders.wb.gov.in **Durgapur Municipal Corporation**

ময়দান

আজ ভক্তদের সঙ্গেই জন্মদিনের সেলিব্রেশন করবেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ ৫৪ বছরে পা দেবেন ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সফল অধিনায়ক তথা বাংলার 'মহারাজ' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। লর্ডসে অভিষেক টেস্টেই শতরান, বিদেশের মাটিতে ভারতকে লড়াই শেখানো অধিনায়ক, ২০০৩ বিশ্বকাপের ফাইনালে দলকে তোলা এবং বিসিসিআইয়ের মসনদে বসে ভারতীয় ক্রিকেটে এক নতুন মানসিকতার সূচনা, সব মিলিয়ে সৌরভ আজও ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম প্রভাবশালী মুখ। ক্রিকেটার হিসেবে অবসরের পর বিসিসিআই সভাপতি হয়েছিলেন। বর্তমানে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)-এর সভাপতির দায়িত্বও সামলাচ্ছেন তিনি। এবারের জন্মদিনে সৌরভ কলকাতাতেই থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। সেই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছেন না তাঁর অনুরাগীরা। বিভিন্ন ফ্যান ক্লাবের প্রায় ১০০ সদস্য তাঁর বাড়িতে গিয়ে কেক কেটে জন্মদিন উদ্যাপনের পরিকল্পনা করেছেন। সিএবিতেও তাঁকে শুভেচ্ছা জানানোর বিশেষ প্রস্তুতি চলছে।

এবারের জন্মদিন ঘিরে আরও একটি জল্পনা রয়েছে। ইন্ডাস্ট্রি সূত্রের দাবি, সৌরভের বায়োগ্রাফি নিয়ে ছবি 'দাদা , দ্য সৌরভ গাঙ্গুলী স্টোরি'-র প্রথম ঝলক আজ প্রকাশ পায় কিনা তারই অপেক্ষায় ভক্তরা। এমনকি ছবির সম্ভাব্য মুক্তির দিন ঘোষণারও জোর গুঞ্জন রয়েছে। যদিও এ বিষয়ে নির্মাতাদের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। ফলে জন্মদিনে ভক্তদের জন্য কোনও বিশেষ চমক অপেক্ষা করছে কি না, তা জানতে আরও কিছুটা অপেক্ষা করতেই হবে।

কলকাতা ফুটবল লিগের আগে এরিয়ান ক্লাবের নতুন জার্সি উন্মোচন, নতুন মরসুমের প্রস্তুতির ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা দেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ফুটবল ক্লাব আরিয়ান ক্লাব আসন্ন ক্যালকাটা ফুটবল লিগ (সিএফএল)-এর জন্য তাদের নতুন জার্সির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করল। এই উপলক্ষে কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে ক্লাব কর্তৃপক্ষ নতুন মরসুমের প্রস্তুতি, দলের লক্ষ্য এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সেক্রেটারি সমর পাল, আরিয়ান ক্লাবের প্রধান স্পনসর কাজল গ্রুপের কর্ণধার সিদ্ধার্থ ভৌমিক, কাজল গ্রুপের ম্যানেজার প্রেম, জেআইএস গ্রুপের প্রতিনিধি ও কাজল গ্রুপের পক্ষ থেকে সম্মানিত অতিথি অরুণজি, রঘু নন্দী, চৌহানজি, এছাড়াও ক্লাবের কর্মকর্তারা এবং ফুটবলাররা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল আসন্ন সিএফএল মরসুমের জন্য আরিয়ান ক্লাবের নতুন জার্সির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। পাশাপাশি নতুন মরসুমের জন্য দলের অধিনায়কের নামও ঘোষণা করা হয়। সাংবাদিক বৈঠকে দলের সমস্ত খেলোয়াড়কে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং নতুন মরসুমে ভালো ফল করার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় ফুটবলের প্রাক্তন অধিনায়ক ও প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক দেবজিত ঘোষ, যিনি বর্তমানে আরিয়ান ক্লাবের কোচ ও টেকনিক্যাল ডিরেক্টর, বলেন যে দলে অভিজ্ঞ এবং তরুণ ফুটবলারদের সঠিক সমন্বয় রয়েছে। তাঁর বিশ্বাস, চলতি সিএফএল এ আরিয়ান ক্লাব শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাদের দুই প্রধান স্পনসর কাজল গ্রুপ এবং জেআইএস গ্রুপ-কে ধন্যবাদ জানিয়ে জানায়, তাদের সহযোগিতায় আরিয়ান ক্লাব নতুন শক্তি ও আত্মবিশ্বাস পেয়েছে। ক্লাবের আশা, ঐতিহ্যের মর্যাদা বজায় রেখে এবারও দল ক্যালকাটা ফুটবল লিগে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করবে।

অন্যদিকে, কাজল গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সিদ্ধার্থ ভৌমিক বলেন, আরিয়ান ক্লাব একটি অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী ক্লাব এবং এর সমর্থক সংখ্যাও বিপুল। অতীতে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের মতো বড় ক্লাবকে যেভাবে আরিয়ান কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল, তাতে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস যে ভবিষ্যতে আরিয়ান ক্লাবও ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের মতোই একটি শক্তিশালী ফুটবল ক্লাবে পরিণত হবে। তিনি সমর্থকদের মাঠে এসে দলকে উৎসাহ দেওয়ার আহ্বান জানান এবং আশা প্রকাশ করেন, এবার ক্যালকাটা ফুটবল লিগের চ্যাম্পিয়ন হবে আরিয়ান ক্লাব।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন ঘুরে ট্যুরে

বুধবার • ৮ জুলাই ২০২৬ • পেজ ৮

রাজস্থানের পুষ্কর ও সাবিত্রী পাহাড়ে সাবিত্রী দেবী দর্শন

ড. বিমলকুমার শীট

রাজস্থান ভ্রমণে রয়েছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সেখানে ফোর্ট ও মরুভূমি অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান। কিন্তু হাজার হাজার ভ্রমণ পিপাষুর মতো আমাদের মন সেখানে টানল না। আমাদের মন টানল পুষ্করের যা ছিল ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন বিখ্যাত প্রধান ব্রহ্মা মন্দির এটি জগৎপিতা ব্রহ্মা মন্দির নামে খ্যাত। আর সবিত্রী পাহাড়ে সাবিত্রী দেবী মন্দির। কারণ এই দুই তীর্থস্থান শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের সহধর্মিণী মা সারদার স্মৃতি বিজড়িত। তাই অগ্রপশ্চাৎ কোন কিছু না ভেবে খড়গপুর থেকে হাওড়া আজমের সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসে রওনা হলাম। আজমেরে নেমে গাড়ি ঠিক করে নিয়ে সড়কপথে ১১কিমি দূরে পুষ্করে পৌঁছে গেলাম। পুষ্কর থেকে ১০ মিনিট হাঁটা পথে এক সুন্দর হোটেলে থাকলাম। হোটেল থেকে পাহাড়কে ভারি সুন্দর দেখাল। মেঘ যেন পাহাড়ের গাছ গাছালির মাঝে সূর্যরশ্মির সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। কাছের রাস্তা দিয়ে সাজানো উটের গাড়ির চালক যাত্রীদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে । অনেকে পায়ে হেঁটে চলাচল করছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত যোগসাধক, সেই সাথে নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব, দার্শনিক ও ধর্মগুরু ছিলেন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-১৮৮৬)। তিনি ১৬ আগস্ট ১৮৮৬ সালে মারা গেলেন কাশীপুর উদ্যানবাটিতে। তারপর বাগবাজারের ভক্তপ্রবর বলরাম বসু মা সারদা দেবীকে সাদরে নিজ ভবনে নিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শনে এবং নিজের নিঃসহায় অবস্থার কথা ভেবে মা সারদাদেবী কাতর হয়ে পড়ে ছিলেন। এই অবস্থায় বলরাম বসু মা সারদা দেবীর মানসিক শক্তির জন্য তাঁকে তীর্থে পাঠাবার ইচ্ছা করলেন। সেই অনুসারে ১২৯৩ বঙ্গাব্দে ১৫ ভাদ্র মা সারদা দেবী বৃন্দাবন দর্শনে যাত্রা করলেন। সঙ্গে চললেন গোলাপ মা, লক্ষীদিদি, যোগীণ মহারাজ, কালী মহারাজ ও লাটু মহারাজ প্রমুখ। মা সারদা দেবী ও সহযাত্রীগণ বৃন্দাবন যাওয়ার পথে দেওঘরে নেমে বৈদ্যনাথ দর্শনান্তে সেই দিনই পরবর্তী গাড়িতে কাশীধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কাশী থেকে সকলে অযোধ্যায় এসে একদিন থেকে বৃন্দাবনে পৌঁছলেন। বৃন্দাবনে কয়েকমাস থাকার পর হরিদ্বারে গেলেন। তারপর জয়পুর হয়ে পুষ্কর তীর্থে পৌঁছান।

আমরাও পুষ্করে পৌঁছলাম। আরবল্লী পর্বতের কোলে পুষ্কর একটি প্রাচীন ও পবিত্র তীর্থশহর। আজমের শহর থেকে মাত্র ১১ কিমি দূরে অবস্থিত। এখানকার প্রধান আকর্ষণ চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত বিশাল ব্রহ্মা মন্দির । সামনেই রয়েছে পুষ্কর হ্রদ । এই হ্রদের চারপাশে পঞ্চাশের অধিক ঘাট রয়েছে। ঘাটে পা হাত ধুয়ে সিঁড়ি দিয়ে ব্রহ্মা মন্দিরে গেলাম। এখানে ব্রহ্মার চার-মুখী মূর্তি রয়েছে। কথিত রয়েছে মন্দিরটি ব্রহ্মার যজ্ঞের পর ঋষি বিশ্বামিত্র তৈরি করে ছিলেন বলে জানা যায়। মাইকে বার বার ঘোষণা করছে ফটো তোলা নিষেধ। অনেকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ফটোও তুলছে। প্রণাম করে মন্দিরের বাইরে এলাম। কিন্তু তাড়া করল মন্দিরের ইতিহাস। তা না বললে পুষ্কর ভ্রমণ অর্থহীন । পুরাণ অনুসারে পুষ্করে বজ্রনাভ নামে এক অসুর ছিল সে শিশুদের প্রাণ কেড়ে নিত এবং দেবতাদের হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। তাই ব্রহ্মা পদ্ম নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করে ছিল । যেহেতু তিনি সেখানে পদ্ম ফেলে ছিলেন তাই স্থানটি পুষ্কর নামে খ্যাত। মধ্যযুগে এটি সুলতানি পরে মুঘলদের অধীনে আসে। ঔরঙ্গজেব এর অনেক ক্ষতি সাধন করে। পরে মারওয়ারের রাঠোরদের অধীনে পুষ্কর যোধপুর রাজ্যের অংশ হয়ে ওঠে। তারপরে এটি ব্রিটিশদের অধীনে চলে যায় । পুষ্করকে কেন্দ্র করে বহু দোকান পাট গড়ে উঠেছে। সারা বছর ধরে চলা তীর্থযাত্রার মাধ্যমে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য করে থাকে। এখানকার বিশ্ববিখ্যাত উটের মেলা বেশ আকর্ষণীয়। এখানে দেড় দু ঘণ্টা কাটিয়ে আমার সাবিত্রী মন্দিরের দিকে রওনা হলাম। সামান্য দূরে সাবিত্রী পাহাড় । এখানে ওঠার দুটো পথ রয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে সাবিত্রী মন্দির দর্শন না হলে রোপওয়েতে যাওয়া। আমরা স্থির করলাম রোপোয়েতে যাব । তাই টিকিট কেটে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মতো নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে পড়লাম । তারপর আমরা ৬জন একটি কেবিনে উঠলাম। এরপর উপরের দিকে ধীরে ধীরে একটির পর একটি কেবিন চলতে শুরু করল । সেখান থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অপূর্ব। আমরা পরপর ছবি তুলতে লাগলাম । পৌঁছে গেলাম মন্দিরের কাছে । কিন্তু বানরের উৎপাত দেখে আমারা থমকে গেলাম। তারা চলে যেতেই মন্দিরে ঢুকলাম। ভিড় তেমন নেই। মন্দিরটি ব্রহ্মার প্রথমা স্ত্রী সাবিত্রী দেবীকে উৎসর্গীকৃত এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর একটি মূর্তিও রয়েছে। মন্দির পেরিয়ে পাশে পাঁচ-দশ হাত দূরে ছোট একটি মন্দির দেখলাম। সেখানে রয়েছে মা সারদা দেবীর মূর্তি। তার সামনে বসে পুরোহিত । মূর্তির পাশে থাকা একটি ফলকে লেখা রয়েছে When she visited this Place during her pilgrimage in the gear 1886– she climbed this hill and went into deep trance in the compound of the Sir Savitri Mandir. This temple has been built to honour and worship her. সাবিত্রী পাহাড়টি তার নিকটবর্তী এলাকা থেকে প্রায় ৭৫০ ফুট উঁচু । সাবিত্রী পাহাড়ে তীর্থযাত্রার পথ দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ । বাঙালী হিসাবে আমাদের বেশ গর্ব অনুভূত হল । মা সারদাকে প্রণাম করলাম। ৩৩ বছর বয়সে এই সিঁড়ি বেয়ে মা সারদা সদলবলে এই সাবিত্রী মন্দির দর্শন করে ছিলেন। পুষ্কর তীর্থের পর তিনি

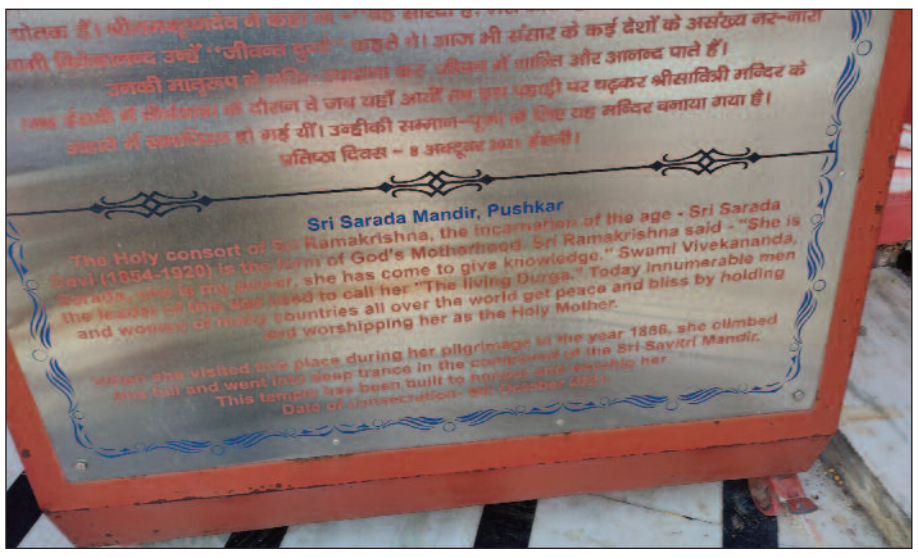

বৃন্দাবনে ফিরে কিছুদিন পরে তাঁরা কলকাতার দিকে রওনা হন। পথে প্রয়াগে নামেন। এখানে ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের কেশ ও নখ মা সারদা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম স্থলে বিসর্জন দেন। লক্ষীদিদি প্রয়াগে মস্তক মুণ্ডন করলেও কিন্তু মা সারদা করেন নি । এভাবে তীর্থদর্শন ও ঠাকুরের সঙ্গে মিলনের আনন্দ নিয়ে মা সারদা এক বছর পরে সদলবলে কলকাতায় ফিরে বলরামপুর বাড়িতে উঠলেন । সবশেষে বলি মা সারদা যেমন এই তীর্থস্থান দর্শনে ধন্য হয়ে ছিলেন তেমনি তাঁর পাদস্পর্শে এই পবিত্রভূমিও ধন্য হয়ে ছিল। আর আমরা তা দর্শন করে নিজেদেরকে ধন্য মনে করলাম । তারপর ফিরলাম আপনালয়ে। স্মৃতি সর্বদাই সুখের হয়ে রইল ।

বিশ্বকাপে ইতি রোনাল্ডোর অসম্পূর্ণ অধ্যায়!

স্পেনের কাছে হেরে বিদায় পর্তুগালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সফল ফুটবলার তিনি। ক্লাব ফুটবলে জিতেছেন প্রায় সব বড় ট্রফি। পাঁচটি ব্যালন ডি'অর, একাধিক উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, ইউরো কাপ, নেশনস লিগ;সাফল্যের তালিকা দীর্ঘ। আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকাতেও শীর্ষস্থানেই রয়েছে তাঁর নাম। তবুও একটি আক্ষেপ এতদিন ধরে তাড়া করে ফিরেছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে;বিশ্বকাপ ট্রফি। সেই অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণের শেষ সুযোগ ছিল ২০২৬ বিশ্বকাপ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই স্বপ্নও অধরাই থেকে গেল। স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে শেষ ষোলো থেকেই বিদায় নিল পর্তুগাল। আর সেই সঙ্গে বিশ্বকাপের মঞ্চেও শেষ হয়ে গেল রোনাল্ডোর বর্ণময় অধ্যায়।

বিশ্বকাপের নকআউট পর্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ম্যাচগুলির একটি ছিল এই আইবেরিয়ান ডার্বি। একদিকে ৪১ বছর বয়সী অভিজ্ঞ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, অন্যদিকে স্পেনের তরুণ তারকা লামিন ইয়ামাল। এক প্রজন্মের বিদায়ের লড়াই, আর অন্য প্রজন্মের উত্থানের গল্প;দুই ছবিই যেন একসঙ্গে ধরা পড়ল এই ম্যাচে।

শুরু থেকেই দুই দল আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। মাঝমাঠে বলের দখল নিয়ে একের পর এক আক্রমণ তৈরি করছিল পর্তুগাল ও স্পেন। রোনাল্ডো কয়েকবার গোলের সুযোগ পেলেও স্পেনের রক্ষণ এবং গোলরক্ষক উনাই সিমনের দুর্দান্ত সেভে হতাশ হতে হয় তাঁকে। অন্যদিকে স্পেনের আক্রমণও বারবার আটকে দেন পর্তুগালের গোলরক্ষক দিয়েগো কোস্তা। ফলে প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্য অবস্থায়।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের গতি কিছুটা কমে যায়। দুই দলই অযথা ঝুঁকি না নিয়ে রক্ষণকে শক্ত রাখার দিকেই বেশি মন দেয়। ফলে দীর্ঘ সময় গোলের দেখা মেলেনি। মনে হচ্ছিল ম্যাচটি অতিরিক্ত সময়ে গড়াবে।

কিন্তু ফুটবল অনেক সময় শেষ মুহূর্তেই সবচেয়ে বড় নাটক উপহার দেয়। ইনজুরি টাইমে স্পেনের হয়ে বদলি হিসেবে নামা মিকেল মেরিনো ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেন। মিকেল ওয়ারজাবালের নিখুঁত পাস থেকে সুযোগ পেয়ে ঠান্ডা মাথায় বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। সেই একটিই গোল স্পেনকে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে দেয় এবং পর্তুগালের বিশ্বকাপ স্বপ্ন শেষ করে দেয়।

গোল হজম করার পর শেষ কয়েক মিনিটে মরিয়া হয়ে সমতায় ফেরার চেষ্টা চালায় পর্তুগাল। রোনাল্ডোও সামনে উঠে এসে সুযোগ তৈরি করার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্পেনের শক্তিশালী রক্ষণ আর ভাঙা সম্ভব হয়নি। শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই স্পেনের ফুটবলাররা উল্লাসে মেতে ওঠেন, আর পর্তুগিজ শিবিরে নেমে আসে গভীর হতাশা।

সবচেয়ে আবেগঘন মুহূর্তটি ছিল ম্যাচ শেষে। দীর্ঘ কেরিয়ারে অসংখ্য সাফল্যের সাক্ষী থাকা রোনাল্ডো চোখের জল আর ধরে রাখতে পারেননি। সতীর্থদের সান্ত্বনা সত্ত্বেও হতাশা স্পষ্ট ছিল তাঁর মুখে। বিশ্বকাপ জয়ের যে স্বপ্ন এত বছর ধরে তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে, তা আর পূরণ হলো না।

রোনাল্ডোর ফুটবলজীবন নিঃসন্দেহে ইতিহাসের অন্যতম সেরা। ব্যক্তিগত ও দলগত অসংখ্য রেকর্ড, অসংখ্য শিরোপা এবং দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ব ফুটবলে আধিপত্য;সবই তাঁর নামের পাশে লেখা থাকবে। কিন্তু বিশ্বকাপ ট্রফি ছাড়া সেই সাফল্যের তালিকায় একটি অপূর্ণতা থেকেই গেল।

অন্যদিকে এই জয়ে স্পেন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল। তরুণদের সঙ্গে অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনে গড়া দলটি এবার শিরোপার অন্যতম দাবিদার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করল।

আর রোনাল্ডোর জন্য এটি শুধু একটি ম্যাচের হার নয়, বরং বিশ্বকাপের মঞ্চে এক কিংবদন্তির শেষ অধ্যায়ের সমাপ্তি। ফুটবলপ্রেমীরা হয়তো তাঁকে আর কখনও বিশ্বকাপে খেলতে দেখবেন না, কিন্তু তাঁর লড়াই, গোল, আবেগ এবং অসাধারণ কীর্তিগুলো চিরকাল ফুটবল ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে।

ট্রাম্পের হস্তক্ষেপেও শেষ রক্ষা হল না

বেলজিয়ামের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু সেই স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত অধরাই থেকে গেল। শেষ ষোলোয় শক্তিশালী বেলজিয়ামের কাছে ৪-১ গোলে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিল অন্যতম আয়োজক দেশ। মাঠের বাইরের নানা বিতর্ক সত্ত্বেও বেলজিয়াম দুর্দান্ত ফুটবল খেলেই শেষ আটের টিকিট নিশ্চিত করে।

ম্যাচের আগে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিল মার্কিন ফরোয়ার্ড ফোলারিন বালোগানকে ঘিরে। বসনিয়া ও হারজেগোভিনার বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে তিনি সরাসরি লাল কার্ড দেখেছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে তাঁর খেলার কথা ছিল না। তবে শেষ মুহূর্তে ফিফা সেই নিষেধাজ্ঞা স্থগিত রাখে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। এরপরই বালোগানের শাস্তি এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়। ট্রাম্প পরে প্রকাশ্যেই ফিফাকে ধন্যবাদও জানান। তবে এই সিদ্ধান্ত মাঠের ফল বদলাতে পারেনি।

ম্যাচের শুরু থেকেই বেলজিয়াম আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। মাত্র ৯ মিনিটেই চার্লস ডি'কেটোলেয়ারের দুর্দান্ত শটে এগিয়ে যায় ইউরোপের দলটি। শুরুতেই পিছিয়ে পড়লেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে। মাঝমাঠে বলের দখল রেখে একের পর এক আক্রমণ গড়ে তারা। সেই চেষ্টার ফলও মেলে। ৩১ মিনিটে সমতা ফেরায় স্বাগতিকরা।

কিন্তু সেই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। মাত্র দুই মিনিট পর আবারও গোল করে বেলজিয়াম। নিজের দ্বিতীয় গোল করে দলকে ফের এগিয়ে দেন ডি'কেটালেয়ার। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় বেলজিয়াম।

বিরতির পরও একই ছন্দ ধরে রাখে তারা। ৫৭ মিনিটে হান্স ভানাকেনের গোলে ব্যবধান বেড়ে দাঁড়ায় ৩-১।

এরপর মার্কিন ফুটবলাররা ব্যবধান কমানোর মরিয়া চেষ্টা চালালেও বেলজিয়ামের রক্ষণ ছিল অত্যন্ত সংগঠিত। ফলে আর কোনও গোল করতে পারেনি স্বাগতিকরা।

যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে শেষ আঘাত হানেন রোমেলু লুকাকু। দুরন্ত ফিনিশে তিনি দলের চতুর্থ গোলটি করেন। সেই গোলের সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হয়ে যায়।

উল্লেখযোগ্য বিষয়, শেষ ৩২-এর ম্যাচে বেলজিয়ামও কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়েছিল। সেনেগালের বিরুদ্ধে একসময় তারা বিদায়ের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। শেষ মুহূর্তের লড়াইয়ে সেই ম্যাচ জিতে কোনোরকমে নকআউট পর্বে ওঠে। আর সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এবার শেষ ষোলোয় নিজেদের সেরাটা উপহার দিল তারা।

অন্যদিকে, ঘরের মাঠে প্রিয় দলের এমন হার দেখে সিয়াটলের গ্যালারিতে উপস্থিত সমর্থকদের মধ্যে নেমে আসে হতাশার ছায়া। বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ায় অনেককেই স্তব্ধ হয়ে মাঠ ছাড়তে দেখা যায়।

এই জয়ের ফলে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে বেলজিয়াম। শেষ আটে তাদের সামনে অপেক্ষা করছে শক্তিশালী স্পেন। ফলে ইউরোপের দুই ফুটবল পরাশক্তির লড়াই ঘিরে এখন থেকেই উত্তেজনা তুঙ্গে।